যুগযুগান্তের সাক্ষী পুরুষ শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

আমার পরমারাধ্য শিবগুরু শ্রীশ্রীসরোজ লাহিড়ী বাবার নিকট প্রথম আমি শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার কথা শ্রুত হই। শ্রীশ্রীসরোজ বাবার সুদীর্ঘ হিমালয়ের গিরিকন্দরে শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার সান্নিধ্যে পূত তপোলব্ধ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনিতাম আর ভাবিতাম যে কবে সেই দিন আসিবে যেই দিন ওই পরম দিব্য মহাত্মার দর্শন লাভ করিব। শ্রীশ্রীবাবার নিকট ক্রিয়াযোগে দীক্ষালাভ করিবার সময় শ্রীশ্রীবাবা আমায় বলিয়াছিলেন, ''তোমায় ব্রহ্মবিদ্যা দীক্ষা দিচ্ছি শুনে নাঙ্গাবাবা অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। আজ তোমার জিনিষ তোমায় ফিরিয়ে দিলাম।'' আমার দীক্ষা হইতেছে শুনিয়া নাঙ্গাবাবা অত্যন্ত খুশী হইয়াছেন জানিয়া আমার হৃদয় এক আশ্চর্য্য আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলাম বিরাট মহাত্মা এই শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা যিনি ব্রহ্মধ্যানে সর্বদাই মগ্ন থাকেন, তিনি কি আমাকে সত্যিই চেনেন? শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ''তোমার যখন চার-পাঁচ বৎসর বয়স তখন নাঙ্গাবাবা আমায় তোমাকে দেখিয়ে ছিলেন।'' আমার ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গানো ছোটবেলার একটি ফটো দেখাইয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন যে ওই ফটোটির মতোই তিনি দেখিয়াছিলেন। এইসব কথা যতই শুনি ততই আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। আমার ব্রহ্মবিদ্যালাভের তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে একদিন দৈবযোগে জানিতে পারিলাম যে শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা কায়াকল্প করিবার জন্যে গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই দিবসটি ছিল বৈশাখের বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন। তারপরে আগত শ্রাবণী পূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমার দিবসে রাত্রিকালে সাধনরত রহিয়াছি এমন সময় এক গগনভেদী দিব্যশঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই ধ্বনি ক্রমশঃ জোরদার হইতে লাগিল এবং ক্ষণার্ধ সময়ের মধ্যেই জ্যোতি-আপ্লুত দিগম্বর দেহে আমার কক্ষ মধ্যে আবির্ভূত হইলেন সেই মহান পুরুষ শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা। তাঁহারই শরীরের দিব্যজ্যোতিতে তাঁহাকেই উত্তমরূপে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হইল। দেখিলাম, তাঁহার দেহের গোলাপী আভাযুক্ত ত্বকের উপর হইতে দেহের সকল শিরা-উপশিরা যেন স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম যে ইহা নাঙ্গাবাবার নব কলেবরের কোমল ত্বক, তাই দেহের ত্বক এখনও মোটা হইয়া যায় নাই। মস্তকের চুলগুলিও যেন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। নাঙ্গাবাবার এই নবীন বপু দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম। নাঙ্গাবাবাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, ''তুমি আবার দিব্যনাথ হইয়াছ, তাই তোমার নাম থাক 'দিব্যনাথ'।'' নাঙ্গাবাবার মুখাবয়বে তখন সে কী মধুর স্মিত হাসি। আমায় আশীর্বাদ করিয়া তিনি মুহূর্ত মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন।

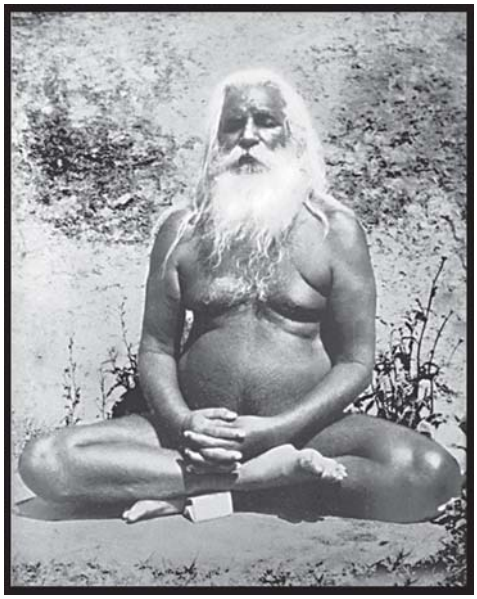

শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা

শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেই স্থূল চেতনায় ফিরিয়া আসিয়া আমি বিস্ময়ের সায়রে যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। মনের মধ্যে উদয় হইল কতশত অদ্ভুত চিন্তা। প্রথমেই ভাবিলাম, 'কে এই নাঙ্গাবাবা যিনি আমায় জন্মকাল হইতে চেনেন? আমার এমন কি পুণ্য রহিয়াছে যে আমার পরমগুরু শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা আমাকে দর্শন দিলেন। তবে আমার স্বীয় আত্মপরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন, নইলে এই মনুষ্য জীবনই যে বৃথা চলিয়া যাইবে'। এইবার হৃদয়ের গভীর হইতে এক অব্যক্ত ক্রন্দন উঠিল — ভগবান আমায় আলো দাও, জ্ঞান দাও, শুদ্ধাভক্তি দাও, তোমার শরণ দাও। হৃদিকন্দর হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল সেই শাশ্বত মন্ত্র — 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ'। ক্রমে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া সকাল হইল। সেই সকালেই শ্রীশ্রীবাবা আসিলেন। সুযোগ বুঝিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে গতরাত্রের

কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, ''জানি, আমি সব জানি। দেখো তো, তিন মাস পরে গুহা থেকে বাহির হইয়াই প্রথমে তোমার নিকটে আসিলেন আর আমি অত বছর তাঁর দাসের মত তাঁর সেবা করিলাম। একেই বলে পক্ষপাতিত্ব।'' আমি অবাক হইয়া গেলাম এই কথা শুনিয়া যে তিনি সর্বপ্রথম আমাকেই দর্শন দিলেন।

রাত্রে সাধনায় বসিয়া ওই চিন্তাই আমার মধ্যে চলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আমার শ্বাস স্থির হইয়া গেল আর এক দিব্য কণ্ঠস্বর হিন্দী ভাষায় আমায় বলিল —''অরে বেটী, তু মনন কর। সব রাম জানে।'' এই কণ্ঠস্বর নিশ্চুপ হইতেই আমার অন্তরে প্রথম চিন্তনের তরঙ্গ উঠিল — কপিল মুনির পিতা কে ছিলেন যেন? 'কপিলমুনি' নামটি মনে হইতেই মহাবতার বাবাজী মহারাজের চেহারা আমার মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তবে কি নাঙ্গাবাবাই কপিলমুনির পিতা? এই চিন্তন আসিতেই অন্তরাকাশে গুম্ গুম্ শব্দ করিয়া প্রতিধ্বনি উঠিল, ''হাঁ, হাঁ, হাঁ। বেটী, তু মনন কর।'' — আবার সব নিস্তব্ধ। কখন যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি জানি না। পরে শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইলাম। তিনি আশ্চর্য্যভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ''তুমি ঠিকই ধরেছ। সবই তাড়াতাড়ি এসে যাচ্ছে।''

শ্রীশ্রীবাবা একদিন আমায় বলিয়াছিলেন —''নাঙ্গাবাবা হলেন আদিব্রহ্মার ছায়া।'' আমি বলিয়াছিলাম, ''বাবা, ছায়া আর কায়া কখনো আলাদা হয় নাকি?'' বাবা বলিয়াছিলেন, ''ঠিক।'' আদিব্রহ্মা পরমভাগবত স্বরূপ মানসপুত্র লাভার্থ পরমব্রহ্ম ধ্যানে মগ্ন হইলে তাঁহার কূটস্থ মধ্যে পরম ব্রহ্মস্বরূপ আকাশের ছায়া হইতে এক অদ্ভুত তৎসদৃশ পুত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনিই হইলেন প্রজাপতি ঋষি ব্রহ্মর্ষি 'কর্দ্দম'। প্রজাপতি কর্দ্দমের স্ত্রী মনুকন্যা দেবহুতির গর্ভে নারায়ণের অবতার সাংখ্য দর্শনকার ঋষি 'কপিল' জন্মগ্রহণ করেন আকাশমার্গে কর্দ্দমের অলৌকিক অদ্ভুত দেবযানে। ভগবান ব্রহ্মা কর্দ্দম প্রজাপতিকে কহিয়াছিলেন, ''তুমি প্রজা সৃষ্টি কর।'' তাহাতে সরস্বতী নদীর তীরে কর্দ্দম দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ তপস্যায় সমাধিযুক্ত পূজার উপকরণের দ্বারা ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করিলেন। কর্দ্দম ঋষির তপস্যায় ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শব্দৈকবেদ্য যে ব্রহ্ম, তন্ময়রূপ ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। তপস্যার ফলে শ্রীহরি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলে তিনি হরির নিকট বিনয়পূর্বক সকাম প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত স্ত্রী প্রার্থনা করেন। শ্রীহরি মনুকন্যা সংযতচিত্তা যোগলক্ষণে যুক্তা দেবহুতিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বলেন। অনন্তর দৈবযোগে মনু তাঁহার কন্যা দেবহুতির সহিত কর্দ্দমের বিবাহ দেন। কর্দ্দম দেবহুতিকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে যোগলব্ধ জীবনযাপন করিতে থাকেন। তদনন্তর কলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি নয়টি কন্যা জন্মিবার পরে কর্দ্দম সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনঃ যোগাভ্যাসের জন্যে অরণ্যাশ্রমে যাওয়া স্থির করিলেন। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী অতীব চিন্তিত হওয়াতে কর্দ্দম বলেন যে তিনি তাঁকে শ্রীহরির মত পুত্র দান করিবেন। ফলে মহামুনি কপিলের জন্ম হয়। কপিলের জন্মের পর কন্যাদের ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে বিবাহ দিয়া কর্দ্দম পুনঃ শ্রীহরির সঙ্গে ভক্তি-প্রেমে সম্মিলিত হইবার জন্যে তপস্যায় মগ্ন হইয়া নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করেন। এদিকে দেবহুতিও নারায়ণের অবতার সাংখ্যাচার্য্য পুত্র কপিলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তপস্যায় নিমগ্ন হন। কর্দ্দম ঋষি কঠোর তপোবলে শ্রীহরির কৃপায় এবং ইচ্ছায় তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জগন্নাথ তত্ত্বে উপনীত হন। এই জগন্নাথ-তত্ত্ব অবলম্বনকারী সকল মহাত্মাগণই শ্রীহরির স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। যাঁহারা এই অবস্থায় উপনীত হন তাঁহারা পূর্ণ এবং অংশ দেহে একই সময় একাধিক দেহ ধারণ করিতে সক্ষম হন। অর্থাৎ, একই সময় দুই দেহধারণ পূর্বক জগতে লীলা করিতে উহারা সমর্থ হন। শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবাকেও এইভাবে বহুলীলায় অংশগ্রহণ করিতে দেখা যায়।

আত্মানুভবের মহিমায় একদা রামলীলা দর্শন হয় মানসপটে। সেই অনুভূতির ফলে ইহাও অবগত হই যে ওই বিরাট ঋষি কর্দ্দম ত্রেতাযুগে ভগবৎলীলায় রাজর্ষি জনক রূপে প্রকট হইয়াছিলেন। মিথিলার পরমধার্মিক রাজা ছিলেন জনক। এনার জন্ম অযোনিসম্ভবা, তাই 'বৈদেহ' বলিয়াও ইনি পুরাণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্বে জনকের বংশে 'নিমি' নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেন। একদা ধর্মাত্মা রাজা নিমি কুলপুরোহিত ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ইহাতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দেন 'তুমি চেতনা বিহীন হও'। তখন ঋষিরা গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দিয়া নিমির দেহ অরণিরূপে কল্পিত করতঃ পূজা করিয়া মন্থন করেন। সেই মথিত দেহ হইতে এক মহাতপা পুত্র জন্মায়। মন্থন হইতে জন্ম সেইজন্য এই পুত্রের নাম হয় 'মিথি'। জনন

হইতে জন্ম বলিয়া ইহারই অন্য নাম জনক। বিচেতন দেহ হইতে জন্ম বলিয়া ইহার অপর নাম 'বৈদেহ'। এই মিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তার অধস্তন সকল পুরুষই 'জনক' নামে খ্যাত হন। রামায়ণে কথিত আছে, মিথির পুত্র জনকই প্রথম জনক। মিথি রাজার নাম হইতে রাজ্যের নাম হয় মিথিলা। রামায়ণে দুইজন জনকের নাম পাওয়া যায়। একজন মিথির পুত্র ও উদাবসুর পিতা এবং অন্যজন হ্রস্বরোমার পুত্র সীতার পিতা। ব্রহ্মর্ষি কর্দ্দম হইলেন এই 'সীতার' পিতা 'সীরধ্বজ' জনক।

রাজর্ষি জনক স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে পরে যখন বিদেহে যমলোকের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন তখন যমলোক হইতে বীভৎস আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন। সেই ভয়ংকর আর্তনাদ শুনিতে পাইলে তখন জনকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় এবং সেই কারণে তিনি যমরাজের নিকট যাইয়া সেই আর্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যম, পাপিষ্ঠদিগের উপযুক্ত শাসন চলিতেছিল বলিলে জনক বলেন যে তাঁহার সমগ্র জীবনের পুণ্য প্রদান করিলে যদি উহারা মুক্তি পায় তবে তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনের পুণ্য সেই নিকৃষ্ট জীবের জন্য দান করিতে ইচ্ছুক আছেন। ইহাতে যম বলেন যে জনকের একদিনের পুণ্য দিলেই সকলের মুক্তি হইয়া যাইবে। নিকৃষ্ট জীবস্বরূপ মনুষ্যগণকে যমালয় হইতে মুক্তি করাইয়া জনক উহাদের লইয়া তৎপরে স্বর্গলোকে গেলেন। সেখানে একটি সুবৃহৎ মাঠের মধ্যে উহারা থাকিতে লাগিল কিন্তু সেইখানে কেহই উহাদের খাদ্য পানীয় দিতে রাজী হইল না। কারণ ইহাদের কর্মে কোন দান-ধ্যান ছিল না। তখন জনক উহাদের ফের কালচক্রে পতিত হইয়া ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতে বলেন এবং বলেন যে উহাদের উদ্ধারের জন্যে জনক পুনঃ মর্ত্যলোকে দেহধারণ করিবেন। বহুকাল পরে কলিযুগে তিনি ঈশ্বরাবতার 'গুরুনানকদেব' রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন ও জীবগোষ্ঠীর অভূতপূর্ব কল্যাণসাধন করিলেন। গুরুনানক দেবের স্থূলতনুই ব্যাসপীঠস্থ শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার বর্তমান দেহ।

পরবর্তীতে জগতের প্রয়োজনে শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবাই অংশদেহ ধারণ করিয়া গৌরবর্ণ তোতাপুরীর দেহধারণ করিয়াছিলেন এবং যুগাবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভগবৎলীলায় গুরুরূপে যোগদান করেন। এই বিষয় অনেক কিছু দর্শন এবং গুহ্য বিষয় আমায় শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা ও শ্রীশ্রীবাবা প্রত্যক্ষ করান। শ্রীশ্রীবাবা বলেন, তোতাপুরীর দেহটির বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরে তখন কায়া কল্প সাধনের মাধ্যমে নাঙ্গাবাবা দিগম্বর বাবার দেহটি প্রাপ্ত হন। এই দেহটিই পুরীর অদ্বৈতব্রহ্ম আশ্রমের ল্যাংটাবাবা বা দিগম্বর বাবা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। দিগম্বর বাবার দেহটিই 'আদিত্যনাথ' বাবার দেহ। দিগম্বরবাবা পুরীতে আসিবার পূর্বে গুজরাটে গিরনার পর্বতে বহুদিন তপোরত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার দিব্য প্রকাশ ঘটিলে তিনি 'আদিত্যনাথ' নামে জনসমক্ষে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে হরিদ্বারে, প্রয়াগে, ভাগলপুরে ইত্যাদি জায়গায়ও পরিভ্রমণ করিবার সময় আরও নানান নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

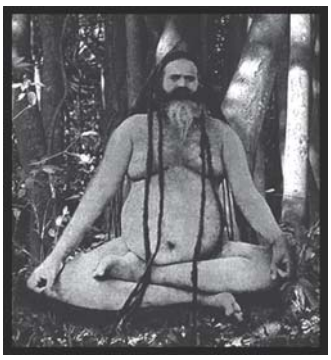
তোতাপুরী মহারাজ

অতএব দেখা যাইতেছে যে জগন্নাথ পদাধিকারী মহাত্মারা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত একটি দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই অন্য আরেকটি দেহধারণ করিতে সক্ষম হন; এই কারণেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে বহু মুনিঋষি বলিয়াছেন — ''মহাত্মাদের জীবন অপরিচ্ছিন্নভাবে অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলে।'' সাধারণে বাহ্যিকভাবে মহাত্মাদের দেখিয়া তাঁহাদের বিরাটত্বকে ধারণা করিতে পারে না। ব্যাসপীঠের শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা হইলেন এই ব্রহ্মাণ্ডের মহাত্মা-মণ্ডলের একজন বিরাট মহান দিকপাল, পরম ভাগবত, সনাতন ধর্মের রক্ষক ও পরিপোষক। হিমালয়ে অবস্থানকারী শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার প্রকৃত ডেরা বা আশ্রম প্রাচীনকাল থেকেই হিমালয়ের ব্যাসপীঠে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথায় 'জগন্নাথ স্বরূপ' শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবার মূলদেহও বর্তমান। হিমালয়-প্রসিদ্ধ জ্ঞানগঞ্জেও তাঁহার নিত্য যাতায়াত রহিয়াছে। তাঁহার রাতুল চরণে জানাই আমার কোটি কোটি প্রণাম।

— হরি ওম্ তৎ সৎ —

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১৪)

শ্রীশ্রীদুর্গা

২এ, সিগরা
বেনারস
৭-১০-৪৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি আমার বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। আপনার ১৩, ২০ ও ২৭ সেপ্টেম্বর লিখিত তিনখানা কার্ডই পাইয়াছি। আমি সাতদিনের জন্য বিন্ধ্যাচল গিয়াছিলাম যে জন্য উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল। আমরা ৩০ শে সেপ্টেম্বর কাশীতে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়াছি।

এবার বিন্ধ্যাচলে ৩০, ৩৫টি লোক হইয়াছিল। পুরী, সম্বলপুর, গঞ্জম, কলিকাতা, আসানসোল, পুরুলিয়া, কানপুর প্রভৃতি স্থান হইতেই গুরুভাই সকলে আসিয়াছিলেন। বিন্ধ্যাচলের বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ছোটমার অন্তর্ধান সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ দিবার সময় এখনও হয় নাই। তিনি গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে যখন পুরীতে ছিলেন তখনই অস্ফুটভাবে এই ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাইয়াছিলাম। তাহার পূর্বেও তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে এই তিরোভাবের রহস্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকাতে উহা তখন বুঝিতে পারা যায় নাই। তিনি বলিতেন, ''প্রশান্তের অবতরণ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবার পর যদি মর আধার তখনও তাহাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতালাভ না করে তাহা হইলে যোগ হইতে কিছুকাল বিলম্ব হইতে পারে।'' কৃপাযুক্ত কর্ম্ম ও কৃপাশূন্য কর্ম্ম এই উভয়ের ধারা সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল কৃপাযুক্ত কর্ম্মের পরিণতি ১০৭ অর্থাৎ প্রকৃতি তত্ত্ব, এবং কৃপাশূন্য কর্ম্মের পরিণতি ১০৮ অর্থাৎ গুরুতত্ত্ব। প্রথম কর্ম্মটির ভার ছিল বড়মার উপর। তিনি প্রকৃতি অর্থাৎ 'মা'কে প্রতিষ্ঠা করিয়া গুরুপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন — ইহাই ছিল যোজনা। ১০৮ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব, কারণ স্ত্রী-শরীরে অষ্ট কুণ্ডলিনীর অভাব বলিয়া ১০৮ প্রাপ্তি অসম্ভব। ১০৮-এর জন্য অর্থাৎ কৃপাশূন্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য ভার ছিল শিষ্যের উপর — এখনও তাহাই আছে। ব্রাহ্মণ ও পুরুষদেহ ভিন্ন ১০৮ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কৃপাযুক্ত কর্মের দ্বারা কালকে বিনাশ করা যায় না। কালকে বিনাশ করিবার জন্যই কৃপাশূন্য কর্ম আবশ্যক হয়। কিন্তু কৃপাকে সমাপ্ত না করিলে কৃপাশূন্যের প্রতিষ্ঠা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? এইজন্য কৃপাযুক্ত কর্মের সমাধান প্রথমেই আবশ্যক হইয়াছে। কৃপাযুক্ত কর্মের উদ্দেশ্য প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা। ইহা গণ্ডীবদ্ধ কর্ম। তিন সতেরো (৩ x ১৭) মাসে শ্যামা মা, উমা মা এবং আদিমা — এই ত্রিশক্তির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়াছে। শ্যামা মার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে শারদীয়া মহাষ্টমীতে, উমা মার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ১৯৪৫ সালের দোল-পূর্ণিমার পূর্ববর্তী শুক্লাষ্টমীতে। আদিমার প্রতিষ্ঠা হইল ১৯৪৬ সালের গুরুপূর্ণিমার পূর্ববর্তী শুক্লাষ্টমীতে অর্থাৎ এই জুলাই ১৯৪৬। মনে রাখিবেন ওই দিনেই ছোটমার তিরোধান হয়। শক্তি = ত্রিকোণ; পূর্ব লিখিত তিন দিন ত্রিশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ মরলোকে প্রকৃতির স্থিতি হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই কৃপা পথের অবসান হইল। কৃপাশূন্য পথ যদিও পূর্ব হইতেই অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে ১৯৪৫ সালের দোল পূর্ণিমায় পূর্ববর্তী শুক্লাষ্টমী হইতেই চলিতেছিল। তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে উহা বিশুদ্ধ কৃপাশূন্য পথ নহে কারণ উহার সহিত কৃপা পথের মিশ্রণ ছিল। গত ৬-ই জুলাই পর আর কৃপা পথের মিশ্রণ থাকিল না। কেন না ওই দিনেই কৃপাপথের অবসানে মরলোকে মাতৃ প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইল। এখন আর কৃপার সাহায্য নাই — কৃপাহীন পথে বিশুদ্ধ আত্মবল বা আত্মশক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়। গত ৬ই জুলাই হইতে যা কিছু হইতেছে তাহার বিবরণ এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

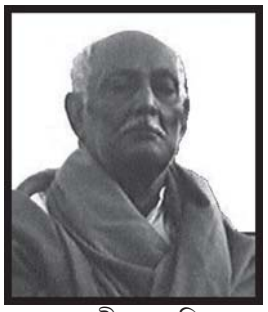
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

ছোটমা পূর্বেই আভাস দিয়াছিলেন যে কৃপা পথ গণ্ডীবদ্ধ বলিয়া যথা সময়, সমাপ্ত হইবেই (যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটে)। কিন্তু কৃপাশূন্য পথ গণ্ডীবদ্ধ নহে। উহা কালের অধীন

নহে। উহার যে কোন মুহূর্তে অবসান হইতে পারে। আধারের পূর্ণতা সিদ্ধিই উহার একমাত্র প্রয়োজক। গত গুরুপূর্ণিমাতে কৃপাশূন্য পথের অবসান হওয়া সম্ভবপর ছিল। পূর্ণিমার পূর্বে নহে কারণ শিষ্যের কর্মধারায় পূর্ত্তি স্তরে স্তরে কালের মধ্যে পূর্ণিমা ধরিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন গুরুপূর্ণিমায় যদি পথের অবসান না হয় তাহা হইলে আর কালের নিয়ম থাকিবে না। অর্থাৎ আধার প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা সিদ্ধ হইবে - নির্দিষ্ট কালের অপেক্ষা থাকিবে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যদি গুরুপূর্ণিমাতে স্বভাবের প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ মহাযোগ স্থাপিত হয় তাহা হইলে তাঁহার দেহটি শবে পরিণত হইবে, আর যদি পরে হয় তাহা হইলে ওই দেহ কখনই শবে পরিণত হইবে না অথবা অন্যকোন ভাবে বিগলিত হইবে না, উহা সাক্ষাৎভাবে অব্যক্ত হইয়া যাইবে। অব্যক্ত হইবে, কিন্তু 'নাই' হইবে না। পরে স্বভাবের প্রতিষ্ঠা হইলে যুক্তরূপে উহা স্বভাবেরই আয়ত্ত হইবে। ওই দেহ প্রাকৃতভাবে আর লোক লোচনের গোচর হওয়ার কথা নাই। যে ব্যাকুল হইয়া আকর্ষণ করিতে পারিবে তাহার নিকট উহা স্থূল এবং tangible ভাবেই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু অন্যত্র নহে। ১০৮ হইয়া গেলে ১০৯ না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে মার অনন্ত প্রকার খেলা চলিবে।

ছোটমা যখন এই বৎসরের ১০ই এপ্রিল তারিখে কাশী হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতার দিকে যাত্রা করেন তখনই স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে তিনি চিরবিদায়ের জন্য আয়োজন করিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যেখানে যেখানে দেনা পাওনা আছে, ধীরে ধীরে শোধ করিতে হইবে। কারণ 'সময় নিকট'। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তখনও ঠিক ভাবে কোনও কথা বলেন নাই। কলিকাতায় যাবার কিছুদিন পরেই স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ওই সময় তিনি বহু স্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং বহু স্থানে আভাস রূপে কিছু কিছু নিজের মহিমার প্রকাশও করিয়াছিলেন। তিনি পুরুলিয়া, ঝালিদা, বণ্ডুল, আসানসোল, বাঁকুড়া, খুলনা প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণের নিকট গিয়াছিলেন এবং সকলের সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে কেওড়াতলার এবং নিমতলার শ্মশানে অধিকাংশ সময় রাত্রে ভক্তগণকে নিয়া কার্য্য করিতেন। ইহার পর মে মাসের শেষ দিকে তিনি একবার চার-পাঁচ দিনের জন্য কাশীতে আসেন। ওই সময় আনন্দময়ী মার এবং তাঁহার ভক্তগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উভয়ের পরস্পরের মিলনের একটি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর আনন্দময়ী মা ভক্তগণ সহ একটি বড় বজরাতে সম্মিলিত হন এবং ছোটমা আর একটি বজরাতে ভক্তগণ সহ উপস্থিত থাকেন। তারপর উভয়ের মিলন হয়। তারপর উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। দুই মা-ই গান করেন এবং ২/৩ ঘন্টা আলোচনার পর মহানিশার কিছু পূর্ব্বে ছোট মা চলিয়া আসেন কারণ তাহা না হইলে নিত্য সেবার ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আনন্দময়ীমার একান্তে কথাবার্তা বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়াভাবে তাহা হইয়া ওঠে নাই।

এইবার যখন তিনি কাশী ত্যাগ করেন তখন হইতেই অগস্ত্য কুণ্ডস্থ বাড়ীর সহিত চিরবিচ্ছেদ। যাওয়ার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন — এই বাড়ীতে এইভাবে আর ফিরা হইবে না। ফিরিবার সময় লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে তিনি বাড়ীর দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই এমন কি সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ও পিছু হটিয়া হটিয়া নামিয়াছিলেন। ইহার পর জুন মাসের শেষ দিকে বিশেষ প্রয়োজনে তিনি আর একবার কাশীতে আসেন — এবার আমাদের বাড়ীতে উঠিয়া ছিলেন ও চারিদিন এখানে ছিলেন। ওই সময় তিনি নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন। এ সব বিষয় পৃথকভাবে আপনাকে বলিব। ওই চার দিন আমাদের বাড়ীতে এক আনন্দের হাট বসিয়াছিল। ইহাই আমার সহিত তাঁহার শেষ দেখা। ইহার পর কলিকাতায় গিয়া এক রাত্রি মাত্র থাকিয়া পরদিন খুলনা যান। সেখানে তিন রাত্রি থাকিয়া চতুর্থ দিন সেখান হইতে ফিরিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে লোক লোচনের অগোচর হন। ইহা পাঁচ-ই (৫ ই) জুলাই-র কথা। ৬-ই জুলাই তাঁহার অন্তর্ধান হয়।

আজ তাড়াতাড়ি আর লিখিতে পারিলাম না। পরে লিখিতে ইচ্ছা রহিল। শীঘ্র উত্তর দিবেন। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর শীঘ্রই দিতেছি। বাবার ও আনন্দময়ী মিলনের রিপোর্টটী বাবাকে দেখিতে দিবেন। যেন ভুল না থাকে।

সুরেশের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। পানু কবে আসিবে?

আপনাদের সকলের কুশল সংবাদ প্রার্থনীয়।

ইতি—

স্নেহার্থী

গোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

(১৮)

প্রশ্ন : ''যা আছে দেহভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'' — এই কথার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : আমাদের এই সৃষ্টি মধ্যে প্রতিটি সত্তা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী আবরণে আবদ্ধ; অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব নির্বিচারে মায়ার প্রভাবে সত্তার মনের গণ্ডী সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। সাধনা করতে করতে যখন সত্তায় মনোবোধের গণ্ডীর সীমানা অসীম বিশ্বচেতনার সঙ্গে এবং সর্বব্যাপী চেতনার সঙ্গে যুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন সত্তার মানসপটে সর্বব্যাপী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্বরূপের দর্শন হয়। প্রকৃত স্বরূপ দর্শনলাভের পর সত্তা তাঁর জ্ঞানময় প্রকাশে ব্যক্তিচেতনায় আবার যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি মায়ার স্বরূপকে জ্ঞাত হয়ে আবার মায়ার আবরণের সঙ্গে সৃষ্টিতে মায়ারাজ্যেই যুক্ত হয়ে পড়েন; যদিও সেই মায়ার আবরণ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু সত্তার দেহ হল অবলম্বন এবং সেই দেহকে আশ্রয় করে আছে আবরিত মন ও ব্যক্তিত্ব যাহার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত হয় ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত রূপ। তাই মহাত্মাগণ বলে থাকেন 'যা আছে দেহ ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

(১৯)

প্রশ্ন : মহাপুরুষদের ''মহাত্মা'' বলা হয় কেন?

উত্তর : সাধারণ অর্থে 'মহান' মানে বিরাট ও মহিমাময়। সেই কারণে বিরাট আত্মাই হল মহাত্মা। তথাপি প্রকৃত 'মহাত্মা' কথাটির অর্থ এইভাবেও ব্যক্ত করা যেতে পারে যে 'মহ' অর্থাৎ অহম্ আত্মা, অর্থাৎ আমিই একমাত্র আর দ্বিতীয় কেহ নেই — এই অনুভবটিকেই 'মহাত্মা' উপাধিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'একম্'ভাবে সর্বব্যাপী চেতনার সঙ্গে যুক্তাবস্থায় সবকিছুতেই নিজের প্রতিচ্ছবি অনুভূত হয়, তাই 'মহাত্মা'। যিনিই মহাত্মা, তিনিই বিরাট পুরুষ বা মহাপুরুষ।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

(২০)

প্রশ্ন : ''একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বরূপে''র তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : জগন্নাথ পদাধিকারী ব্যক্তিত্ব সকল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' স্বরূপে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বরূপের সাধনাই চেতনমার্গ সম্পন্ন যোগমার্গের স্বর্ণশিখর। একই সময়ে নিজ সত্তাকে বহুবিধ অংশে বিভক্ত করিয়া বহুবিধ স্থূল দেহ ধারণ পূর্বক বহুবিধ ধারায় বা পন্থায় সাধনা করিয়া 'একম্' গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়া আবার নিজ সত্তাকে 'একম্' ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম যিনি, তাঁর স্বরূপ ও প্রতিটি অংশ দেহের স্বরূপ একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বরূপের মাঝে সমসাময়িক থাকে সিদ্ধজীবনের দুই ধারা — ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ-সন্ন্যাস এবং তৎসঙ্গে যুক্তবস্থাপ্রাপ্ত ইচ্ছামাত্রেণ যথাযথ অংশদেহ এবং দিব্যদেহের লীলা ক্রীড়া। জৈব জগতে 'একম্' অদ্বিতীয়ম্ পদাধিকারী ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সময়কাল নির্ণয় করা দুরূহ; কারণ তেমন মহাত্মারা জগতের প্রয়োজনে একটি দেহ থাকাকালীনই অন্য দেহ ধারণ করতে সক্ষম হন। সেই কারণে একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বয়ং ছাড়া তাঁদের জীবন-প্রবাহ সাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে। **—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**

চাঁপা: 'চন্দ্রবর্ণা জ্যোতিঃপ্রকাশ অমিয়া', অর্থাৎ 'চাঁপা' সহস্রারের পূর্ণ চন্দ্রালোকের জ্যোতি মণ্ডলের যে বর্ণ, তাই চাঁপা ফুলের রঙ। চাঁপা ফুলের বর্ণ এবং মিষ্ট গন্ধ শান্ত, স্নিগ্ধ কোমল ভাবের প্রতিচ্ছবি — শিবাবস্থার পরমহংসভাবের বিকশিত রূপ।

— শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

দোল পূর্ণিমা — ৫ই মার্চ, বৃহস্পতিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২২শে মার্চ, রবিবার
অন্নপূর্ণা পূজা — ২৭ শে মার্চ, শুক্রবার
রাম নবমী— ২৮ শে মার্চ, শনিবার
নববর্ষ — ১৫ই এপ্রিল, বুধবার

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (১৩) : শ্রীশ্রীবাবার ভাব বোঝা বড়ই কঠিন :—

শ্রীশ্রীবাবার আসরে মেয়েদের স্কুলে চাকরী করেন একজন দিদিমণি রাণীদি বাবার কাছে সব সময় আসতেন। উনি

রামরাজাতলা, কেদারনাথ স্কুলের, দিদিমণি ছিলেন। সেদিন সেই দিদিমণি বাবার খাটের সামনে বসে বাবা যা বলে যাচ্ছেন তাই লিখতে লাগলেন একটি খাতায়। হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবার খেয়াল হতে বললেন, ''রাণী, কি করছিস?'' রাণীদি তৎক্ষণাৎ আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন, ''বাবা, আপনার মূল্যবান কথাগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখছি। এগুলি ভবিষ্যতে খুব কাজে দেবে।'' বাবা রাণীদির থেকে খাতাটা চেয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে খাতাটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর প্রচণ্ড রাগত স্বরে বলে উঠলেন, যে ''তুই আমার সম্বন্ধে কি জানিস, কতটুকু জানিস? আমার লেখার ব্যাপার নিয়ে অন্যজন আছে। আর যেন এই লেখার স্পর্ধা না হয়।'' রাণীদি তখন খুব কাঁদতে লাগল। বাবা বললেন, ''আমার লেখার জন্য লোক ঠিক হয়ে আছে।''

প্রসঙ্গ (১৪) : একদিন কোনও এক দুপুরবেলায় শ্রীশ্রীবাবা অসীমদাকে বললেন, ''অসীম, তাড়াতাড়ি আমাকে বেশ কিছুটা দই এনেদে।'' অসীমদা তখন দৌড়ে গিয়ে জয়দেবের দোকান থেকে এক হাঁড়ি দই নিয়ে এল। বাবা তখন সমস্ত দই এক নিঃশ্বাসে খেয়ে নিলেন এবং সাথে সাথে বমি করলেন। বমি করার পর দেখা গেল যে একটি বড় নীল কাঁচের গুলি রয়েছে, বাবা আস্তে আস্তে বললেন, ''ছেলেটা বেঁচে গেল।'' অসীমদা সেটা তুলে রেখে দিল। অসীমদার মনে হলো যে এই গুলিটার বিশেষ কোন ব্যাপার আছে।

পরের দিন বাবার সর্বক্ষণের সাথী বড়বাজারের ভগবতী প্রসাদ, তেওয়ারিজী, যাকে 'চশমা তেওয়ারিজী' বলা হত কারণ তিনি একটি চশমার দোকানে কাজ করতেন, সকালেই চলে এলেন। এসেই তেওয়ারিজী তার আগের দিনের একটি ঘটনার কথা বাবাকে বললেন যে তার ছোট্ট নাতি দুপুরবেলা বাড়ির উঠানে একটি বড় নীল গুলি দেখতে পেয়ে মুখে ঢোকায় এবং তা গলায় আটকে যায় এবং প্রায় দম বন্ধ হয়ে যায়, মুখ চোখ লাল হয়ে যায়। এতে বাড়ীতে তখন কান্নাকাটি পড়ে যায়। তেওয়ারিজী তখনি সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করেন। তারপর ওরা ওই গুলিটার আর কোন হদিস্ পায় না। আর ছেলেটি স্বাভাবিক হয়ে যায়। বাড়ীর কাছাকাছি ডাক্তার দেখালে ডাক্তারও তার কোনো হদিস পায় না। সেইজন্য পরের দিন ভোরবেলাতেই তেওয়ারিজী বাবার কাছে চলে আসেন। তেওয়ারিজীর কথা শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীমদা তেওয়ারিজীকে সেই নীল গুলিটা দেখায়। সেটি দেখে তেওয়ারিজী বাবাকে স্বয়ং কৃষ্ণ জ্ঞানে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন। আর বাবা বলে উঠলেন -''যাক, ছেলেটা বেঁচে গেল।''

প্রকৃত ভক্তের কুল মান এইভাবেই সদ্‌গুরুরূপী ভগবান রক্ষা করেন। বাবা বলতেন, ''ভগবতী প্রসাদ তেওয়ারির হচ্ছে দাস্যভাব।'' তেওয়ারিজী বাবাকে বলতেন ''অত যোগটোগ আমার দ্বারা হবে না বাবা, আমি ওসব করতে পারব না। আমি আপনার দাস, আপনার সেবক হয়েই থাকতে চাই চিরকাল।'' বাবা বলেছিলেন, ''তেওয়ারির সাধনা আমাকে করতে হয়। ও আমার জন্মজন্মান্তরের সেবক।'' তেওয়ারিজীর ভক্তির কথা বলতে গিয়ে একবার শ্রীশ্রীবাবা আমাদের অখণ্ড মহাপীঠের শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন যে একদিন নিশীতে শ্মশাণে বসে বাবা পূজা করছেন, সে সময় আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। তখন তেওয়ারিজী আর শ্মশাণের কালুডোম, বাবা যেখানে যজ্ঞপূজাদি করছিলেন সে স্থলটি ও বাবাকে বড় বড় গামছা দিয়ে আচ্ছাদিত করে প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে নিজেরা অঝোর ধারায় ভিজেছিল। তাতে তাদের মনে বা মুখে কোনই বিরক্তির প্রকাশ হয়নি। সেদিন এমনই ঘনঘটার দিন যে বাবার যজ্ঞপূজাদি পণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু ওদের সহায়তায় শ্রীশ্রীবাবার ওইদিনের মাঁয়ের পূজা সফল হয়।

প্রকৃত ভক্তের মধ্যে সর্বদা ভক্তির শক্তি জাগ্রত থাকে। ভক্তের বিশ্বাস কখনো টলে না। ''আমার সদ্‌গুরু ভগবান'' এই বিশ্বাস মনে যতই অটল হয়, ততই অন্তরে জাগ্রত হয়ে ওঠে আত্মশক্তি। আত্মশক্তিই ক্রমে নিরহংকারতায় দাস্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে তখন ভক্তি পর্য্যায়ে পরিগণ্য হয়। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

জৈনালোক ঋষভদেব

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যৈষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত এবং প্রিয়ব্রতের পুত্র আগ্নীধ্র। এই স্বায়ম্ভুব মনু বংশীয় মহর্ষি আগ্নীধ্রের পুত্র ছিলেন নাভি (নাভী)। তিনি পঞ্চচূড়া বিশিষ্টা অপ্সরা পূর্বচিত্তির (বর্ণিনী) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে পূর্বচিত্তি রাজা আগ্নীধ্রের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। পূর্বচিত্তি প্রভৃতি দ্বাদশ অপ্সরা নৃত্যগীত দ্বারা সূর্য্যের অর্চনা করিতেন। নাভি পুত্রকামী হইয়া অনপত্যা স্বীয় মহিষী মেরুদেবীর সহিত একাগ্রচিত্তে ভগবান যজ্ঞপুরুষকে আরাধনা করেন। নাভি ভগবানের নিকট তাঁহার তুল্য পুত্র প্রার্থনা করিলে ভগবান নাভিকে এই বর-প্রদান করিলেন যে,''আগ্নীধ্র বংশে আমি অংশে অবতীর্ণ হইব, যেহেতু আমার সদৃশ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না।'' নাভি পত্নী মেরুদেবী শুনিতে পান এইরূপে নাভিকে এই কথা বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই নারায়ণের অষ্টম অবতার ''ঋষভ'' নামে ভাগবত পুরাণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই অবতারে ভগবান ধীর ব্যক্তিদিগকে সর্বাশ্রম শ্রেষ্ঠ বর্ত্ম অর্থাৎ পরমহংস সম্বন্ধীয় রীতিনীতি শিক্ষা প্রদান করেন। নাভি হিমালয়ের দক্ষিণ দিকস্থ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন।

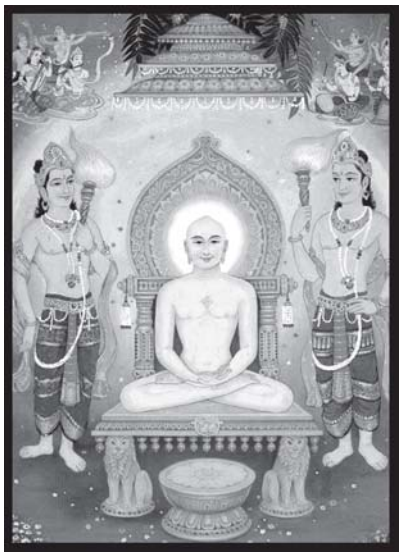

ঋষভদেব

ভগবান বিষ্ণু মনুবংশীয় নরপতি নাভির তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মেরুদেবীর গর্ভে শুক্লমূর্তি (অর্থাৎ, শুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি ধারণ পূর্বক যজুর্বেদোক্ত তত্ত্বে সমাসীন হইয়া, জগদ্‌গুরু রূপে) ঋষভদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান ঋষভদেবের জন্ম হইবামাত্র তাঁহার অঙ্গে ভগবৎ লক্ষণ সকল সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং সর্বত্র সমত্ব, উপশম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, মহৈশ্বর্য্যসহ তাঁহার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার অতি শ্রেষ্ঠ শরীর এবং তেজঃ, বল, শ্রী, যশ, বীর্য্য, শৌর্য্য ইত্যাদি দ্বারা সর্বপ্রধান বলিয়া পিতা নাভি তাঁহার 'ঋষভ' নাম রাখিয়াছিলেন। ঋষভ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ না করিলে তিনি যোগমায়া প্রভাবে বৃষ্টি আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা নাভি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ঋষভের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক স্বীয় ভার্য্যা মেরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে গমন করেন ও তথায় কঠোর তপস্যা ও সমাধিযোগ অবলম্বন পূর্বক 'নরনারায়ণ' নামক ভগবান বাসুদেবের উপাসনা করতঃ যথাকালে তাঁহার মহিমা অবগত হন এবং পরে তথায় পরলোক প্রাপ্ত হন। অনন্তর ঋষভদেব আপনার বর্ষকে কর্মক্ষেত্র মনে করিয়া অন্য লোকের উপদেশার্থে গুরুকুলে বাস করেন, পরে গুরুগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৃহস্থদিগের ধর্মশিক্ষা প্রদান ও শ্রুতি-স্মৃতির উভয়বিধ কর্মানুষ্ঠান সাধিত করেন। এদিকে ইন্দ্র ঋষভের সহিত 'জয়ন্তী' নাম্নী একটি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই দেবদত্তা ভার্য্যার গর্ভে ঋষভের আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন 'ভরত', তাঁহারই নামে খ্যাত এই ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট নিরানব্বই সংখ্যক পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কীটক, এই নয়জন ভরতের অনুগত ছিলেন। ইহা ভিন্ন কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, অপর, আবির্হোত্র, দ্রবীর, চমস ও করাঙ্গন, এই নয়জন ধর্মপ্রদর্শক মহাভাগবত ছিলেন। ভগবান ঋষভদেব এক সময় দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে উপনীত হন। তথায় প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে স্বীয় সন্তানগণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। যদিও তাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ সংযত ও বিনয়-প্রেম দ্বারা সুযন্ত্রিত ছিল তথাপি প্রজাপতি পালনার্থ তাঁহাদিগকে ঋষভ গভীর জ্ঞানগম্য আত্মবোধি সম্পন্ন উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যাহা ভাগবত পুরাণের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের অমূল্য বিষয়বস্তু। তৎপরে ঋষভদেব স্বীয়পুত্র ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ

পূর্বক তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কর্ণাটক দেশে গিয়া উপস্থিত হন। দক্ষিণ কর্ণাটক দেশের কূটকাচলের উপবনে তিনি দেহত্যাগের নিমিত্ত কোনও বাসনায় কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড লইয়া মুখের মধ্যে দিলেন, পরে দেহাভিমান শূন্য অবস্থায় উন্মত্তের ন্যায় নগ্ন দেহেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তৎপ্রদেশের কূটকাচলের অরণ্যে ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে তিনি সেই অগ্নিতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অবশিষ্ট একাশিজন পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই ঋষভ অবতার রজোগুণ দ্বারা উপপ্লুত জনগণের মোক্ষমার্গ শিক্ষা দিবার জন্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুপণ্ডিতগণের ইহাই মত। ভগবান ঋষভদেব লোক, বেদ, দেব ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরমগুরু বলিয়া মান্য হইয়া থাকেন।

ঋষভদেব মনুসংহিতা অনুসারে নিজরাজ্যে উপযুক্ত নিয়ম শৃঙ্খলা ও সমাজ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া ধর্মরাজ্যের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই ঋষভদেবের ধর্মমত ও শিক্ষা অনুসরণকারী ভক্তগণ পরবর্তীকালে 'জৈন' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই কারণে ঋষভদেবকে 'আদিনাথ ভগবান' নামে জৈন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় তাহাদের আদিগুরু বলিয়া সমর্থন করেন।

(সহায়ক গ্রন্থ -ভাগবত পুরাণ)

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২১)

রাণী রাসমণি প্রশ্ন করলেন— ''আপনার পূজার রীতিনীতি কিছুই বুঝতে পারি না। আপনার পূজা দেখে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা করে না, কারণ পূজা দেখে এইটুকুই বুঝতে পারি যে, সে সময় আপনার কোন সত্তাই বজায় থাকে না। অন্য কোন দেবদেবী এসে আপনার হাত দুটো এক করে নিয়ে আপনার মাথাতেই ফুল ছড়িয়ে যাচ্ছেন। হাতদুটো হয় কালীমায়ের আর মাথা তখন যেন শিব হয়ে যায়। আমি যে কী দেখি তাও যেন বুঝতে পারি না। বেশ স্পষ্টভাবেই দেখি, মা গৌরী যেন শিবের পূজা করতে এসেছেন। দেখতে দেখতে নিজেকেও হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ চমক ভেঙ্গে দেখি আপনিই তো শুধু বসে রয়েছেন।''

রামকৃষ্ণদেব হাসি মুখে চোখ মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন—''এরই জন্য মা আমায় তোমার কাছে এনে দিয়েছেন। মা আমার গোড়া বেঁধে কাজ করে যায়, ডালপালা কে কোথায় ঝরে পড়েছে - না শুকিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে মা লক্ষ্যই করে না। তুমিও দেখছি একটি দেবীমূর্ত্তি। সারদাকেও তাই বলছিলুম এমন সৎ ব্রাহ্মণী হয়ে রাণীমা আবার পুরোহিত রেখে পুজোর ব্যবস্থা করে কেন? মায়ের লীলা বোঝা ভার।''

রাণীমা বললেন, ''চোখের সামনে যা দেখি তাই হয়তো আপনাকে বলে ফেলি আবার এ কথাও ভাবি — ও সব হয়তো ভুল দেখি।''

রামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন, ''মানুষ কিছুই ভুল দেখে না বাপু। যা কিছুই নূতন দেখে থাকে, তাকেই স্বপ্ন বলে মনে করে। অতি শিশুকালে যে সব মেয়ের বিয়ে হয়, সে চিরকাল শ্বশুরবাড়ীতেই বাস করে তাই বাপের বাড়ীর কথা ভুলে যায়। কোন কালে হয়তো শিবও দেখনি, দুর্গাও দেখনি কিন্তু এখন একজন সাধারণ মানুষের মাঝে শিব-দুর্গা দেখ কেমন করে? তাদের নামই বা মনে আসে কি করে? যা মানুষের মনের মাঝেই আঁকা থাকে, তাই মানুষ দেখতে পায় আর সেগুলো পড়তে পারে।''

রাণী রাসমণি প্রশ্ন করলেন—''আপনার কথা কেটে দেব এমন শক্তি আমার নেই; তবু মনে হয় আপনার কথাও হয়তো ভুল কারণ নিমন্ত্রণ বাড়ির খাওয়া পরা আমরা রোজই পাইনা, তাই সাধারণ অবস্থায় পড়ে আমরা সব ভুলে যাই।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''হাঁগো—তুলে রাখা পুরানো জিনিষ ব্যবহার করতে করতে নূতন-পুরাতন সব এক হয়ে যায়—সময় না হলে বিয়ে-পৈতে দেওয়া যায় না।''

ঠিক এই সময় শ্রীমা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—''নরেন ঘরে অপেক্ষা করছে তাকে এখানে ডাকব কি?''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''মায়ের ডাকে সব ছেলেকেই এ জায়গাতে আসতে হয়, তবু রাণীমাকে একবার জিজ্ঞাসা কর।'' রাণী রাসমণি উত্তর দিলেন—''মন্দিরের মালিক আপনি সুতরাং আমার হুকুম তো চলবে না—কর্ত্তার হুকুমে বাইরের লোক যদি

ঘরে আসে, তবে ঘরের লোকের কোন হুকুম হয় না। তাই বলছি, আমার হুকুম নেওয়াকে এখানে লজ্জা দেওয়া বলে।''

শ্রীমা হাসিমুখে নরেনকে ডেকে আনবার জন্য পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন—''নইলে কি আর আপনি রাণীমা হয়েছেন।''রামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন—''এসময় গিরিশও যদি এসে পড়ে তাকে এখানে পাঠিয়ে দিও।'' শ্রীমা বললেন, ''সে তো ঘরে কোন দিন যায় না—তুমি থাকলে তবে যায়, নইলে বাইরে থেকেই খবর নিয়ে তোমাদের বসবার ঘরেই অপেক্ষা করে—যাই হোক যদি সে এসে পড়ে তবে পাঠিয়ে দেব।''

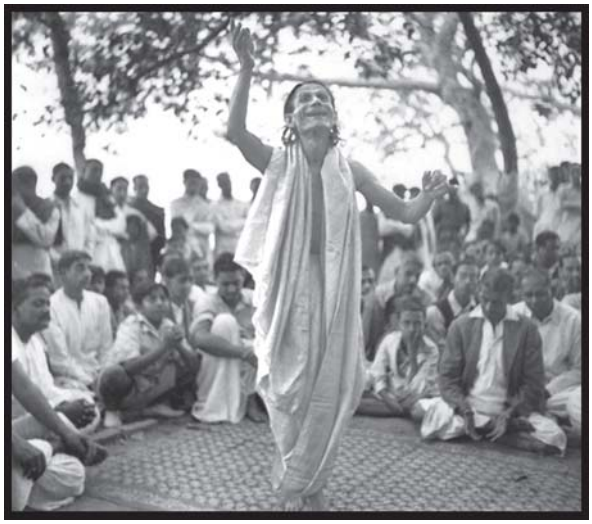

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

রাণী রাসমণি হাসিমুখে উত্তর দিলেন—''আর কেউ আসুক বা নাই আসুক আপনি যেন আসবেন''—

শ্রীমা বললেন, ''নৈবিদ্যির কাজগুলো সেরেই আমি আসছি, আপনি যেন চলে যাবেন না।''

পরের মুহূর্ত্তে নরেন এসে পড়ল; রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করে রাণীমার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, ''আপনাকে তো কোনো দিন প্রণাম করবার সুযোগ পাইনি—যদি অনুমতি করেন তবে আপনার ধূলা নিতে পারি।''

রাণীমা উত্তর দিলেন, ''কালীমন্দিরে এসে ভক্তগণ মাকেই প্রণাম করে চলে যায়, তাঁর কাছে আসা ছেলেমেয়েদের কেউ প্রণাম করে না। ওঁকে প্রণাম করলেই সবাইকে হাতজোড় করা হল।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''না বাপু, তা হলে ঠিক হয় না। শুধু মায়ের পূজা করলেই হয় না এমন কি পঞ্চোপচারে পূজাতেও পাঁচটি ঠাকুরের পূজাও করতে হয়। নইলে পুজোই হল না। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে বা সভাসমিতিতে আবার শুধু ব্রাহ্মণেভ্যোঃ নমঃ বললেই হয়ে যায়; কারো পায়ে মাথা ঠেকাবার দরকার হয় না।'' রাণীমা বললেন, ''ও কথাও ঠিক; অন্তরের খবর বা নামধাম যখন পাওয়া যায় না, তখন সবাইকে ব্রাহ্মণ বলেই বা সকলেই সেই এক ব্রহ্ম হতে উৎপত্তি বলে পুজো প্রণাম করতে হয়।''

নরেন উত্তর দিয়ে বললেন — ''অনন্তের রহস্য বুঝি না, পাষাণ প্রতিমায় দেবতা আছে, জগতের সব কিছুই সেই এক ব্রহ্ম থেকে উৎপত্তি, এ-সবই বেদ-বেদান্তে লেখা আছে কিন্তু তাও ধারণার বাইরে, আবার এ কথাও লেখা আছে যে, একের মাঝেই অনন্ত আছে। আমি তাই, সেই জীবন্ত এক দেবতাকে পূজা করি। কলিকাতায় গঙ্গায় যদি গঙ্গোত্রীর জল বা সমুদ্রের জলও পাওয়া যায়, তবে হরিদ্বার যাবার দরকার কি? আবার পুরী গিয়ে জগন্নাথ বা সমুদ্র স্নানেরই বা উপকারিতা কি? ওসব কিছুই বুঝি না।''

রামকৃষ্ণদেব হাসি মুখে বলে যেতে লাগলেন — ''যখন যে বিষয়ের সময় আসে, তখন মা-ই করিয়ে নেবে—লাঙ্গল জমি পড়ে থাকবার যো নেই; বর্ষা এলেই চাষীই তার ব্যবস্থা করে। জগতে কিছুই পড়ে থাকে না। ঘরের গিন্নী টুকিটাকি জিনিষগুলো সবই তাকে তুলে রাখে, কাজের সময় উপর থেকে নীচে নামিয়ে, কাজ চালিয়ে আবার তাকের মাথাতেই তুলে রাখে। ছোট তুলসী-ও যা ঐ বড় তুলসী-ও তাই। সবই নারায়ণ সেবার কাজে লাগে।''

মথুরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন — ''মানুষ যদি ছবির পূজা বা পাষাণ দেবদেবীর পূজা না করে জীবন্ত গুরুরূপী মানুষের পূজা করতে পারত, আপনার মত সবাইকে ভালবাসতে পারত, তবে বোধহয় ইহ-সংসার ক্ষেত্রে অশান্তির সৃষ্টি হত না, মামলা-মোকর্দ্দমায় মানুষ জড়িয়ে পড়ত না।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''ঘরের খবর না জানলে বাইরের খবর জানবে কেমন করে? মায়ের কাছে না গেলে, তোমরাও যে সেই একই মায়ের ছেলে— তা জানব কেমন করে? পাষাণ-প্রতিমা যে পাথরের ঠাকুর নয়, তা পাষাণ পূজা না করলে কেমন করে বুঝব? গাছ-গাছড়া না চিনলে ডাক্তার বৈদ্য তৈরী হবে কেমন করে? রাণীমার সঙ্গে না মিশলে বাইরে থেকে তাঁর প্রকৃতি কেমন করে বুঝব? পাষাণ-প্রতিমা

যে পাষাণ নয়, তা কেবল পূজা ও ধ্যানেই পাওয়া যায়। জড়ের পূজা না করলে জীবের পূজা করা যায় না। আগেকার মুনিঋষিরা তাই বনে গিয়ে আশ্রম বাঁধত।''

(উপরে বিবৃত দিব্য-দর্শনের বিষয়টি অনেকেরই অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু সুধী পাঠকগণের বোধগম্য হইবার জন্য জানাইতেছি যে কোনও মহাত্মা যখন দিব্যদর্শনে ভগবৎ-লীলা দর্শন করেন তখন যে সকল ঘটনা দিব্যরূপে লীলায়িত হইয়াছে সেইগুলি মহাত্মার চিত্ত-দর্পণে দিব্যেরই অনুশাসনে উদ্ভাসিত হয়। দিব্যের চেতনা কালের বাইরে অবস্থান করে। যারফলে ভগবৎলীলা বিষয়ক দিব্যে প্রতিষ্ঠিত ঘটনাগুলি যখন কাহারও চিত্ত-দর্পণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে তখন কালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সময়ের ঘটনার glimpse একের পর এক উদ্ভাসিত হইতে থাকে। মহাত্মা দিব্যভাবে উহা নির্বিকার চিত্তে দর্শন করিয়া যান মাত্র। তাই এক্ষেত্রেও উপরে উক্ত ঘটনাবলীগুলি সবই দিব্যের বলিয়া বিষ্ণুপদ ঠাকুরের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ইহাও যেমন সত্য, তেমন এইগুলি হইতে বুঝিতে হইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা সম্পূর্ণই ছিল ভগবৎ লীলা। যে সকল মহাত্মারা দিব্যের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের নিকট উহার এই সত্যতা বোধগম্য হওয়া সম্ভব। তবে ইহা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার ভগবত্তা বিষয় সহজেই অনুধাবন করা যায়। পাঠকগণকে অনুরোধ যে বিশ্বাস ভক্তি ও সহজ সরলতায় এই লীলা মাধুর্য্যকে গ্রহণ করিবেন। বিচার তর্কের জালে ভগবানের দিব্য জগতের কোন কিছুরই সন্ধান মেলে না। —শ্রীশ্রীমা সর্বাণী)

ক্রমশঃ...

মস্ত গাছ ও ছোট্ট পাখি

এক ছিল মস্ত উঁচু গাছ, আর তার চারপাশে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি। বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গাছ ভাবত —

ভয় ভাবনা নেইকো আমার কিছু।
সবার থেকে লম্বা আমি, সবার থেকে উঁচু।।

একদিন সকালবেলায় গাছ দেখলে, সামনের জমিটায় অনেক লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি আর লোকজন। দেখতে দেখতে সেই লোহা-লক্কড় দিয়ে লোকজনেরা এক প্রকাণ্ড লোহার থাম তৈরী করে ফেললে। থামটা হল গাছের চেয়ে আরও অনেক উঁচু।গাছের মনে খুব দুঃখু হল। তার ডাল বেয়ে পাতা বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

এক ছোট্ট পাখি সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। গাছকে কাঁদতে দেখে পাখি বললে—

মিথ্যে কেন ফেলছ চোখের জল?
ওর কি আছে তোমার মতো ডাল পাতা ফুল ফল?
গাছ বললে, তাই তো, ঠিক তো, সত্যি তো!
এমনি বোকা আমি।
কাঁদতে কাঁদতে মরেই যেতুম, ভাগ্যি ছিলে তুমি।

এই বলে রোদের ফুলকাটা হাওয়ার রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে-টুছে গাছ মনের আনন্দে ডাল নাচাতে লাগল, আর ছোট্ট পাখি তার ওপর বসে বসে দোল খেতে লাগল।

—শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

২৯শে অক্টোবর ২০১৪, শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের ইহজীবনের অবসান ঘটে। তিনি ছিলেন এক অতি বিদূষী রমণী। ছোটবেলা থেকেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতের এই কৃতি ছাত্রী বেদ তথা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অন্তঃস্থলটিকে উপলব্ধি করেন মহাত্মা ও পণ্ডিত শ্রীঅনির্বাণজীর স্নেহচ্ছায়ায়। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক তাঁর গবেষণামূলক ইংরাজী গ্রন্থ 'লিংগুইস্টিক এটম্' বইটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। শিশুদের জন্যেও শিক্ষামূলক বহু গল্প তিনি লিখেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে পরিচয় হবার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের ও তাঁর স্বামী শ্রীগৌতম ধর্মপালের এক শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানগণ শ্রীমতী গৌরী ধর্মপালের প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধা বিনম্র প্রণাম।

কাশীধামে পঞ্চক্রোশী

(২)

বারাণসী পৌঁছবার পরের দিন ছিল ১৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ত্রয়োদশী। ভোরবেলায় উঠে কিছুসময় সাধনা করে নিই। টাট্‌বাবা সকালবেলায় চা পানান্তে প্রাতঃক্রিয়া ও স্নান সেরে রামায়ণ পাঠ করেন বেলা প্রায় নয়টা পর্যন্ত। পাঠ সমাপ্ত হলে পরে তিনি জলখাবার খেতে বসে আমাকে ডেকে বলেন, ''স্বামীজী, তুমি আজ আমাকে কাশীধামে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা গাড়ীতে করে করিয়ে দাও। তারপর ফেরার পথে মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়ে মা গঙ্গার জলে আচমন করে ও গায়ে-মাথায় জল ছিটিয়ে, আমরা শ্মশানে মায়ের মন্দিরে ও ভৈরবজীকে দর্শন করে চলে যাব বাবা বিশ্বনাথজীকে ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করতে এবং পূজা দিতে। সেখান থেকে আমরা সকলে আবার আশ্রমে ফিরে আসবো।'' চা খেতে খেতেই টাট্‌বাবার আদেশ মতন আমাদের পরিচিত ট্রাভেল এজেন্সীকে ফোন করে, গাড়ী ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করানোর উপযুক্ত চালকের ব্যবস্থা করা হয়। এমনসময় পুলিশ অফিসার ছেঁদিলালজীর ফোন আসে এবং তিনি জানান তাঁর প্রেরিত সাদা পোশাকধারী একজন পুলিশ, বডিগার্ড হিসাবে সকল সময় আমাদের গাড়ীতে থাকবেন। আমার ফোন নম্বর তিনি তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন যোগাযোগ করে আশ্রমে আসার জন্য। আমরা সকলে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি, প্রবোধানন্দজীকে তাড়াতাড়ি পূজা সেরে তৈরী হতে বলি। সেই সময় আমার ফোনে রিং হতে থাকে, তা দেখতে গেলে পাই এক অচেনা নম্বর। হ্যালো, বলতেই স্বামীজী বলে সম্বোধন জানিয়ে ছেঁদিলালজীর পরিচয় দেওয়াতেই, আমি বুঝতে পেরে গিয়ে ওনাকে আমাদের আশ্রমের ঠিকানা ও পথনির্দেশ দিই এবং আমাদের আশ্রমে আসতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি দোতলায় উঠে আসলে আমি তাঁকে আশ্রমের ভিতর নিয়ে এসে বসাই ও হাতে প্রসাদ দিয়ে নাম জানতে চাই। কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর পুত্রের যা নাম, তিনি তাঁর নাম তাই উচ্চারণ করেন অর্থাৎ 'অঙ্গদ'জী। শ্রীশ্রীমায়ের অঙ্গদজীর (স্বামী প্রবোধানন্দজী) সাথে তাঁর কোন মিল পাইনি, না চেহারায়, না শরীর স্বাস্থ্যে, চোখে পড়ে পার্থক্য কেবলমাত্র বস্ত্রের রঙে সাদা আর গেরুয়ায়।

ভ্রাম্যমাণ তীর্থযাত্রার জন্য গাড়ী চলে আসায় আমরা আশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি নিই। পরিচিত চালক 'আজাদের' গাড়ীতে উঠে গুরুমা ও গুরুমহারাজগণেদের প্রণাম জানিয়ে যাত্রা শুরু করে, টাট্‌বাবার না যাওয়া অঘোরপন্থী সিদ্ধ মহাত্মা 'কিনারাম' বাবার আশ্রম প্রথমে পরিদর্শন করা হয়। তারপর বারাণসীর 'দুর্গাবাড়ী', 'সঙ্কটমোচন' হয়ে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার পথে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি।

তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে পাঠকগণকে এই প্রাচীন শহরের কিছু কথা জানাচ্ছি। যেমন, বারাণসী হচ্ছে, প্রাচীন হিন্দু শৈবতীর্থ কাশীর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ রাজধানী। হিমালয়ের বুকে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান উত্তরকাশীর দুই দিক থেকে বয়ে এসেছে দুইটি নদী, যথা উত্তরে বরুণা ও দক্ষিণে অসি। এই দুই নদী বরুণা ও অসি এসে মিলেছে কাশীর গঙ্গায়, তাই থেকে কাশীর আর এক নাম হয়েছে বারাণসী। আবার বামনপুরাণে বলা হয়েছে এই দুই নদীর উৎপত্তি স্থল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত অব্যয় পুরুষের দক্ষিণপদ হতে জাত হয়ে বরুণা নদী আর বামপদ হতে অসি নদী। এই দুই নদীর মিলনস্থল বারাণসী, এটিও আর এক পৌরাণিক নামের ইতিকথা। উত্তরবাহিনী, গিরিনন্দিনী, কল্লোলিনী ও পুণ্যসলিলা মা গঙ্গার তীরেই প্রাচীন হিন্দু শৈবতীর্থ ও মোক্ষভূমি কাশী/বারাণসীর অবস্থান। বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ রমণী নাটোরের রাণী ভবানীর কাশীতে বহু অবদান জড়িয়ে রয়েছে, তারমধ্যে তাঁর তৈরী করা কাশীর সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গার তীরের দশাশ্বমেধ ঘাট। স্থলপথ কিংবা জলপথে তীর্থযাত্রীদের দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছানোর অর্থই হচ্ছে কাশীধামে পৌঁছে যাওয়া। সেখান থেকে শহরের দিকে একটু এগিয়ে আসতেই দেখা যায় কাশীর প্রাণপুরুষ বাবা শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীর গলি। সেই গলি দিয়ে এগিয়ে আসলেই ডানদিকে পড়বে প্রাচীন মন্দির ''মা অন্নপূর্ণার''। তা থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলে বাঁদিকে পড়বে ''বাবা বিশ্বনাথজীর'' মন্দিরে প্রবেশের একটি দ্বার। সেটা দিয়ে গেলে সামনেই পড়বে মন্দিরের ভিতর প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গের একটি লিঙ্গ। যা কাশীধামে ''শ্রীবিশ্বেশ্বর'' নামেও পরিচিত এবং শিবলিঙ্গটি কিছুটা তামাটে রং মিশ্রিত ও উচ্চতায় দেড় ফুটের বেশী নয়। এই প্রতিষ্ঠিত

জ্যোর্তিলিঙ্গের একটি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ চৌহান, তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর কাছে হেরে যান, তখন ক্ষমতা প্রাপ্ত মহম্মদ ঘোরী কাশীর শ্রীবিশ্বনাথজীর মন্দিরে আঘাত হেনেছিলেন। এরপর ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আবার সেই মন্দির কালাপাহাড়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারপর আবার মহম্মদ কুতুবুদ্দিন আইবকের সময়ও এই প্রাচীন মন্দিরের প্রচুর ক্ষতি হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে মহম্মদ কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর ধার্মিক রাজা ইলতুৎমিস এই মন্দিরের বেশ কিছু সংস্কারের কাজ করেন। পুনরায় সিকন্দর লোদীর সময় তাঁর আক্রমণের ফলে এই মন্দিরের অনেকটাই ধ্বংস হয়ে যায়। নূতনভাবে দিল্লীর মস্‌নদে যখন বাদ্‌শা আকবর বসেছিলেন তখন, তিনি তাঁর রাজস্ব আদায়ের মন্ত্রী টোডারমলকে দিয়ে তৎকালীন আমলে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা ব্যায় করে মন্দিরটির সংস্কার করে দেন। পরবর্তীকালে পুনরায় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যেহেতু তাঁদেরই রাজত্বকালের অর্থে এই মন্দিরটির সংস্কার হয়েছে, সেই কারণে তিনি মন্দির ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ তৈরী করবেন। যারফলে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মন্দির ভেঙ্গে সেখানে তৈরী করেছিলেন মসজিদ। যা এখন এই মন্দিরের লাগোয়া হয়ে রয়েছে।

সকল ঘটনা অবগত হয়ে ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ তাঁর আমলে সেইস্থানে নূতন করে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীর মন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ ছিলেন মহাশক্তির অংশ সমুদ্ভূতা রমণী। তাঁর মনের এই শুভ ইচ্ছাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এক শুভরাত্রিতে স্বপ্নে শিব ভগবান তাঁকে আদেশ দেন যে, 'তিনি যেন পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী মা নর্মদা নদীতে প্রথম প্রহরে গিয়ে স্নান করেন এবং স্নানের সময় তাঁর হাতে উঠে আসবে একটি সুন্দর শিবলিঙ্গ। সেই শিবলিঙ্গে তিনি তাঁর জ্যোতিপ্রদান পূর্বক তাকে জ্যোর্তিলিঙ্গ করে তুলবেন।' শিব ভগবানের আদেশ মেনে রাণী নর্মদা নদীতে পেয়েছিলেন এই শিবলিঙ্গটি। তিনি অতি যত্ন সহকারে তাঁকে কাশীধামে নিয়ে এসে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মন্দির তৈরী করে তা স্থাপন করেছিলেন। সেইটিই হল আমাদের সকলের কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয়তম। নূতন মন্দির তৈরীর পর (শ্রেষ্ঠ বা প্রধান) পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ মন্দিরের শিখরগুলি ২২ মণ অর্থাৎ প্রায় ৯০০ কেজি সোনা দিয়ে মুড়ে দেন। এখন যা কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে সুরক্ষিত রয়েছে।

পুরাণ মতে, শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজী সৃষ্টির আদি পুরুষ মহাকালস্বরূপ। স্বয়ং বিশ্বনাথজীই কাশীক্ষেত্রের নির্মাণ কর্তা। প্রবাদ আছে, এই স্থানে মানুষের মৃত্যু হলে মোক্ষলাভ হয়ে থাকে এবং এখানে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজী তাঁর নির্মিত এই কাশীধামকে তেজঃস্ত্র ত্রিশূলের মাথায় ধারণ করে আছেন বলেই, ইহা অনন্তকাল ধরে এমনভাবে সুরক্ষিত যে, মহাপ্রলয়ও এই পুণ্যধামকে স্পর্শ করতে পারে নি। এছাড়া এই সমগ্র কাশীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন স্বয়ং ''শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণা।'' আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী মহামায়াই হচ্ছেন ''মা অন্নপূর্ণা''। আমরা আদ্যাস্তোত্রমে বারাণসীর মা অন্নপূর্ণার উল্লেখ পেয়ে থাকি। কাশীধামে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মায়ের মন্দিরে প্রবেশের ঠিক কিছুটা আগে গেলে সিঁন্দুরে রাঙ্গা দেহে আশীর্বাদ মুদ্রায় দণ্ডায়মান হয়ে আছেন সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশজী। হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রত্যেক দেব-দেবীর পূজার আগে 'শ্রীগণেশজী'কে পূজা করার নিয়ম আছে। কাশীধামেও সর্বাগ্রে গণেশজীকে দর্শন ও পূজা দেওয়ার প্রবাদ আছে তীর্থের ফললাভের উদ্দেশ্যে। বহুপূর্বে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীর আদেশে গণেশজী তাঁরই তেজঃস্ত্র ত্রিশূল দিয়ে মন্দিরের পিছনে একটি কূপ খনন করেন, শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীকে নিত্য স্নান করানোর জন্য। কূপ খননের পর তার জল দিয়ে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীকে স্নান করালে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নিকট বর প্রার্থনা করতে বলেন গণেশজীকে। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজীর আদেশ শিরোধার্য্য করে গণেশজী প্রার্থনা জানান যে, এই কূপ/কুণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়ে যেন কাশীধামে গণ্য হয়। এই কূপের/কুণ্ডের জল দ্বারা সেবা ও পূজার ফলে সকল ভক্তগণ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বর্গারোহণ করতে পারে। শ্রীগণেশজীর এইরূপ প্রার্থনার পর থেকেই শ্রীশ্রীবিশ্বনাথজী তাঁর আশীর্বাদপূত এই কূপের নাম দিয়েছিলেন 'জ্ঞানবাপী কূপ'। এর পাশেই আছে বাবা বিশ্বনাথজীর বাহন, পাথরের একটি বিশাল বৃষমূর্ত্তি (নন্দী) পাহারারত অবস্থায়। পৌরাণিক কাহিনী মতে বারাণসীতে কালাপাহাড় যখন মন্দির ধ্বংস করতে এসেছিল, সেই সময় মন্দিরের পুরোহিতগণ তাড়াহুড়ো করে আদি জ্যোর্তিলিঙ্গকে রক্ষা করতে মাটি থেকে খণ্ড অবস্থায় তুলে নিয়ে, শ্রীবিশ্বনাথজীকে সকলের থেকে অন্তরালে রাখতে তাঁরা এই জ্ঞানবাপী কূপেই আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে শোনা যায়।

এছাড়া কাশীধামে অবস্থিত আছে একটি সতীপীঠ/শক্তিপীঠ। যা কাশীর মহাশ্মশান মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে মীরাঘাটে যাবার পথে ধর্মকূপের সামনেই পড়ে তা হল মাতা 'বিশালাক্ষীর' মন্দির। তার কিছুটা পাশেই রয়েছে দেবীর ভৈরব দেবতা 'কালভৈরবজীর' মন্দির। অনেকের ধারণা ৫১টি সতীপীঠের মধ্যে বারাণসীক্ষেত্রও একটি পীঠ। বিভিন্ন পুরাণ মতে এখানে মণিকর্ণিকায় মাতা সতীর কর্ণভূষণ পতিত হয়। অনেকের মতে কাশীধামে দেবীর কর্ণকুণ্ডলমণি পতিত হয়েছিল বলেই এটিকে সতীপীঠ বলা হয়ে থাকে। বারাণসী বা কাশীতে যেখানে সতীর কর্ণ হতে মণিময় কুণ্ডল পড়েছিল, সেখানকার নাম 'মণিকর্ণী' বা 'মণিকর্ণিকা'। 'মণি' কথার অর্থ মণিমাণিক্য অর্থাৎ দীপ্তিশালী বহুমূল্য রত্ন বিশেষ। রত্নখচিত কানের অলঙ্কার অর্থাৎ কানের দুলকেই 'কর্ণকুণ্ডলমণি' বলা হয়ে থাকে। স্কন্দপুরাণে আছে কাশীস্থিত চক্রপুষ্করিণীই 'মণিকর্ণিকা' নামে প্রসিদ্ধ। এই তীর্থ একবার নিজ সলিল রূপ পরিত্যাগ করে নারী রূপ ধারণপূর্বক ভগবান কার্ত্তিকেয়কে দর্শন দিয়েছিলেন। এতেই প্রতিপন্ন হয় যে মণিকর্ণিকার 'দেবী' রূপ আছে; তাই এটি একটি পীঠস্থান। মণিকর্ণিকা ঘাট ভারতে সবচেয়ে পবিত্র স্থান মনে করা হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবনের সঙ্গে এই স্থান জড়িত।

মণিকর্ণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে কাশী খণ্ডের (স্কন্দ পুরাণ) ষড়বিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি হল — ভগবান বিষ্ণু এখানে সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন তিনি নিজের চক্র দ্বারা এক রমণীয় পুকুর তৈরী করে নিজের গায়ের স্বেদ সলিল দিয়ে তা পূর্ণ করেন। বিষ্ণুর তপস্যায় প্রীতিলাভ করে মহেশ্বর সেখানে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়ে আপ্লুত হন বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করে। তিনি আনন্দে তাঁর মাথা নাড়তে থাকেন তখন তাঁর মণিময় কর্ণভূষণ স্খলিত হয়ে সেখানে পড়ে। ফলে এ স্থলের নাম হয় 'মণিকর্ণিকা, মহাদেব বিষ্ণুকে বলেছিলেন, 'হে বিষ্ণো! তোমার এই মহাতপস্যা দেখে আমি অবাক হয়ে মাথা নাড়ছিলাম। তার জন্যে আমার কান থেকে এই বিচিত্র মণিসমূহ তৈরী কর্ণভূষণ এখানে পতিত হয়েছে। তাই এই স্থলের নাম মণিকর্ণিকা। তুমি চক্র দিয়ে পুকুর তৈরী করেছ, তার জন্যে এই পবিত্র পুষ্করিণী আগে থেকেই 'চক্রপুষ্করিণী' নামে বিখ্যাত। কিন্তু আজ আমার মণিকর্ণিকা পড়াতে এর নাম হল 'মণিকর্ণিকা'। *...ক্রমশঃ*

—স্বামী সংবেদানন্দজী

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

অষ্টাদশ পর্য্যায় —(নির্ঋতি)

নির্ঋতির স্বরূপকে বুঝতে গেলে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পর্যালোচনা করতে হবে। এই ব্যাপারে যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থটি আমাদের বিশেষ সহায়তা করে। যাস্ক দুভাবে শব্দটিকে দেখেছেন। নি-রম্ ধাতু থেকে শব্দটি গঠিত। নিঘন্টুতে পৃথিবীবাচক শব্দের মধ্যে নির্ঋতি শব্দটি পঠিত। আবার পাপ বাচক নির্ঋতি শব্দও আছে। এই দুই প্রকার নির্ঋতি শব্দ নিয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আচার্য যাস্কের ভাষায় —'একবিংশতিঃ পৃথিবীনামধেয়ান্যনুক্রান্তানি, তত্র নির্ঋতির্নিরমণাদ্, ঋচ্ছতেঃ কৃচ্ছ্রাপত্তিরিতরয়া, সা পৃথিব্যা সন্দিহ্যতে, তয়োর্বিভাগঃ' (নি. ২/১/৭/১০)। নির্ঋতির কথা বলতে গিয়ে যাস্ক বেদের দার্শনিক কবি দীর্ঘতমার দ্বারা দৃষ্ট একটি মন্ত্র (ঋক্ সং. ১/১৬৪/৩২) উদ্ধৃত করেছেন। পরিব্রাজক ও নৈরুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মন্ত্রটির তাৎপর্যার্থ নিয়ে মতভেদ আছে। পরিব্রাজকেরা এনাকে দুঃখোৎপাদক পাপ হিসাবে দেখেছেন আর নৈরুক্তরা পৃথিবী অর্থে দেখেছেন। দুটি অর্থের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমন নয়। পৃথিবী অর্থে শব্দটি রম্ ধাতু থেকে সৃষ্ট বলে আনন্দদায়িনী আবার এখানে পাপ করলে দুঃখভোগ করতে হয় বলে নৈরুক্তরা অন্যভাবে দেখলেন। আমরা আগেই ঋগ্বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করে বলেছি রাক্ষসদের সঙ্গে এনার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সায়ণাচার্য তাই নির্ঋতিকে রাক্ষসজাতির দেবতা বললেন। যদি শব্দটিকে 'নিঃশেষেণ ঋতি ইতি নির্ঋতি' এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে মৃত্যু ও দুঃখকেই বুঝব। পৌরাণিক পূজা বিধিতে যমের শক্তি হিসাবে নির্ঋতি চিহ্নিত। অমৃতের সৎপথ থেকে বিচ্যুত বলেই তিনি নির্ঋতি। অমর শেষের টীকায় ক্ষীরস্বামী শব্দটির ব্যাখ্যা করে বললেন — 'নিষ্ক্রান্তা ঋতেঃ সন্মার্গাৎ নির্ঋতিঃ।' অর্থাৎ, সৎ পথ থেকে তিনি বিচ্যুতা।

পাপ আর নির্ঋতিকে এক করে দেখার একটা ধারা

ঋগ্বেদের যুগ থেকেই ছিল। যৌনতৃপ্তির জন্যই জীবন, এরূপ ধারণা নির্ঋতির জন্য ঘটে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এনার কাজ। তাঁর কৃপা হলে তবেই এসব থেকে মুক্তি মেলে। আলস্য, নিদ্রা, স্ত্রীসম্ভোগ এসব কাজকে ধর্মশাস্ত্রকারেরা কামজব্যসন হিসাবে দেখেছেন। এগুলি জাগতিক উন্নতির থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায়। মৈত্রায়ণী সংহিতায় পাশা খেলা, স্ত্রীসম্ভোগ ও নিদ্রার সঙ্গে এনার যোগের কথা বলা হয়েছে — 'এযা বৈ নৈর্ঋতা অক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নঃ' (মৈ.সং ৩/৬/৩)। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে পাই — কোন দীক্ষিত যজমান যদি যৌন পরিতৃপ্তির জন্য স্ত্রী সঙ্গ করে তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নির্ঋতির উদ্দেশ্যে একটি গাধাকে বলি দিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে। যজ্ঞের ক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটলেও প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে 'নির্ঋত্যৈ স্বাহা' মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দেবেন। অতএব পাপ অন্যায়, ঋত-বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যে এই বিশেষ দেবতার যোগ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁকে ঘোর ও কৃষ্ণবর্ণা বলা হয়েছে। পাপ, অন্যায় অজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের যোগ আর জ্যোতি, জ্ঞান, মনীষার সঙ্গে সূর্যের দীপ্তির যোগ। অতএব 'ঘোরা বৈ নির্ঋতি কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতি' (শতপথ ৭/২/১/৭) ইত্যাদি উক্তি নির্ঋতির স্বরূপকেই বুঝিয়েছে।

বৈদিক যুগে যজমান একা কোন যজ্ঞ করতে পারতেন না। সস্ত্রীক দম্পতীরই কেবল যজ্ঞে অধিকার। যদি কোন যজ্ঞ চলাকালে যজমান পত্নী মারা যায়, তাহলে সেই যজমানকে নির্ঋতির উদ্দেশ্যে চরু দিয়ে হবন করতে হত।

বৈদিকযুগ থেকেই বিশ্বাস ছিল কিছু পশুপাখী অশুভের বার্তাবাহী। পাখীদের বিশেষ প্রকার ডাক বা শব্দ মানুষের জীবনে আগামী অশুভকে সূচিত করে। পরবর্তীকালে এই সব বিষয় নিয়েই গড়ে উঠেছিল শকুনশাস্ত্র। কালিদাস, শূদ্রক প্রভৃতি কবিদের রচনায় এরূপ শুভাশুভ সূচনার কথা আমরা একাধিক স্থানে পেয়েছি। কিছু পাখী আবার মঙ্গলসূচক ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে — ঐ সব অশুভসূচক দুষ্ট পাখীদের মুখে ভর করে থাকে নির্ঋতি। তারা নির্ঋতিরই বাহন — 'নির্ঋতের্বাত্রতন্মুখং যদ্ বয়াংসি যচ্ছকুনয়ঃ'।

(ঐ.ব্রা ২/১৫)

নির্ঋতি পরবর্তী সাহিত্যে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার স্থান বৈদিক যুগের শেষ পর্বেই অধিকার করেছিল অলক্ষ্মী। লক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী ঋগ্বেদের মূলে না থাকলেও খিল সূক্ত হিসাবে পরিচিত 'শ্রীসূক্তে' আমরা তাঁর বর্ণনা এবং আরো অনেক তথ্য পাই। এই লক্ষ্মী বা শ্রী সৌন্দর্য্যের দেবতা তার বিপরীত শক্তি হলেন অলক্ষ্মী। নির্ঋতি তার মধ্যে এসে মিশেছে। অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, লৌহালঙ্কার ভূষিতা গর্ধভারূঢ়া বিকট দেবতা। তাঁর পূজার তিথিও তাই অমাবস্যা। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বাঙ্গালী হিন্দুপরিবারে কালীপূজার অমাবস্যায় লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর পূজা হয়। অলক্ষ্মীর জন্য গোবর, মেয়েদের ছেঁড়াচুল, তরকারির খোসা ইত্যাদি দিয়ে নৈবেদ্য করা হয়। পুরোহিত আগে বাড়ীতে ঢুকে উঠান প্রভৃতি স্থানে বা ক্ষেত্রবিশেষে বাড়ীর বাইরে অলক্ষ্মীকে পূজা করেন। তারপর ছেলেরা কুলা বাজাতে বাজাতে অলক্ষ্মীকে বাড়ীর বাইরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। আমারা জানি যে লোক বিশ্বাস অনুসারে কুলোর বাতাস বা 'সূর্পবাত' অত্যন্ত অপবিত্র। এভাবে অলক্ষ্মীর বিদায় দিয়ে হাত পা ধুয়ে গৃহের অভ্যন্তরে লক্ষ্মীপূজা আরম্ভ হয়।

তন্ত্রধারায় নির্ঋতি ত্যজ্যা নন বরং পূজ্যা। অমঙ্গলের বিপরীত প্রকোষ্ঠেই তো মঙ্গলের অধিষ্ঠান। দুর্গা সপ্তসতীতে তাই নির্ঋতির উদ্দেশ্য প্রণাম জানিয়ে বলা হয়েছে —

'নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্মৈ সর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ'।

অতএব বৈদিকলুপ্ত ধারার সন্ধান পেতে গেলে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ উপকারক হতে পারে। বাঁজা মেয়েরা কোন শুভ কাজে আসে না কারণ নির্ঋতি তাদের ভর করে থাকে। — 'যা বা অপুত্রা পত্নী সা নির্ঋতি গৃহীতা' (শত.ব্রা ৫/১/১/১৩)। পেঁচা এনার বাহন। এটা অবশ্যই ভুতুম পেঁচা। তার ডাক শুনলে গ্রামসমাজে শাঁখ বাজাতে হয়।

একদল পণ্ডিত বৈদিক মিথ খোঁজার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি পরিভ্রমণে ইচ্ছুক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ টিউটনিকদের দেবতা Nerthus এর মধ্যে নির্ঋতির সন্ধান পেয়েছেন।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিম্নচেতনসত্তায় যুক্ত অবস্থায় মন জীবভাবে জানতে পারে না আপন আত্মপরিচয়। যখন সাধন প্রভাবে দেহ ও মনের সম্বন্ধ সাধক যোগী অবগত হন, তখন 'দেহ হল ঘট এবং মন হল পট', এই জ্ঞান হয়। **— শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎপ্রসাদতঃ।
গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং যথা বৈ বিনিয়োজিতম্।।২১

গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম, প্রসাদতঃ (এব) প্রাপ্যতে (লভ্যতে) (তদ্ধেতোঃ) গুরুমূর্ত্তে যথাবৈ বিনিয়োজিতং সদাধ্যানং (কুর্য্যাৎ) (গুরুমূর্ত্তিধ্যানাৎ ব্রহ্ম প্রসন্নং ভবতীত্যর্থং)।।২১

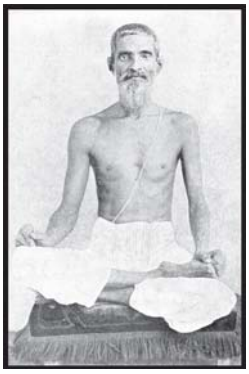
শ্রীহরিমোহন বাবা

সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের মুখ সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপদে অপিহিত (আচ্ছাদিত) আছে (ঈশোপনিষৎ ১৫ শ্লোক দেখ - হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্), গুরুমূর্ত্তি সেই ব্রহ্মপদে একান্ত ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মলাভ হয়, অতএব গুরুমূর্ত্তির ধ্যানে সদা নিরত থাকিবে।।২১

স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং পুষ্টিবর্দ্ধিনীম্।
অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ।।২২

স্বাশ্রমোক্তং, স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং, পুষ্টিবর্দ্ধিনীং, যৎ যৎ কর্ম্ম (ততঃ) অন্যৎ চ যৎ জগৎসম্বন্ধি কর্ম্ম (অস্তি), তৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য (গুরুমেব ভাবয়েৎ), গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ।। ২২

স্বাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম-ঔদার্য্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজ আশ্রমোক্ত ধর্ম্ম পালনে বদ্ধভাবে অবস্থিতি, স্বজাতিধর্ম্ম - 'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং' তদ্ভাবসম্পন্ন নহে, পরন্তু নিজ জাতিগত ধর্ম্মে বদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বগত ব্রহ্মের জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকা, স্বকীর্ত্তি — নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যত্ন; পুষ্টিবর্দ্ধিনী কার্য্য—শরীরকে আত্মবোধে তাহারই পুষ্টিসাধনের জন্য চেষ্টা; এবং অপরাপর সর্ব্ব প্রকার বদ্ধজীবোপযোগী ক্রিয়া পরিহার করিয়া গুরুধ্যানে থাকিবে এবং বাহ্য কার্য্য করিতেছি বাহ্য বিষয়লাভ করিবার জন্য নহে, পরন্তু উহা কৃতকর্ম্মের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, সুতরাং অন্য ভাবনা না রাখিয়া গুরুধ্যানে নিরত থাকিবে।।২২

গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যানুলভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু।।২৩

গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা, (সা) গুরুভক্ত্যা অনুলভ্যতে, তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরোঃ আরাধন কুরু।।২৩

গুরুবক্ত্রে বিদ্যা (সত্যজ্ঞান-অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান- উহা কাল্পনিকভাবে বিদ্যার উপাসনার দ্বারা লাভ হয় না, পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শনের দ্বারা হয়— ঈশোপনিষৎ ৯ম শ্লোক দেখ) অবস্থান করিতেছে, গুরুভক্তির দ্বারা উহা লাভ হয়; সে কারণ সর্ব্ব প্রকার প্রযত্নের দ্বারা গুরুর আরাধনায় রত থাকিবে।।২৩

ত্রৈলোক্যস্ফুটবক্তারো দেবাদ্যসুরপন্নগাঃ।
ধ্রুবং তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।।২৪

ত্রৈলোক্যে যে স্ফুটবক্তারঃ সন্তি তথা য়ে দেবাদ্যসুরপন্নগাঃ (বিদ্যন্তে), তেষামপি সর্ব্বেষাং তত্ত্বং গুরোঃ পরং ন অস্তি ইতি ধ্রুবম্।।২৪

জগদন্তর্গত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোকে দেবতা, অসুর ও পন্নগ প্রভৃতি বিবিধরূপে দৃষ্টিগোচর হয়, উহাদের স্বরূপের প্রত্যক্ষভাবে জীবের উপলব্ধি হয় না, পরন্তু পরোক্ষভাবে বাক্যের দ্বারা (বাহ্যভাবে) উহার স্ফুরণ হয়, অর্থাৎ কথা কহিলে অথবা অন্য প্রকার বাহ্যলিঙ্গের দ্বারা উহার অস্তিত্ব বুঝা যায়। প্রাণরূপ জীবের স্বরূপ মায়িক রূপের দ্বারা আবৃত বলিয়া উহা অপ্রকাশ রহিয়াছে এবং নিজবোধরূপ নহে, যথা - মৃত দেহ দর্শনে প্রাণের অবগতি হয়না, পরন্তু দেহ কথা কহিলে অথবা অন্যপ্রকার জীবন্ত লক্ষণ দেহে প্রকাশিত হইলে, দেহমধ্যে প্রাণের সত্তা বুঝা যায়, তথাপি প্রাণের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, উহা ব্রহ্ম দর্শনে নিজবোধরূপ হয়। সে কারণ বাহ্যাকারে দৃশ্যমান ঐ সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব শ্রীগুরুর তত্ত্বের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। ত্রিলোকে যে কেহ বা যাহা কিছু তত্ত্বের বিশদভাব জ্ঞাপক বলিয়া পরিচিত হয়, তাঁহারাও গুরুরই সাহায্যে এই ভাবে প্রকাশকের অবস্থা লাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদেরও তত্ত্ব অপ্রকাশ গুরুতত্ত্বের অতিরিক্ত নহে।। ২৪ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

পঞ্চবিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্জ্ঞাবচঞ্চুষু।*
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।।৩৬

শব্দার্থ :— জ্ঞানে অপি সতি — জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও; পীড্যমান অপি — পীড়িত হয়েও; শাবক চঞ্চুষু — শাবকদের ঠোঁটে; কণমোক্ষ আদৃতান — শস্যকণা দানে আগ্রহী।

বাংলা শ্লোকার্থ :— শাবকদের খাইয়ে নিজের ক্ষুধা মেটেনা জেনেও পক্ষীগণ নিজেরা ক্ষুধার জ্বালা নিয়েও মোহবশে নিজেরা না খেয়ে শাবকদের মুখে শস্যদানা তুলে দেয়।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— নিজেরা ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও পশুপাখীগণ নিজেদের খাদ্য সন্তানদের দেয়। মানুষরূপী জীবকেও তাদের সন্তানের প্রতি এরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, মানুষ ভবিষ্যতে সন্তানদের নিকট অনুরূপ সৎ আচরণের আশা করলেও পক্ষীগণের মধ্যে সেরূপ প্রত্যুপকারের আশা থাকে না। তাই একদিকে মোহজনিত অজ্ঞানতা, অন্যদিকে প্রকৃতিগত আত্মতৃপ্তি বলে পক্ষীকুলের এইরূপ স্বভাব দেখা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের ক্ষেত্রেও স্বীয় স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনদের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা প্রদর্শন হয়, সেটি প্রকৃত মোহজনিত অজ্ঞানতা ও রিপুভোগ্য প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্যে হয়। তাই স্ত্রী-পুত্রদের অত্যাচার সত্ত্বেও তাদের প্রতি সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের মনে যে দুর্বলতা, তার কারণ এদের মোহ রিপু জনিত মানসিক দুর্বলতা।

শ্লোক :— *মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।*
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি।।৩৭

শব্দার্থ :— মনুজ ব্যাঘ্র — মানব শ্রেষ্ঠ; সুতান্ — পুত্রগণ; অভিলাষাঃ — অভিলাষী; প্রত্যুপকারায় — উপকার লাভের আশায়।

বাংলা শ্লোকার্থ :— হে নরশ্রেষ্ঠ! মানুষ ভবিষ্যতে উপকার লাভের আশায় লোভবশে সন্তানদের প্রতি স্নেহ পরায়ণ হয়, একথা কেন উপলব্ধি করছেন না?

যৌগিক ব্যাখ্যা :— রাজা সুরথকে 'মানবশ্রেষ্ঠ' বলে সম্বোধন করে মেধাঋষি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, স্নেহ মমতাবশে সন্তানদের যে ভরণ-পোষণ করা হয় তা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়। বৃদ্ধ বয়সে তাদের পুত্র-কন্যাগণ যত্ন নিয়ে ভরণ-পোষণ করবে, এই স্বার্থবোধ জনিত প্রত্যাশা জীবরূপী মানুষের মনে প্রকৃতিগতভাবে জাগরুক থাকে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বলা যায়, মানুষ যারই সেবা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা নিজপ্রবৃত্তিজ স্বার্থযুক্ত আত্মসেবা। সাধারণ মানুষ অবশ্য অজ্ঞানতার কারণে তা অনুধাবন করতে পারে না। বাস্তবে ভগবত বিশ্বাস নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সকলের সেবা করলে বা আপন-পর অভেদজ্ঞানে ভালোবাসা বা প্রীতি দেখাতে পারলে মানুষ প্রকৃত আত্মযুক্ত হয়ে আত্মোপলব্ধির সাধনায় অগ্রসর হতে পারে।

শ্লোক :— *তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।*
মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।।৩৮

শব্দার্থ :— সংসারস্থিতি কারিণা — সংসার স্থিতিকারী; মমতা আবর্তে — অজ্ঞানরূপ আবর্তে; মহামায়া প্রভাবেন — মাহামায়ার প্রভাবে।

বাংলা শ্লোকার্থ :— তা সত্ত্বেও সংসারের স্থিতিকারী মহামায়ার প্রভাবে মানুষ মমতারূপ আবর্তে পতিত হয়।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— সংসার জীবনে জীবভাবে মানুষ সব কিছু 'আমার আমার' ভাবতে ভাবতে মোহরূপ গর্তে আবদ্ধ হয়ে যায়। মায়া জালে জড়িয়ে মানুষ তার প্রকৃত বিশুদ্ধ 'আমি' রূপ সত্তাবোধক মহান সত্ত্বাকে বিস্মৃত হয়। এই অজ্ঞান অবস্থার কারণে জীবকে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পরিক্রমা করতে হয়। এই মোহভাব জীবনবোধকে এমন ভাবে প্রভাবিত করে রাখে যে মানুষ ভাবে 'আমি' না থাকলে তার এই দেহ, সংসার ও ইন্দ্রিয়বোধ সব কিছুই যেন তার নিছক মূল্যহীন হয়ে পড়ে; অর্থাৎ 'আমি বা আমার' বোধরূপ অহংভাব যে অজ্ঞানরূপ মায়ার একটি আবরণ, এটিও অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। যোগ সাধনার দ্বারা বিবেকবুদ্ধিবলে ও জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হলে পরে তখন মানুষ আত্মবোধের আলোকে উপলব্ধি করতে পারে যে ''সবকিছুই 'আমাতে' সঞ্জাত, স্থিত ও লয়প্রাপ্ত হয়।''

মোহগর্তের আবর্তে পতিত মানুষের এই দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে মেধা ঋষি বলতে চাইছেন, 'মহামায়া প্রভাবেন স্থিতি কারিণা' অর্থাৎ, আমাদের প্রবৃত্তিমার্গের সংসার লীলায় অংশ গ্রহণ করার জন্যই মহামায়ার এইরূপ উদ্দেশ্য। এক কথায় বহুরূপে বিরাজ করে আনন্দ উপভোগ। তাই বোঝানোর জন্যই এই সংসার স্থিতির আয়োজন। তুলনামূলকভাবে বলা

যায়, চোখ বাঁধা না থাকলে যেমন লুকোচুরি খেলা হয় না, সেইরূপ মোহ না থাকলে সংসার খেলাও চলে না। সুতরাং মহামায়ার প্রভাবেই এই মোহভাব, তাই হতাশ হবার কিছু নেই। তাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে স্বেচ্ছায় মোহাচ্ছন্ন না হয়ে সকলে মহামায়ার প্রভাবেই সংসার মঞ্চে নির্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করে যাচ্ছে, কেহ ধার্মিকের, কেহ অধার্মিকের তথা পাপীর। স্বয়ং মহামায়াই এই খেলার পরিচালিকা তথা অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

মহামায়া মায়েরই যে এইরূপ দিব্যলীলা এই বিশ্বসংসারে চলছে তা উপলব্ধি করতে পারলে মানুষ মহামায়ার চরণে সমর্পিত চিত্ত হয়ে আর কোন বন্ধনেই আবদ্ধ হয় না। একদিকে তিনি সগুণ আবার অন্যদিকে তিনি নির্গুণ; তাঁর অস্তিত্ব উভয়েরই মধ্যে। সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে যোগ সাধনায় উদ্যোগী হতে পারলে মানুষ মহামায়ার এইরূপ আনন্দলীলার তাৎপর্য্য ক্রমশঃ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। *.....ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

কৃষ্ণ কথা

ঋষিরূপা গোপীগণের কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বঙ্গে মঙ্গল নামে এক গোপ ছিলেন। তিনি পরমশ্রীসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন এবং নবলক্ষ গো-র অধীশ্বর ছিলেন। এই গোপের পাঁচ হাজার পত্নী ছিল। একদা দৈববশে তাঁহার সমস্ত ধন বিনষ্ট হয়, তস্করে তাঁহার অনেক গো অপহরণ করে। এইরূপে দৈন্য উপস্থিত হইলে মঙ্গল দুঃখিত হন। সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের বরে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ সবাই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গলের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মঙ্গল আধি-ব্যাধিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; অনন্তর তাহার কন্যাদিগকে দেখিয়া মঙ্গল বলিয়াছিলেন —''কি করিব, কোথায় যাইব, কে আমার দুঃখ দূর করিবে? সম্প্রতি আমার না আছে শ্রী, না আছে ধন, না আছে বল ও বংশগৌরব। ধন ব্যতীত এই সকল কন্যার বিবাহ কিরূপে হইবে? যেস্থলে আমার আহারই নির্বাহ হয় না, তথায় ধনের আশা কোথায়? 'দৈন্য দশায় কন্যা জন্মে', এই প্রবাদ আমার গৃহে কাকতালীয়বৎ মিলিয়া গেল। অতএব আমি কোন ধনশীল বলবান রাজাকে এই সকল কন্যা অর্পণ করিব।''

মঙ্গল কন্যাগণের প্রতি এইরূপ তাচ্ছিল্যতা প্রকাশপূর্বক দিনযাপন করিতে লাগিলেন, এমন সময় মথুরা প্রদেশ হইতে 'জয়' নামে একজন গোপ আগমন করিলেন। তিনি ছিলেন তীর্থযাত্রী ও অতীব বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং বয়সে বৃদ্ধ। মঙ্গল তাহার নিকট নন্দরাজের অদ্ভুত বৈভবের কথা শুনিলেন। নন্দরাজের উদ্দেশ্যে কি উপহার প্রেরণ করিবেন চিন্তা করিয়া দৈন্যপীড়িত মঙ্গল অগত্যা তাহার কমল-লোচনা কন্যাগণকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সকল কন্যাগণ নন্দরাজগৃহে রত্নভূষিতা হইয়া গোগৃহে গোগণের গোময় পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তথায় সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাহাদের পূর্বজন্ম স্মরণ হইল এবং তখন হইতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনায় তাহারা নিত্য যমুনার সেবা করিতে লাগিল। অনন্তর একদা দীর্ঘ-নয়না শ্যামলাঙ্গী কালিন্দী দেবী তাহাদিগকে দর্শন দিয়া বরদান করিতে উদ্যত হইয়া উহাদের নিকট আবির্ভূত হইলে তাহারা বলিল—''ব্রজরাজ নন্দের পুত্র আমাদের পতি হউন।'' দেবী কালিন্দী ''তাহাই হউক'' বলিয়া সেইস্থলে অন্তর্হিতা হইলেন। সেই সকল কন্যা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইলে অমর নারীগণের সহিত (অর্থাৎ, নিত্যলোকবাসী গোপীগণের সহিত) অমররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে রমণ করিলেন।

ভগবৎ-লীলা সম্পাদনের এই-ই মাহাত্ম্য যে ত্রেতাযুগের মুনিঋষিগণ অবশেষে দ্বাপর যুগে পরম পুরুষোত্তমের পরমসিদ্ধ ভূমি গোলোকে বা বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে 'নিত্যসিদ্ধ' হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে যাঁহারা স্থানপ্রাপ্ত হন তাঁহারা পরমব্রহ্মের প্রকৃতি দেহকে লব্ধ হইয়া অপ্রাকৃত ভাগবতী-তনু প্রাপ্ত হন; এই সকল নিত্যসিদ্ধগণের অখণ্ডযোগ পূর্ণ হইয়া যায়। উপরিউক্ত ঋষিগণ এইভাবেই ভগবৎ কৃপায় নিত্যরাস মণ্ডলে গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ভিন্ন গোলোকে বা বৈকুণ্ঠলোকে আশ্রয় পাওয়া যায় না। *('গর্গ সংহিতা' হইতে সংগৃহীত)*

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(৯)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রী থেকে —

''সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ অবিবেকঃ পরমাপদং পদম্।
বৃণতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধা স্বয়মেব সম্পদ।।''

—হঠকারিতাবশে অকস্মাৎ কোন কাজ করে বস না।

আজ রবিবার। সকালে শ্রীগুরু সমীপে উপস্থিত হলাম। তিনি বাইরের ঘরের সেই অনাবৃত তক্তপোষের উপর বসে একাকী উচ্চৈঃস্বরে জপ করছেন। আমি প্রণাম করতেই অজস্র মধুর আশীর্বাদ করে বসতে আদেশ করলেন। আমি তক্তপোষের এক কোণে বসে তাঁকে দর্শন করছি ও পূর্ব সঙ্কল্প মত আমার বক্তব্য নিবেদন করার সুযোগের প্রতীক্ষা করছি।

কিছুদিন যাবৎ আমার মনে একটা তীব্র বিক্ষোভের আলোড়ন চলছে। ভগবান কি বস্তু, সমাধি অবস্থাটা কি, এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আশায় মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীভূপতিনাথ কৃপা করলে অনায়াসে ও অবিলম্বে সমাধি ও ভগবদ্দর্শন হতে পারে। কারও কারও হয়েছে শুনেছি। আমার বেলায় কৃপা করতে কেন তিনি বিমুখ হবেন! স্থির করলাম, যেমন করেই হোক আজ শ্রীগুরুর নিকট হতে ভগবদ্দর্শন আদায় করতেই হবে। যে জন্য যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়ে তাঁর নিকট আমার এই ঐকান্তিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করব। তদনুযায়ী দৃঢ় সঙ্কল্প করে আজ শ্রীগুরু চরণ সমীপে উপস্থিত হয়েছি।

শ্রীগুরু আজ যেন জপ-সমাধিতে পর্য্যায়ক্রমে মত্ত হয়ে আছেন। সকাল আট্টায় এসেছি, এখন প্রায় বারোটা বাজে। নাম জপের বিরাম নেই। অবশেষে অধীর হয়ে হাতজোড় করে বললাম, ''অনেক্ষণ বসে আছি, যদি অনুমতি করেন একটি কথা বলতে আজ বড়ই ইচ্ছা।''

শ্রীগুরুদেব বললেন, ''তুমি এতক্ষণ বসে বসে আমাকে দর্শন করলে, এ তোমার ভগবান দর্শন করা হল। আমার মধ্যে তাঁর দর্শন পেয়ে তুমি ধন্য হয়ে গেলে।''

বুঝলাম, আমার আজকের মনোভাব শ্রীগুরুর অজ্ঞাত নয়। আমার মনের সঙ্কল্প জেনে সংক্ষেপে ঐ বাক্য দ্বারা আমার অন্তরের অশান্তি নিরাকৃত করতে চাইছেন। আমি তখন বললাম —''যদি আপনার বাক্য সত্য হয়, তবে আমাকে এ বিশ্বাস দিন যেন আপনাকেই ভগবান রূপে দর্শন করতে পারি। সর্বভূতে যেন আপনার দর্শন পাই।''

আমার কথা শুনেই তিনি হাসতে লাগলেন ও প্রত্যুত্তরে বললেন, ''সে বিশ্বাস রাখা চাই, বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। তবে গুরু আমি ভগবান, তোমাকে আশীর্বাদ করি, তোমার বিশ্বাস বেড়ে যাক।''

আমি বললাম - ''আমার প্রার্থনা একটিবার শুনবেন কি?''

তিনি বললেন, ''হ্যাঁ, কি-বল?''

আমি বললাম, ''আমি আজ মনে মনে এই স্থির করে এসেছি - ভগবান কি বস্তু সেটি আজ জানবো; এই যেমন আপনাকে দেখছি তেমনি খোলা চোখে তাঁকে একবার দর্শন করবো। আপনি বহুদিন বহুবার বলেছেন যে আপনার সে ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তির ভগবান লাভ হয়। বহু লোককে আপনি সেভাবে কৃপাও করেছেন। আমিই বা সেই কৃপা থেকে বঞ্চিত হব কেন? এর সঙ্গে আর একটি কথাও জানাতে চাই। আজ শুধু মিষ্টি কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আজ আপনাকে ছাড়ছি না।'' -প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম। আমার মুখ মণ্ডল তপ্ত হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

শ্রীগুরুদেব ধীরভাবে সান্ত্বনা দিলেন, ''যাদুমণি, তুমি অধীর হয়ো না। তোমার প্রার্থনা এ জীবনেই পূর্ণ হবে, সেই সুসময়ের জন্য অপেক্ষা কর।''

আমি বললাম, ''সে সুসময় আমার এখনই হোক্ আপনি গুরু, আপনার কৃপায় তো সকলই সম্ভব। সে সুসময় আজই আমায় করে দিন।''

শ্রীগুরুদেব বললেন,''তোমার দেহ তৈরী নয়; দেহ তৈরী না হলে কি করে হবে?''

আমি বললাম,''আপনি কৃপা করে সেই অবস্থা আমার করে দিন।''

শ্রীগুরুদেব বললেন,''দ্যাখো, ঠাকুর বলতেন, মায়ার দীঘিতে হাতি নামলে দীঘির কিছুই হয় না। কিন্তু ডোবাতে হাতি নামলে ডোবার জল উপ্‌চে পড়ে।''

আমি বললাম, ''আপনি তো বলে থাকেন গুরুকৃপায় সবই হয়। আপনি গুরু কৃপা করে সেই অবস্থা আমার এনে দিন, আমি যে কোনো মতেই স্থির থাকতে পারছি না। আমি দ্বিতীয়বার আপনাকে জ্বালাতন করব না। শুধু একটিবার,

একটিবার মাত্র আপনার আশীর্বাদে আমার দর্শন হোক। তাঁকে যে পাওয়া দরকার, তাঁকে যে দেখা যায়, এ ধারণাও তো আমার পূর্বে ছিল না। যদি কৃপা করে আমাকে সে বিশ্বাস দিয়ে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়েছেন, অনুগত আশ্রিতকে কেন না রক্ষা করবেন? আজ আপনাকে বলছি বটে, কিন্তু জানবেন, তিন চার মাস এ ছাড়া আমার অন্য চিন্তা নেই, আমি কোন মতেই এ অবস্থা আর সহ্য করতে পারছি না। এ জন্যই আমার প্রার্থনা আজ আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে। আজ আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি না।''

শ্রীগুরুদেব অত্যন্ত চিন্তাকুল হলেন ও গম্ভীরস্বরে উত্তর করলেন, ''যাদুমণি, জানো তো, — If the son wants bread the father does not give him stone. (St.John-13,7)।

চৈতন্য চরিতামৃতে জনৈক ঈশ্বর পিপাসু ভক্তকে শ্রী চৈতন্যদেব বলছেন —'স্থির হয়্যা গৃহে যাহ, না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল।' মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলছেন -

'অভিবর্ষতি যোহনুপালয়ন্ বিধিবীজানি বিবেকবারিণা।
স সদা ফলশালিনীং ক্রিয়াং শারদং লোকই বাধিতিষ্ঠতি।।'

— কৃষক যেমন বীজ বপন ও তাতে জলসেচ করে শস্যশালিনী শরৎকালের জন্য প্রতীক্ষা করে, সেই রকম যিনি বিবেচনা করে উপযুক্ত কালের জন্য প্রতীক্ষা করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। তোমার মঙ্গল কিসে হবে, সেটি তোমার চেয়ে আমার ভালো জানা আছে। এজন্য আমার কথাটি রাখো — অধীর হয়ো না, সুসময়ের অপেক্ষা কর।''

আমি বললাম, ''আজ আপনার কথায় আমি ক্ষান্ত হবো না। আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাই আপনার কাছে আবদার করতে সাহস পেয়েছি। আজ আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করতেই হবে।''

শ্রীগুরুদেব বললেন, ''যাদুমণি, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর। তোমার ভেতর আজ একটি তরঙ্গ এসেছে। আমার আশীর্বাদে তুমি এ দেহেই ভগবানের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে। তুমি এটি বিশ্বাস কর।''

আমি বললাম, ''বিশ্বাস বা অবিশ্বাস - দয়া করে যে অবস্থা আমাকে দেবেন তাই আমার পক্ষে উত্তম কিন্তু আজ আমি প্রতিজ্ঞা করে এসেছি। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' - এই আমার শেষ কথা, এ বুঝে আপনি যা ভাল মনে করেন'' —

আমার অসমাপ্ত বাক্য ছেদ দিয়ে নগেনবাবু (শ্রীগুরুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) শ্রীগুরুসমীপে নিবেদন করলেন, বেলা প্রায় একটা হয়েছে, স্নান আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আমি কাকাবাবুকে বললাম, ''আপনি আপনার দাদাকে নিয়ে যান আমি এখানে বসে থাকি।'' গুরুদেবকে লক্ষ্য করে বললাম, ''আপনি এখন যান, স্নানাহার সেরে আসুন, আমি ততক্ষণ বসছি।''

কাকাবাবুকে বিদায় দিয়ে গুরুদেব স্নেহভরা কণ্ঠে আমাকে অনুরোধ করলেন, ''যাদুমণি, আজ তবে এসো।''

আমি বললাম, ''এই আমি বসে রইলাম। আমার প্রার্থনা যতদিন না পূর্ণ হয়, আহার নিদ্রা ছেড়ে এই জায়গায় এইভাবে আমি বসে থাকবো। আপনি কষ্ট করবেন না — দয়া করে খেয়ে আসুন। আমার প্রাণের জ্বালা আপনি বুঝতে চাইছেন না।''

শ্রীগুরু যেন অতিশয় কাতর হয়ে বললেন —''যাদুমণি আমি সবই জানি, সবই বুঝি, আর সেজন্যই তেমাকে বারবার নিবৃত্ত করছি। কিন্তু কোন মতেই তুমি আমার কথা শুনছো না, কি আর করা যায়!''

একটু পরে থেমে বললেন গম্ভীর স্বরে —''তুমি জান, তোমার এখন দর্শন হলে কি অবস্থা হতে পারে? - হয় মৃত্যু, নয়তো উন্মাদ অবস্থা। গুরু আমি, জেনে শুনে কি এ অবস্থা তোমার হতে দিতে পারি তোমায় আমি কত ভালবাসি, কত আদর করি। জিদ্ ছাড়ো, আমার কথা শোনো।''

আমি দৃঢ়ভাবে উত্তর করলাম —''মৃত্যু অথবা উন্মাদ অবস্থা, আমি স্বেচ্ছায় এই দুটিরই জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।''

শ্রীগুরু আত্মস্থ হলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তারপরে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, ''আজ হতে তিন দিন পর তুমি আমার কাছে এসে প্রথমে যা প্রার্থনা করবে তোমার সেই প্রার্থনাই পূর্ণ হবে।''

সহজ আদরের সুরে পরক্ষণেই বললেন, ''কেমন, সুখী হলে তো? আচ্ছা এখন তবে এসো।''

আমি বললাম, ''আজ রবিবার। মনে রাখবেন রবি, সোম, মঙ্গল - এই তিন দিন পর বুধবার সকালে আমি আসছি। আচ্ছা, যদি এমন হয় যে সেদিন আপনার দেখা পেলাম না। কোথাও বা চলেই গেলেন?''

শ্রীগুরুদেব জোর দিয়ে বললেন ''আজ হতে তিন দিন পরে প্রথমে যেদিন আমাদের যেখানে দেখা হবে, সেখানে সেদিনই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।''

আমি তখন করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। এতটা হঠকারিতা ও স্নানাহারের অসুবিধা সৃষ্টি করে বসে থাকার জন্য ক্ষমা চাইলাম। শ্রীগুরু অজস্র মধুর আশীর্বাদ করে বেলা প্রায় দেড়টার সময় বিদায় দিলেন। *....ক্রমশঃ*

——শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

গীতা ভাবনা
(২০)

গীতা একটা আধ্যাত্মিকতার চিত্রকল্প হিসাবে রথ, রথী ও সারথিকে উপস্থাপিত করেছে। জিজ্ঞাসু ভক্ত হল শ্রেষ্ঠ রথী এবং তার দেহই হল রথ ঋগ্বেদের সূর্যাসূক্তে মনকে চৈতন্যরূপী সূর্যার রথ বলা হয়েছে। দ্যুলোক সেই রথের উপরকার আচ্ছাদন। যথার্থ রথী হলেন জ্ঞানী ও শুদ্ধসত্ত্ব। জীবাত্মা হলেন রথের রথী। ঋগ্বেদে আদর্শ রথী হলেন কুৎস ঋষি এবং তাঁর রথের সারথি হয়েছিলেন ইন্দ্র - 'কুৎসেন রথো যো অসৎ সসবান্' (ঋক্ সং ১০/২৯/২)। দেবতাদের নায়ক ইন্দ্র কুৎসের সঙ্গে একই রথে বসেছিলেন। এটাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য মিথুন হিসাবে কোন কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রী অরবিন্দ তাঁর —'Essay on the Gita' (Pg.18) গ্রন্থে বলেছেন — 'Arjuna is the fighter in the chariot with the divine Krishna as his charioteer. In the veda also we have the image of the human soul and the divine riding in one chariot. But there it is a pure figure and symbol. The Divine is Indra, the master of the world of light and immortality. The human soul is Kutsa, he who constantly seeks the seer knowledge, as his name implies and he is the son of Arjuna or Arjuni, the white one, child of Switra, the white mother; he is that is to say, the sattwie or purified and light filled soul which is open to the unbroken glories of the divine knowledge.'

বৈদিক ভারতে রথের আবিষ্কার সভ্যতার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তবের সেই রথ কবিদের মনে জন্ম দিয়েছিল একটা দার্শনিক নবতর চিন্তার। রথ, রথচক্র, রথের ঘোড়া, বল্গা ইত্যাদি রূপকধর্মীতা নিয়ে বৈদিক সাহিত্য অনেক বার এসেছে।

বৈদিক ভাবনায় যজ্ঞ হল দেবরথ অথবা কখনো দিব্য নৌকা তা পৌঁছে দেবে পরপারে অমৃত ভাবনায়। রথকে এজন্য ভালভাবে সাজাতে হবে। দেবতা যজ্ঞে আসার সময় পরস্পর আলোচনা করছেন—

অক্ষানহো নহ্যতনোত মোস্য ইষ্কৃণুধ্বং রশনা ওত নিংশত।
অষ্টাবন্ধুরং বহতাভিতো রথং যেন দেবাসো অনয়ন্
অভিপ্রিয়ম্।।

(ঋক্ সং ১০/৫৩/৭)

অর্থাৎ — 'হে দেবতারা! তোমরা সোমরস পানের অধিকারী, অতএব রথে জোড়ার উপযুক্ত ঘোড়াদের রথে যোজনা কর। রজ্জু পরিষ্কার কর, ঘোড়াদের সুসজ্জিত কর। আটজন সারথি বসতে পারে এরূপ প্রকাণ্ড রথ চালিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির কাছে পৌঁছাবে।'

অধ্যাত্মবাদীদের মতে - শুদ্ধসত্ত্ব সাধক বীরের প্রাণবান দেহটিকে রথ বলা হয়েছে, আসলে সেই আধারে নিরন্তর চলেছে দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতীকার্থের বিশ্লেষণ করে লিখেছেন — ''এই পূর্ণায়ত প্রতীকটিকে বিশ্লেষণ করলে ভিতরের যে অর্থটি পাওয়া যায় তা হল — যজ্ঞ হল দেবরথ; রথী দেবতারা এবং সারথি সোম্য ঋত্বিকগণ। প্রথমে রথকে প্রস্তুত করা অর্থাৎ অক্ষদণ্ডকে চাকার সঙ্গে ভাল করে বাঁধাছাঁদার ব্যাপার — এ হল স্বধা ও সংকল্পে স্থির হওয়া। তারপর বল্গাগুলি গুছিয়ে নেওয়া অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অশ্বগুলিকে লাগামধরে শ্রেণীবদ্ধ করা — এ হল মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা সাধন। তারপর অশ্বদের রঞ্জিত করা, - তা হচ্ছে মন প্রাণের চৈতন্য ও আনন্দের আলোয় ইন্দ্রিয়গুলিকে ঝলমল করে তোলা। রথে আটটি আসন, আটজন আদিত্যের। রহস্য হল ঋত্বিকেরা ধ্যানচতেনায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আদিত্য মণ্ডলে, সেখান থেকে আদিত্যদের বয়ে আনছেন রথে করে। রথ আসছে কোথায়? আসছে আমাদের অন্তরের অন্তরে প্রিয় সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমদেবতার কাছে। বলা বাহুল্য সাধকের শুদ্ধ দেহ, প্রাণ মনই যজ্ঞরূপ দেবরথ। *.....ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতা সর্বাণী ট্রাস্ট

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৩-২০১৪)

মাতা সর্বাণী ট্রাস্ট কঠোর প্রচেষ্টায় রত তার প্রমুখ্য প্রধান ও পৃষ্ঠপোষক শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর আদর্শের যোগ্য হয়ে উঠতে, যিনি সর্বোচ্চ মহাজাগতিক ঐতিহ্যের মূল ভাবানুসারে প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরম সত্যের উপলব্ধি ও মানব সেবার কর্ম একত্রে পরিচালিত হয়। তিনি অনুগ্রহ করে ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন হতে সম্মতি প্রদান করাতে এবং প্রারম্ভিক লগ্ন থেকে ট্রাস্টকে তার যাত্রাপথে পরিচালনা করবার জন্য এই ট্রাস্ট তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই জগতের অলোকবর্তিকা স্বরূপ মহাত্মাগণ যে সত্য পথের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই ট্রাস্ট সেই পথ অনুসরণ করতে সচেষ্ট। ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত মানবিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, অভিমত নির্বিশেষে মানব সেবার প্রচেষ্টা করা এবং ঐক্য ও শাশ্বত সত্যের বাণী প্রচার।

ট্রাস্টের মূল কার্যাবলীর মধ্যে আছে আমাদের মূল্যবান উত্তরাধিকারের রক্ষণ ও আধুনিক যুগোপযোগী পুনরুজ্জীবন, দুঃস্থ ও দরিদ্রকে ত্রাণসাহায্য, মানুষকে শিক্ষাসংক্রান্ত ও চিকিৎসা বিষয়ে সহায়তা, অনাথ-আশ্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য প্রদান ইত্যাদি। আমাদের ট্রাস্টের নিয়মিত কর্মধারার মধ্যে আছে - আত্ম-উপলব্ধি প্রাপ্তির প্রক্রিয়া হিসাবে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে সকল ধর্মপথের সমন্বয়ের বাণী প্রচার, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক বই/সিডি/ক্যাসেট প্রকাশনা, নিয়মিত সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত চর্চা, সুস্বাস্থ্যের জন্য যোগ শিক্ষা, দুর্লভ পুস্তক সম্বলিত একটি গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রচারে উৎসাহদান, ভারতীয় ও পরম্পরাগত প্রাপ্ত বিষয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, বিশেষ পবিত্র দিবস উপলক্ষ্যে, আধ্যাত্মিক আলোচনা সভা, সাধু ও সন্তগণের সৎসঙ্গ, দরিদ্রের ত্রাণকার্যে বস্ত্র, কম্বল, খাদ্য ও ঔষধ বিতরণ, অভাবগ্রস্তের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত সাহায্যদান, পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা এবং সংলগ্ন গ্রামীন অঞ্চলের উন্নতিকল্পে পরিকাঠামোগত সহায়তা, একই ধরণের অন্য সংস্থা, যারা কাজ করছে বিশেষ করে, নিঃসঙ্গ মহিলা ও অনাথ শিশুদের কল্যাণার্থে, তাদের সহায়তা প্রদান। ট্রাস্টের কার্যাবলী পরিচালনার মাধ্যমে এটির প্রধান কেন্দ্র অখণ্ড মহাপীঠ, প্লাজা হাউসিং, শিবরামপুর এবং আনুষাঙ্গিক কেন্দ্রগুলি যেগুলি অবস্থিত বারাণসী, পুরী, নবদ্বীপ এবং এটির সম্বন্ধিত সংস্থা, সারদা-রামকৃষ্ণ (শিশু ও মহিলা) সেবাশ্রম, একটি অনাথ-আশ্রম তথা আবাসিক বিদ্যালয়, যেটি কলকাতার শহরের উপকণ্ঠে, মর্যাদা (হোটর) গ্রামে অবস্থিত। অখণ্ড মহাপীঠের প্রধান কেন্দ্রে আরও আছে মূল ট্রাস্ট পরিসরের মধ্যে একটি আত্ম-উপলব্ধি কেন্দ্র তথা সাংস্কৃতিক সভাগৃহ এবং শিবরামপুরের প্লাজা হাউসিং-এ অবস্থিত ভক্তনিবাস ও অন্নপূর্ণাক্ষেত্র, যেখানে নির্মাণকার্য চলছে। আমরা নিম্নলিখিত স্থানে ২০১৩-র এপ্রিল মাস থেকে ২০১৪-র মার্চ মাস অবধি সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ উল্লেখ করছি ।

দাতব্য কার্যাবলীর (যথা বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা, ত্রাণকার্য, দরিদ্র ও সাহায্যপ্রার্থীদের বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরণ, রন্ধনশালা নির্মাণ, জলাধার, বর্জ-নিষ্কাশন, রাস্তা মেরামত ইত্যাদি) উদ্দেশ্যে বহু লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান, সেবাশ্রমে বসবাসকারী শিশু ও নিঃসহায় মহিলাদের রন্ধন সমস্যার সমাধানার্থে হোটরে 'সারদা রামকৃষ্ণ শিশু ও মহিলা সেবাশ্রম' প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক রন্ধনশালা নির্মাণ, জল সরবরাহ করবার জন্য একটি উর্ধস্থ কংক্রীট জলাধার ও পাম্প প্রতিস্থাপন। আশ্রমস্থিত শিশুদের সমবেত শয্যা-কক্ষগুলির ভিতর ও বাহির নবীকরণের জন্য প্রভূত কাজ করা হয়েছে। সেবাশ্রমে বসবাসকারী ১৫০ জনের নিয়মিত ব্যবহারের জন্য বই, খাতা, পেন, পেন্সিল, কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সুব্যবস্থা ট্রাস্টের মাধ্যমে করা হয়। সেবাশ্রমের জন্য মাসিক খাদ্য সরবরাহ করা হয় যাতে সবাই স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিযুক্ত আহার লাভ করে। সেবাশ্রমের মহিলাদের শিক্ষার মান উন্নতিকল্পে ট্রাস্টের মহিলাভক্তগণ একটি বিশেষ সাপ্তাহিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন। এইটি বিশেষ

করে তাদের পরীক্ষার ফলোন্নতির সহায়ক হয়েছে। সাহায্যদানে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ও অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা সহায়ক ব্যবস্থা সরবরাহ করা হয়েছে।

আধ্যাত্মিক তথা সাংস্কৃতিক সভাগৃহের ভূগর্ভস্থ বড় ঘরটি ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রিয়া সাধনা, যোগ অনুশীলন, সঙ্গীত, সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার জন্য এবং পাঠাগারটিও এখানে অবস্থিত, এই সভাগৃহের বহির্ভাগের নির্মাণকার্য পর্যায়ক্রমে চলছে এবং আশা করা হচ্ছে এটি কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। সভাগৃহের অভ্যন্তরটি কার্যনির্বাহী এবং বৎসরের বিশেষ দিনগুলিতে সৎসঙ্গ, সাধনা সম্পর্কিত আলোচনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। বাইরের চূড়ার পাথরের কাজ নিয়মিত চলছে। ভক্তনিবাস ও অন্নপূর্ণাক্ষেত্র এখন সক্রিয়রূপে কার্য্যশীল। ট্রাস্টের পুস্তকাগারে ২০০০-এর বেশী বই আছে এবং এর সদস্য সংখ্যা শতাধিক। আশ্রমের নবদ্বীপ কেন্দ্রে আংশিক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। দোতলার মেঝে, জল সরবরাহ ও বর্জ-নিষ্ক্রমণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। শ্রীদয়ানন্দগিরি মহারাজের তত্ত্বাবধানে কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। বেনারস কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আছেন স্বামী গুরুদাস আশ্রম, তিনি নিত্যসেবাকর্ম পরিচালনা করেন। পুরীতে বিভিন্ন প্রকার সেবামূলক কর্মের জন্য আমাদের ট্রাস্টীরা নিয়মিত ব্যবধানে পুরী কেন্দ্র ভ্রমণ করেন। ট্রাস্টের পুরী কেন্দ্রের, বিশেষ করে রান্নাঘরের, যেটি সমুদ্রের পরিবেশে অধিকতর ক্ষয়িষ্ণু, সেটির নব নির্মাণকরণের কাজ এই বৎসর আরম্ভ করা হয়েছে।

এই বৎসরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরিভ্রমণ সংঘটিত হয়েছে। নিম্নে সেইগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা হল। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে ৭ই এপ্রিল শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে, শ্রীশ্রীমা ভক্তবৃন্দকে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদান করেন। হিরণ্যগর্ভ ত্রৈমাসিক পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। একই দিন শ্রীশ্রীমা প্রণীত বাংলা বই, 'ঊষার আলোক' এবং শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর লিখিত ও শ্রীশ্রীমা কর্তৃক গীত, ভক্তিগীতি সম্বলিত একটি সঙ্গীতের সিডিও প্রকাশিত হয়। এবারের নবরাত্রির সময়ে বাসন্তী অষ্টমীর পুণ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত ছোট শিশুদের শ্রীশ্রীমা নিজে প্রসাদ পরিবেশন করেন। গত বৎসরের মত এবারেও গুড্‌ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীরাজেন্দ্র সেঠিয়ার নিবাসে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরাজেশ্বরানন্দজীর পুণ্য উপস্থিতিতে একটি সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছিল। এর পরেই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনার্থে শ্রীরাজেশ্বরানন্দজী আশ্রমে আগমন করেন। বুদ্ধপূর্ণিমা ও শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের বিগ্রহ স্থাপনের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, ২৫শে মে, শ্রীশ্রীমা ক্রিয়াযোগ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। অনুশীলনকারীদের ক্রিয়াযোগ বিষয়ক বহু প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করেন শ্রীশ্রীমা। প্রতি বৎসরের মত, ২৩শে জুন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবসে শ্রীশ্রীমায়ের পার্থিব প্রকাশের জন্মবার্ষিকী ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয়। ৩০শে জুন আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি আধ্যাত্মিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায়, আমাদের গুরুভ্রাতা ডঃ অর্ণব সরকার 'শিবতত্ত্ব' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

৭ই জুলাই সন্ধ্যায় আশ্রম সভাকক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে অধ্যাপক জয় সেন অতি সুশ্রাব্য সেতার বাদন পরিবেশন করেন। গুরুপূর্ণিমার (১৫ই জুলাই) পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের উদ্দেশ্যে প্রসাদ নিবেদন করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ভক্তগণ ভক্তিমূলক গানের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। তারপরে ওড়িসী নৃত্যগুরু শ্রীগিরিধারী নায়েকের শিষ্যারা একটি মনোমুগ্ধকর নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের পরমা ভক্ত শ্রীমতী বীণা চৌধুরী লিখিত বাংলা বই 'পরমভক্ত শ্রীশ্রীরসিকানন্দ লীলামৃত' প্রকাশিত হয়। ২৩শে আগষ্ট শ্রীশ্রীমা, জনাব ইমতিয়াজ আলি ভাই সাহেবের সঙ্গে টিটাগড়ে গিয়ে পীরবাবা মহম্মদ্ ইয়াসিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জন্মাষ্টমীর শুভলগ্নে (২৮ শে আগষ্ট ২০১৩) অন্য বৎসরের মত এবারও আমাদের অতিপ্রিয় শ্রীশ্রীবাবার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা ওনাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছি। সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীবাবার জীবনী অবলম্বনে একটি সম্মোহক সঙ্গীত আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও নৃত্যপরিচালনা করেছিলেন শ্রীশ্রীমা। 'মাতৃসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ' প্রথম খণ্ড বইটির, শ্রীমতী সুশীলা সেঠিয়া কৃত হিন্দী অনুবাদ সংস্করণটি এই সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয়। ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ সকালে শ্রীশ্রীমা কয়েকজন ভক্তসহ হুগলী জেলার কামারকুণ্ডু অঞ্চলে গোবিন্দ মন্দির, কদমতলা আশ্রমে যান মহাত্মা স্বামী নিগমাত্মানন্দজীর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্যে। তিনি ওখানে কয়েক ঘন্টা সৎসঙ্গে অতিবাহিত করেন। পরবর্ত্তী আধ্যাত্মিক সভা আয়োজিত হয় ২২শে সেপ্টেম্বর। ডঃ অর্ণব সরকার 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' তত্ত্বের উপরে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা উপস্থাপনা করেন।

৫ই থেকে ১৪ই অক্টোবর ২২ তম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০ গ্রামবাসীকে বস্ত্র, মিষ্টি ও বিস্কুট বিতরণ করেন শ্রীশ্রীমা। ঐদিন বিন্ধ্যাচলে অবস্থিত শ্রীশ্রীদেওরাহা বাবার আশ্রম থেকে দুইজন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। সন্ধ্যাবেলা শ্রীগিরিধারী নায়েকজীর শিষ্যাবর্গ একটি মনোমুগ্ধকর নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবাও উপস্থিত ছিলেন। এর পরে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাক্ষেত্রে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা ও দীপাবলী উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা পুনরায় আরও ৫০০ স্থানীয় গ্রামবাসীদের বস্ত্র বিতরণ করেন। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা 'শ্রীরাধার মহিমা' নামক একটি মনোমোহিনী নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ২৪শে নভেম্বর ২০১৩ তারিখে আশ্রম প্রাঙ্গণে মাতা সর্বাণী ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতা ও শ্রী বিশ্বেশ্বর শিব পূজা আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর, শ্রীঅভয়জীর শিষ্যা শ্রীমতী পরিপূর্ণা দেবী, শ্রীঅভয়জীর আশ্রম 'কীর্তন কুটির'-এর কয়েকজন ভক্ত সহ অভয়জী লিখিত সঙ্গীত 'অভয়গান'-এর একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন অখণ্ড মহাপীঠ প্রাঙ্গণে। ২২শে ডিসেম্বর আশ্রম প্রাঙ্গণে ৩০০ কম্বল বিতরণ করা হয় স্থানীয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আধ্যাত্মিক তথা সাংস্কৃতিক সভাগৃহের মূল হলে সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীমা-সারদার উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এর পরে হোটর আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী ও ছাত্রীরা একটি মুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। পরের দিন 'আধ্যাত্মিক সভা'র একটি অধিবেশন হয় যেখানে ডঃ অর্ণব সরকার 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' তত্ত্বের ওপর তাঁর আলোচনার পরবর্ত্তী অংশ উপস্থাপিত করেন।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের অভিষেক উৎসবের ৬ষ্ঠ বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। ১৩ই জানুয়ারী আমাদের হোটর আশ্রম থেকে যে সকল ছাত্রছাত্রী অখণ্ড মহাপীঠে এসেছিল, তাদের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন শ্রীগুরুদাস আশ্রমজী এবং শ্রীসংবেদানন্দজী। সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় যেখানে হোটোর আশ্রমের ছাত্ররা একটি মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন। এছাড়াও দুইজন ছোট শিশু অশোকা বোস ও শ্রদ্ধা দাসগুপ্ত সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করেন ও 'কৃষ্ণ বন্দনা' পরিবেশন করেন কুমারী পৌলমী মুখার্জী। ১৪ই জানুয়ারী সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষাকালে শ্রীশ্রীমা 'বিরজা হোম' অনুষ্ঠিত করেন এবং শ্রীশুভব্রত ব্রহ্মচারী (পরবর্ত্তীকালে স্বামী ঋতব্রতানন্দ) এবং শ্রীমতী কল্পনা মিত্র (পরবর্ত্তীকালে স্বাধ্বী অনুভানন্দময়ী)-কে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগিরিধারী নায়েকের সম্প্রদায় একটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই দুই দিনে উৎসবের আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল ভোগ রন্ধন ও সবাইকে ভোগ বিতরণ। শিবরামপুরের একটি শিক্ষাসংস্থা 'ঐক্যতান'-এর সকল শিশুদের বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১৪, শ্রীশ্রীমা কয়েকজন ভক্তসঙ্গে 'বারাসাত যোগাশ্রম'-এ যান। যোগাশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। ঐ আশ্রমের মোহান্ত শ্রীসুসিদ্ধানন্দজীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমা কিছু আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবার ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী, মনোহর পুকুর-এ অবস্থিত ওনার 'বঙ্গ উদাসী মঠ' প্রাঙ্গণে আমরা উদ্‌যাপন করি। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৪, শ্রীশ্রীমা কয়েকজন ভক্ত সহ হোটর আশ্রমে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা আশ্রমের আরক্ষণ এবং কার্যাবলী পরিদর্শন করেন। তাদের থাকবার স্থানগুলি পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রীশ্রীমা প্রতিটি আবাসিককে উপহার প্রদান করেন। এরপরে আশ্রমবাসীদের দ্বারা আয়োজিত একটি আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। ২রা মার্চ, ২০১৪ কয়েকজন ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীমা ইচ্ছাপুরে যান বিখ্যাত মহাত্মা শ্রীদয়ালবাবার (১০৯ বৎসর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। তিনি সেখানে কয়েক ঘন্টা সৎসঙ্গে অতিবাহিত করেন। ৯ই মার্চ কয়েকজন আশ্রমবাসী ও ভক্ত সঙ্গে শ্রীশ্রীমা গিয়েছিলেন আমাদের নবদ্বীপ আশ্রম কেন্দ্রে। ১৫ই মার্চ, ২০১৪ একাদশতম 'আধ্যাত্মিক সভা'-র আয়োজন হয়। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' তত্ত্বের অবশিষ্টাংশ আলোচনার উপস্থাপনা করেন ডঃ অর্ণব সরকার। একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মাধ্যমে হোলি/দোলপূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয় যেখানে আমাদের গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণ ভজন গান পরিবেশন করেন।

পণ্ডিত শ্রীগিরিধারী নায়েক ও সম্প্রদায় একটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে দুটি বাংলা বই, শ্রীশ্রীমা লিখিত, 'ঊষার আলোক' ও শ্রীমতী বীণা চৌধুরী লিখিত 'পরমভক্ত শ্রীশ্রীরসিকানন্দ লীলামৃত' এবং 'মাতৃসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ'-র হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই বৎসর ছয়টি নূতন সিডি প্রকাশিত হয়েছে। এই বৎসর হিরণ্যগর্ভ পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়-এর সম্পর্কিত একটি বিশেষ সংখ্যা।

শ্রীরাজকুমার দাগা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, হিসাব নিরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। আর্থিক বৎসরে ট্রাস্টের আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ করেছেন শ্রীরাজকুমার দাগা এবং ট্রাস্ট সদস্যগণ সেটি অনুমোদন করেছেন। যে সকল দাতাগণ আয় ব্যয়ের হিসাব দেখতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহ করে ট্রাস্টের যুগ্ম-সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

পরমেশ্বরী শ্রীশ্রীমা, সকল পৃষ্ঠপোষক ও হিতাকাঙ্ক্ষীগণের কৃপা ও পথনির্দেশের সঙ্গে আমরা ঐকান্তিকতা ও ভক্তিসহ সমগ্র মানবজাতির সেবা চালিয়ে যাবার আশা পোষণ করি। আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি সকল দাতা, ভক্তবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবীদের, তাঁদের সাহায্য, নিষ্ঠা, স্বার্থহীন প্রচেষ্টার জন্য যা আমাদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা সফল হতে সাহায্য করেছে। সেবা করবার এই অনন্য সুযোগ লাভ করবার জন্য আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি। আমরা সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাই।

শ্রী সিদ্ধার্থ নন্দী এবং স্বামী সদাশিবানন্দ
ট্রাস্টী এবং যুগ্ম সম্পাদক, মাতা সর্বাণী ট্রাস্ট
অখণ্ড মহাপীঠ, প্লাজা হাউসিং (জগন্নাথপুর)
পোঃ আসুতি, শিবরামপুর, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)
পঃ বঙ্গ — ৭০০ ১৪১, ভারত
নভেম্বর ২৩, ২০১৪

আশ্রম সংবাদ

২৪ শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩-রা অক্টোবর— আশ্রমের ২৩ তম নবরাত্রি ব্যাপী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিত্য পূজা, যজ্ঞ ও ভোগ-প্রসাদ বিতরণের কর্মসূচী অতি সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়। পঞ্চমীর দিন সকালে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী

সংবেদানন্দজী প্রায় পাঁচশতরও অধিক গ্রামবাসীকে বস্ত্রবিতরণ করেন। বস্ত্রের সঙ্গে দেওয়া হয় মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট। সন্ধ্যায় মন্দিরে অপূর্ব এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য প্রদর্শন করেন শিশু শিল্পী অদ্রিকা মজুমদার, অশোকা বাসু ও শ্রদ্ধা দাসগুপ্ত। এরপর পরিবেশিত হয় পণ্ডিত শ্রীগিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীদের দ্বারা এক মনোগ্রাহী নৃত্যানুষ্ঠান। এইদিন শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবা ও পুষ্কর নিবাসী টাটবাবাও উপস্থিত ছিলেন। হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি, 'বোধোদয়' পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ ও দুইটি গানের সি.ডি প্রকাশিত হয় এইদিন সন্ধ্যায়। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীগৌতম ধর্মপালজী আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে আসেন ও কিছু সময় অতিবাহিত করেন। সপ্তমীর দিন আশ্রমে আসেন চুঁচুড়ার দণ্ডীস্বামী শ্রীনিত্যবোধ আশ্রমজী এই দিন সন্ধ্যায় শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন গুরুভগিনী শ্রীমতী অদিতি মুখার্জী ও শ্রীমতী রত্না বসু রায়। মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীবাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়। নবমী তিথিতে দ্বিপ্রহরে অগণিত ভক্তজন মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর মহাপ্রসাদ বিরতণ করা হয়। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধ্যায় গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ অপূর্ব ভজনের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। নবরাত্রি ব্যাপী বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে দেবীপক্ষের দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে যায়।

৭ই অক্টোবর — শ্রীশ্রীকোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে শ্রীযজ্ঞনারায়ণ-দার পৌরহিত্যে অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর আরাধনা ও যজ্ঞ।

১৯শে অক্টোবর — এইদিন সকালে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সংবেদানন্দজী বস্ত্রাদি বিতরণ করেন অগণিত দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে। বস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যেককে একটি করে মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হয়।

২৩শে অক্টোবর — দীপাবলীর সন্ধ্যায় বিভিন্ন বাতির আলোকে ও রঙ্গোলিতে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল আশ্রম। অমানিশার মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীমা নিজে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত দেবী তারাকালিকার পূজা করেন।

৬ই নভেম্বর — রাসপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ হয় দ্বিপ্রহরে। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা এক সুন্দর গুরুতত্ত্ব বিষয়ক ভজন গীতি পরিবেশন করেন শ্রীনানকজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে। তারপর 'রাসতত্ত্ব' সম্বন্ধিত আলোচনা মূলক অপূর্ব ভজন পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমা ও তাঁকে সঙ্গ দেন আশ্রমের সঙ্গীত শিল্পীরা। এইদিন শ্রীশ্রীমা রচিত 'সাধু সীতারাম শ্রীশ্রীঅন্ধবাবা প্রসঙ্গে' পুস্তকটিও প্রকাশিত হয়।

২৩শে নভেম্বর — অখণ্ড মহাপীঠে মাতা সর্বাণী ট্রাস্টের এ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং এর রিপোর্ট এই সংখ্যার ইংরাজী ও বাংলা বিভাগে প্রকাশিত আছে। হিন্দি রিপোর্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২৯-৩০শে নভেম্বর — ২৯শে নভেম্বর অখণ্ড মহাপীঠের ভক্তনিবাস ও অন্নপূর্ণাক্ষেত্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে সকালে পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সন্ধ্যায় এক সুন্দর ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়। ৩০শে সকালে লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউদেবের পূজার্চ্চনা ও ভোগপ্রসাদ বিতরণ হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর — এইদিন শ্রীশ্রীমা কিছু সংখ্যক ভক্তজন সহ চুঁচুড়ায় শ্রীনিত্যবোধাশ্রম-জীর আশ্রমে আমন্ত্রণ রক্ষার্থে যান। সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও প্রসাদ গ্রহণ সমাপনান্তে কিছু সময় অতিবাহিত করে অখণ্ড মহাপীঠে ফিরে আসেন।

৭ই ডিসেম্বর — এইদিন শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে বহুসংখ্যক গ্রামবাসীকে কম্বল ও তার সাথে বিস্কুট ও মিষ্টি বিতরণ করেন।

১৩ই ডিসেম্বর — অখণ্ড মহাপীঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে হোটরের 'মহিলা ও শিশু' আশ্রমের মেয়েরা। তাপর একটি সুন্দর গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়।

হোটর আশ্রমের শিক্ষার্থী

১৫-২০শে ডিসেম্বর — শ্রীশ্রীমা বারাণসী আশ্রম পরিদর্শনে যান। এই সময়ে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ মন্দির, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দির, শ্রীসন্ত আশ্রম ও বিন্ধ্যাচলে বহু বিশিষ্টস্থান পরিদর্শন করেন শ্রীশ্রীমা। ১৬ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা যান শ্রীশ্রীহংসবাবার আশ্রমে। সেখানে শ্রীশ্রীহংসবাবার কৃপায় এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক সৎসঙ্গের সৌভাগ্যলাভ করেন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। ১৮ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীশোভামায়ের সন্ত আশ্রমে যান - সেখানের বর্তমান মঠাধ্যক্ষা শিবাণী মা ও মীরা মা তৎসহ অন্যান্য ব্রহ্মচারিণী মায়েদের সঙ্গে সৎসঙ্গে অতিবাহিত করেন শ্রীশ্রীমা। পরের দিন রাজঘাটে সন্ত্ রুইদাসের আশ্রমে যাওয়া হয়। ১৯শে ডিসেম্বর সকলে কিনারাম বাবার আশ্রমে গিয়েছিল। বারাণসী পরিভ্রমণের অন্তিম দিনে (২০শে ডিসেম্বর) শ্রীশ্রীমা বুদ্ধগয়া গিয়েছিলেন ।

২৫শে ডিসেম্বর — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার চতুর্দশ পর্বে উপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডঃ পার্থ প্রতিম চক্রবর্ত্তী, (Director, IIT Kharagpur)।

বিজ্ঞপ্তি

Library-র পুস্তকাবলী রক্ষণাবেক্ষণার্থে সদস্যদের ২০১৩ জানুয়ারী থেকে ১০০/-টাকা Library-র বার্ষিক চাঁদা ধার্য করা হয়েছে। ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রতি বছর Library Card Renew করতে হবে।

युगयुगान्तर के साक्षी पुरूष श्रीश्रीनांगाबाबा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

मेरे परमाराध्य शिवगुरु श्रीश्रीसरोज लाहिड़ी बाबा से ही मैंने सर्वप्रथम श्रीश्रीनांगाबाबा के विषय में सुना। श्रीश्रीसरोज बाबा की हिमालय की गिरि कन्दराओं में श्रीश्रीनांगाबाबा के सान्निध्य में पूत सुदीर्घ तपोलब्ध जीवन की दैनन्दिन घटनावली मुग्ध विस्मित होकर सुनती और सोचती कि कब वह पावन दिवस आएगा जिस दिन उन परम दिव्य महात्मा के दर्शन का अवसर मिलेगा। श्रीश्रीबाबा से क्रियायोग की दीक्षा प्राप्त करने के समय उन्होंने मुझसे कहा, ''तुम्हें ब्रह्मविद्या की दीक्षा दे रहा हूँ, यह सुनकर नांगाबाबा अत्यंत खुश हुए कि आज मैंने तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दी है।'' मेरी दीक्षा हो गई है यह सुनकर नांगाबाबा अत्यंत खुश हुए, यह जानकर मेरा हृदय एक आश्चर्यजनक आनन्द से भर उठा। सोचा, अति उच्च कोटि के महात्मा श्रीश्रीनांगाबाबा जो सर्वदा ब्रह्मध्यान में मग्न रहते है, क्या सचमुच मुझे पहचानते है? श्रीश्रीबाबा से जिज्ञासा करने पर उन्होंने कहा, ''तुम्हारी उम्र जब चार-पाँच वर्ष की थी तभी नांगाबाबा ने मुझे तुम्हें दिखा दिया था।'' मेरे कक्ष में दीवार पर टंगे मेरी छोटी उम्र का एक फोटो दिखाकर श्रीश्रीबाबा ने कहा कि उस फोटो के सदृश ही तुम दिखाई देती थी। यह सब बातें जितनी सुनती उतनी ही ज्यादा विस्मित हो उठती। मेरे ब्रह्मविद्या प्राप्ति के तीन वर्ष पूर्ण होने को ही थे कि एक दिन दैवयोग से यह जान पाई कि श्रीश्रीनांगाबाबा कायाकल्प हेतु गुहा में प्रविष्ट हुए है। वह पुण्य तिथि थी बैशाख मास की बुद्धपूर्णिमा। तत्पश्चात् आगत श्रावणी पूर्णिमा या गुरुपूर्णिमा के दिन रात्रि में साधनरत अवस्था में मैंने एक गगनभेदी दिव्यशंखध्वनि सुनी। ध्वनि की तीव्रता क्रमशः बढ़ने लगी एवं निमेष मात्र में आलोक पूंज युक्त दिगम्बर कायाधारी एक दिव्यपुरूष मेरे कक्ष में आविर्भूत हुए, वे ही थे महान पुरूष श्रीश्रीनांगाबाबा। उनके ही शरीर की दिव्य ज्योति में मुझे उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। देखा, उनके शरीर की गुलाबी आभायुक्त त्वचा इतनी पारदर्शी है कि देह की समस्त शिरा-उपशिरा मानों स्पष्टरूप से दिखाई दे रही है। मुझे समझने में मुश्किल न हुई कि यह नांगाबाबा के नवकलेवर की कोमल त्वचा है, यही कारण है कि शरीर की त्वचा अभी परिपक्व नहीं हुई है। इनके मस्तक के केश नवजात शिशु के अलकों के सदृश लग रहे थे। नांगाबाबा का यह नवकलेवर देखकर मैं हतप्रभ रह गई। मैंने नांगाबाबा को प्रणाम कर कहा, ''तुम फिर से दिव्यनाथ हुए हो, अतः तुम्हारा नाम 'दिव्यनाथ' ही रहना चाहिए।'' नांगाबाबा के मुखमंडल पर उस समय एक मधुर स्मित हँसी खेल रही थी। मुझे आशीर्वाद देकर वे मूहूर्त में ही अन्तर्हित हो गए।

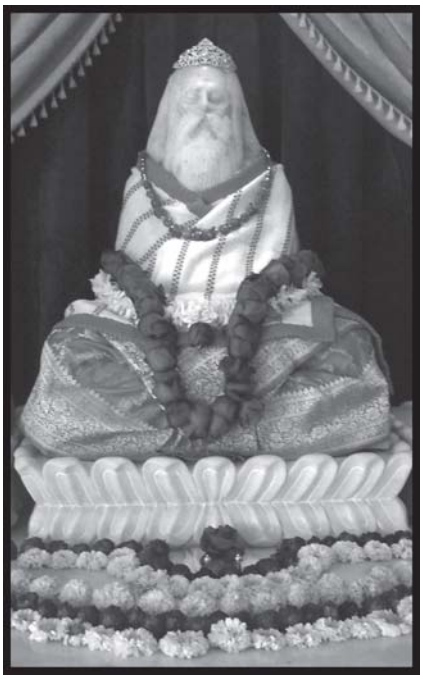

श्रीश्रीनांगाबाबा

श्रीश्रीनांगाबाबा के अंतर्धान होने के पश्चात् स्थूल चेतना में लौट आने पर मैं विस्मय के विराट्-सागर में जैसे गोते लगाने लगी। मन में अनंत अद्भूत चिंतन की तरंगें उठने लगी। सर्वप्रथम मैंने सोचा 'क्या यही नांगाबाबा है जो मुझे जन्मकाल से पहचानते है? मैंने ऐसा कौनसा पुण्य किया है कि मेरे परमगुरु श्रीश्रीनांगाबाबा ने मुझे दर्शन दिया है? अतः मेरा एकमात्र उद्देश्य है निज आत्म-परिचय को ज्ञात करना, अन्यथा यह मनुष्य जीवन ही वृथा चला जाएगा।'' ठीक उसी समय हृदय के गभीर से एक अव्यक्त क्रन्दन उठा - भगवान मुझे आलोक दो, ज्ञान दो शुद्धा भक्ति दो, अपनी शरण दो। हृदयगुहा से प्रतिध्वनित होने लगा वही शाश्वतमन्त्र -'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।।' क्रमशः रात्रि अतिवाहित होकर भोर हुई। उसी सुबह श्रीश्रीबाबा पधारे। सुयोग देखकर श्रीश्रीबाबा को गतरात की सम्पूर्ण घटना से अवगत कराया।

उन्होंने कहा, ''जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। देखो तो, यद्यपि कई वर्षों तक दासानुवत मैंने उनकी सेवा की है तथापि तीन मास के गुहावास के उपरांत वे सर्वप्रथम तुम्हारे समीप आए। इसी को पक्षपात कहते है।'' मैं हतवाक् हो गई, यह सुनकर कि उन्होंने सर्वप्रथम मुझे ही दर्शन दिये है!

रात में साधना में बैठते समय वही चिन्तन मेरे मध्य चल रहा था। उस समय हठात् मेरी श्वास स्थिर हो गई और एक दिव्य कंठस्वर हिन्दी भाषा में मुझसे कहने लगा - ''अरे बेटी, तु मनन कर। सब राम जाने।'' इस कंठस्वर के निश्चुप होते ही मेरे अन्तर में प्रथम चिन्तन की तरंग उठी - कपिल मुनि के पिता कौन थे? 'कपिलमुनि' का नाम मन में आते ही महावतार बाबाजी महाराज का चेहरा मेरे मानसपटल पर उद्भाषित हो उठा। तब क्या नांगाबाबा ही कपिलमुनि के पिता है? यह चिन्तन आते ही अन्तराकाश में गुम्-गुम् शब्द करते हुए प्रतिध्वनि उठी, ''हाँ, हाँ, हाँ। बेटी, तू मनन कर।'' पुनः, फिर वही निस्तब्धता। नजाने कब मैं गभीर निद्रा के आगोश में समा गई नहीं जानती। पश्चात् में श्रीश्रीबाबा को सब अवगत करवाया। वे आश्चर्यमिश्रित भाव से मेरी ओर देखते हुए बोले, ''तुमने ठीक अनुमान लगाया है। सब कुछ शीघ्रातीशीघ्र घट रहा है।''

श्रीश्रीबाबा ने एक दिन मुझसे कहा था। –''नांगाबाबा हुए आदिब्रह्मा की छाया।'' मैंने कहा, ''बाबा, छाया और काया कभी अलग होते है क्या?'' बाबा ने कहा, ''ठीक।'' आदिब्रह्मा के परम भागवत स्वरूप मानसपुत्र लाभार्थ परमब्रह्म के ध्यान में मग्न होने पर, उनके कूटस्थ के मध्य परमब्रह्मस्वरूप आकाश की छाया से एक अद्भूत तत्सदृश पुत्र का आविर्भाव हुआ। ये ही हुए प्रजापति ब्रह्मर्षि ऋषि 'कर्दम'। आकाशमार्ग में कर्दम के अलौकिक अद्भुत देवयान में प्रजापति कर्दम की स्त्री मनुकन्या देवहुति के गर्भ से नारायण के अवतार सांख्य दर्शनकार ऋषि 'कपिल' ने जन्मग्रहण किया। भगवान ब्रह्मा ने कर्दम प्रजापति से कहा, ''तुम प्रजा सृष्टि करो।'' अतएव सरस्वती नदी के तीर पर कर्दम ऋषि ने दस सहस्र वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने इस तपस्या में समाधियुक्त पूजा साधन द्वारा भगवान श्रीहरि की आराधना की थी। कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान ने प्रसन्न होकर शब्दैकवेद जो ब्रह्म है, तन्मयरूपधारण कर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तपस्या के फलस्वरूप श्रीहरि के उनके निकट आविर्भूत होने पर, उन्होंने श्रीहरि के पास योग्य भार्या हेतु विनयपूर्वक सकाम प्रार्थना की। श्रीहरि ने उनको मनुकन्या संयतचित्ता योग लक्षणयुक्त देवहुति का पाणिग्रहण करने के लिए कहा। तत्पश्चात् दैवयोग से मनु ने अपनी कन्या देवहुति के साथ कर्दम का विवाह कर दिया। कर्दम, देवहुति के साथ परिणय सूत्र में बँध कर परम सुख से योगलब्ध जीवन यापन करने लगे। तदनन्तर कला, अरून्धती इत्यादि नौ कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम ऋषि ने गृहस्थाश्रम त्याग कर पुनः योगाभ्यास हेतु अरण्याश्रम में जाना निश्चित् किया। इससे उनकी स्त्री के अतीव चिन्तित होने पर कर्दम ऋषि ने कहा कि वे उन्हें श्री हरि-सदृश पुत्र प्रदान करेंगे। फलस्वरूप महामुनि कपिल का जन्म हुआ। कपिलमुनि के जन्म के उपरांत कन्याओं का ब्रह्मऋषियों को कन्यादान कर कर्दम ऋषि ने पुनः श्रीहरि के संग भक्ति-प्रेम में मग्न होने के लिए तपस्यारत होकर निवृत्ति मार्ग का अवलम्बन किया। इधर देवहुति भी नारायण के अवतार सांख्याचार्य पुत्र कपिल से उपदेश प्राप्त कर तपस्या करने लगी। कर्दम ऋषि कठोर तपोबल से श्रीहरि की कृपा एवं इच्छा से तत्स्वरूप प्राप्त कर जगन्नाथ तत्त्व में उपनीत हुए। इस जगन्नाथ तत्त्व के मतावलम्बी समस्त महात्मागण श्रीहरि के स्वरूप कहकर जाने जाते है। जो महात्मा इस अवस्था में उपनीत होते हैं वे पूर्ण एवं अंशदेह के रूप में एक ही काल में एकाधिक काया धारण करने में सक्षम होते है। अर्थात् वे एक ही समय में दो देह धारण कर जगत् में लीला करने में समर्थ होते हैं। श्रीश्रीनांगाबाबा को भी इस प्रकार बहुलीलाओं में अंशग्रहण करते हुए देखा गया है।

आत्मानुभव की महिमा से मानसपटल पर एकबार रामलीला का दर्शन हुआ। उस अनुभूति के फलस्वरूप यह भी अवगत हुआ कि वही विराट् ऋषि कर्दम त्रेतायुग की भगवत्लीला में राजर्षि जनक रूप में प्रकट हुए थे। मिथिला के राजा जनक परम धार्मिक थे। ये अयोनिसम्भवा थे। अतः ये 'विदेह' नाम से पुराण में प्रसिद्ध है। जनक से पूर्व इस वंश में 'निमि' नाम के एक राजा ने जन्मग्रहण किया। एकबार धर्मात्मा राजा निमि ने कुलपुरोहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठदेव की उपेक्षा कर यज्ञ प्रारंभ किया। अतएव वशिष्ठदेव ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया, 'तुम चेतनाविहीन होओ'। तब ऋषियों ने धूप, माला इत्यादि से निमि के देह को अरणि स्वरूप चिंतन कर पूजा की एवं मन्थन किया। उस मथित देह से एक महातपा पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए इस पुत्र

का नाम पड़ा 'मिथि'। जनन से जन्म हुआ इसीलिए इनका ही दूसरा नाम था जनक। विचेतन देह द्वारा जन्म होने के कारण इनका एक अन्य नाम 'विदेह' हुआ। मिथि से आरम्भ कर उनके वंशानुगत समस्त पुरूष जनक नाम से अभिहित हुए। रामायण में वर्णित है, मिथि के पुत्र जनक ही प्रथम जनक है। राजा का नाम मिथि होने से राज्य का नाम 'मिथिला' पड़ा। रामायण में जनक नाम के दो व्यक्तियों का वर्णन है। एक मिथि के पुत्र और उदावसु के पिता एवं दूसरे ह्रस्वरोमा के पुत्र, सीता के पिता ब्रह्मर्षि कर्दम हुए इसी सीता के पिता 'सीरध्वज' जनक।

राजर्षि जनक स्थूलदेह त्याग करने के पश्चात् जब विदेह रूप में यमलोक के पास से गुजर रहे थे तभी यमलोक से वीभत्स आर्त्तनाद श्रुतिगोचर हुआ। उस भयंकर हृदय विदारक आर्त्तनाद के शब्देंद्रिय में प्रविष्ट होने पर जनक के हृदय में करूणा का उद्रेक हुआ एवं इसीकारण उन्होंने यमराज से इस आर्त्तनाद के कारण की जिज्ञासा की। यम ने कहा, पापियों को उपयुक्त दण्ड दिया जा रहा है। अत: जनक बोले कि यदि उनके समग्र जीवन का पुण्य प्रदान करने पर उन लोगों को मुक्ति मिलती है तो वे अपने सम्पूर्ण जीवन का पुण्य उन निकृष्ट जीवों के लिए दान करने को इच्छुक है। इस पर यम ने कहा कि जनक के एक दिन का पुण्य देने से ही समस्त जीवों की मुक्ति हो जाएगी। निकृष्ट जीवस्वरूप मनुष्यों को यमलोक से मुक्त करवाकर जनक अत्यंत तत्परता से स्वर्गलोक ले गए। वहाँ एक सुवृहत् मैदान में वे लोग रहने लगे किन्तु वहाँ कोई भी उनके लिए खाद्य और जल देने के लिए राजी नहीं हुआ। कारण उनके कृत कर्मों में दान-ध्यान था ही नहीं। तब जनक ने उन्हें पुन: कालचक्र में पतित होकर भूलोक में जन्म ग्रहण करने के लिए कहा एवं बोले कि उनके उद्धार के लिए जनक भी पुन: मर्त्यलोक में देहधारण करेंगे। दीर्घकालोपरांत वे ईश्वरावतार 'गुरुनानक देव' के रूप में धराधाम पर आविर्भूत हुए और जीवसमूह के लिए अभूतपूर्व कल्याण साधन किया। गुरुनानक देव की स्थूल तनु ही व्यासपीठस्थ श्रीश्रीनांगाबाबा की वर्तमान देह है।

गुरुनानक देव

परवर्तीकाल में जगत् के प्रयोजनानुसार श्रीश्रीनांगाबाबा ने ही अंशदेह के रूप में गौरवर्ण तोतापुरी की देह धारण की थी। एवं युगावतार वरिष्ठ श्रीरामकृष्ण परमहंस देव के साथ भगवत्लीला में गुरुरूप में योगदान दिया। इस विषय से संबंधित अनेक दर्शन एवं गुह्य विषय मुझे श्रीश्रीनांगाबाबा और श्रीश्रीबाबा ने प्रत्यक्ष करवाए। श्रीश्रीबाबा ने कहा, तोतापुरी की देह के वय: प्राप्त होने के बाद कायाकल्प साधन के माध्यम से नांगाबाबा ने दिगम्बर-बाबा की देह प्राप्त की। इसी देह ने पुरी के अद्वैत-ब्रह्म-आश्रम में लंगटाबाबा या दिगम्बर-बाबा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। दिगम्बर-बाबा की देह ही 'आदित्यनाथ' बाबा की काया थी। दिगम्बर-बाबा ने पुरी में आने से पहले गुजरात के गिरनार पर्वत में बहुकाल तपोरत अवस्था में अतिवाहित किया। वहाँ उनके जीवन में दिव्य प्रकाश उद्भासित हुआ एवं वे 'आदित्यनाथ' नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में हरिद्वार, प्रयाग, भागलपुर इत्यादि स्थानों में परिभ्रमण करने के समय वे अनेक नामों से जाने गये।

अतएव ऐसा देखा जाता है कि जगन्नाथ पदाधिकारी महात्मा जगत् के कल्याण के निमित्त एक देह परित्याग करने से पूर्व ही एक अन्य शरीर धारण करने में सक्षम होते है। इसी कारण आध्यात्मिक निधि के धनी अनेक ऋषिमुनियों ने कहा है – ''महात्माओं का जीवन अपरिच्छिन्न भाव में अखण्ड धारा में प्रवाहित होकर चलता है।'' साधारण मानव बाह्य रूप से महात्माओं को देखकर उनके गुरूता की धारणा नहीं कर पाते। व्यासपीठ के श्रीश्रीनांगाबाबा इस ब्रह्माण्ड के महात्मा मण्डल में से एक अन्यतम विराट् महान दिक्पाल, परम भागवत, सनातन धर्म के रक्षक और परिपोषक है। हिमालयवासी श्रीश्रीनांगाबाबा का प्रकृत डेरा या आश्रम प्राचीन काल से ही हिमालय के व्यासपीठ में प्रतिष्ठित है। अत: 'जगन्नाथ स्वरूप' श्रीश्रीनांगाबाबा की स्थूल देह अभी वर्तमान में है। हिमालय प्रसिद्ध ज्ञानगंज में भी उनका नित्य आना जाना है। उनके रातुल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

– हरि ॐ तत् सत् –

जैनालोक ऋषभदेव

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

स्वायंभुव मनु के ज्येष्ठपुत्र प्रियव्रत एवम् प्रियव्रत के पुत्र आग्नीध्र। इस स्वायंभुव मनुवंशीय महर्षि आग्नीध्र के पुत्र थे नाभि (नाभी)। उन्होंने पंचचूड़ा विशिष्टा अप्सरा पूर्वोचित्ति (बर्निनी) के गर्भ में जन्मग्रहण किया। ब्रह्मा के निर्दशानुसार पूर्वोचित्ति के राजा आग्नीध्र के समीप उपस्थित होने पर राजा ने उन्हें पत्नि के रूप में ग्रहण किया। पूर्वोचित्ति इत्यादि द्वादश अप्सरायें नृत्य गीतादि द्वारा सूर्य की अर्चना करती थी। नाभि ने पुत्र प्राप्ति की कामना से निज महिषि मेरूदेवी सहित एकाग्रचित्त होकर यज्ञपुरूष की आराधना की। नाभि द्वारा भगवान के समीप ईश्वर सदृश पुत्र की प्रार्थना करने पर, भगवान ने नाभि को यह वर प्रदान किया कि, ''आग्नीध्र वंश में मेरा अंशावतार होगा, क्योंकि अपने सदृश मैं किसी को सटीक नहीं पा रहा हूँ।'' नाभि-पत्नि मेरूदेवी ने भी इस प्रभु वाणी को सुना। नाभि से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्हित हो गये। नाभि-पत्नि मेरूदेवी के गर्भ में विष्णु के अष्टम् अवतार ने जन्म ग्रहण किया। ये नारायण के अष्टम् अवतार ऋषभ के नाम से भागवत में प्रसिद्ध हैं। इस अवतार में भगवान ने धीर व्यक्तियों को सर्वाश्रम वर्त्म अर्थात् परमहंस संबंधी रीति-नीति की शिक्षा प्रदान किया। नाभि हिमालय के दक्षिण दिशा भारतवर्ष में राज्य करते थे।

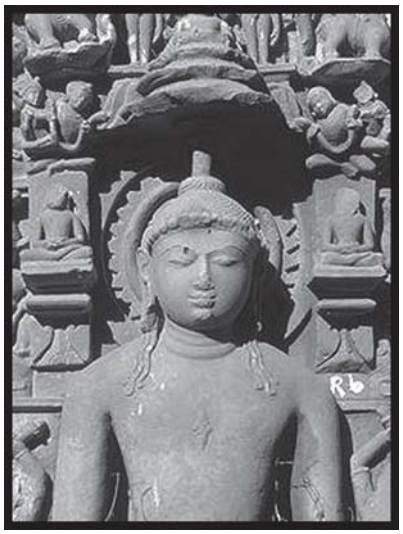

ऋषभ देव

भगवान विष्णु ने मनुवंशीय नरपति नाभि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी स्त्री मेरूदेवी के गर्भ में शुक्ल मूर्ति (अर्थात् शुद्ध सत्व मूर्ति धारण कर यर्जुवेदोक्त तत्त्व में समासीन होकर जगत्गुरु रूप में) ऋषभ देव के रूप में जन्मग्रहण किया। भगवान के ऋषभ देव के रूप में जन्मग्रहण करते ही उनके अंग में समस्त भागवती लक्षण सुस्पष्ट रूप में लक्षित होने लगे एवं सर्वत्र समत्व, उपशम, वैराग्य, ऐश्वर्य महाऐश्वर्य के सहित उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उनका अति श्रेष्ठ शरीर को तेज, बल, श्री, यश, वीर्य, शौर्य इत्यादि द्वारा सर्वप्रधान देखकर पिता नाभि ने उनका नाम 'ऋषभ' रखा था।

ऋषभ अति ज्ञानी थे। एकबार इंद्र द्वारा उनके राज्य में वर्षा न करने पर, उन्होंने योगमाया के प्रभाव से वर्षा को आनयित किया। राजा नाभि ने अपने वयस्क पुत्र ऋषभ के हाथ में राज्यभार सौंप कर अपनी भार्या मेरूदेवी के साथ बदरीकाश्रम को गमन किया एवम् उस स्थान पर कठोर तपस्या एवं समाधियोग का अवलंबन कर 'नर-नारायण' नामक भगवान वासुदेव की उपासना करते हुए यथाकाल उनकी महिमा से अवगत हुए तथा तत्पश्चात् उसी स्थान पर परलोक गामी हुए। अनन्तर ऋषभदेव ने इस वर्ष को कर्मक्षेत्र मानकर, लोकशिक्षा हेतु गुरुकुल में निवास किया। तत्पश्चात् गुरु द्वारा आज्ञा पाकर गृहागमन कर गृहस्थादि को धर्म-शिक्षा प्रदान किया एवं श्रुति-स्मृति उभय विधि से परमानुष्ठान का पालन किया। इधर इंद्र ने ऋषभ के साथ जयंती नाम की अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उसी देव प्रदत्त भार्या के गर्भ से ऋषभ के आत्मसदृश एक सौ पुत्रों ने जन्मग्रहण किया। उन सौ पुत्रों में ज्येष्ठ थे 'भरत', अपने ही नाम पर प्रसिद्ध भारतवर्ष के वे अधिपति हुए थे। अवशिष्ट निन्यानवे (९९) पुत्रों में कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतू, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीटक ये नौ लोग भरत के अधीन थे। इसके अलावा कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, अपर, आविर्होत्र, द्रविड़, चमस और करांगन ये नौ व्यक्ति धर्म प्रदर्शक महाभागवत थे। भगवान ऋषभ देव एकबार देशाटन के क्रम में ब्रह्मावर्त देश पहुँचे। वहाँ प्रधान-प्रधान ब्रह्मर्षिगण के सभाओं में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि उनके आत्मीय संतानगण वहाँ पर उपस्थित हैं। यद्यपि उनके संतानों का चित्त स्वभावगत संयत व विनय प्रेम द्वारा प्रेरित था, तथापि ऋषभ ने उन सबों को प्रजापालनार्थ गभीर ज्ञानगम्य

आत्मबोधि संपन्न उपदेश प्रदान किया था, जो भागवत पुराण के पंचम स्कन्ध के पंचम अध्याय की अमूल्य विषय वस्तु है। तत्पश्चात् ऋषभ देव अपने पुत्र भरत के हाथों राज्यभार सौंपकर तीर्थभ्रमण करते-करते अंत में कर्नाटक देश पहुँचे। दक्षिण कर्नाटक देश के कूटकाचल उपवन में उन्होंने देहत्याग हेतू किसी कामना से बहुत सारे प्रस्तर खंडों को मुख में डालकर, परवर्तीकाल में देहाभिमान शून्य अवस्था में उन्मत्त की तरह नग्नवेश में विचरण करने लगे। तदन्तर उस प्रदेश के कूटकाचल वन में भीषण दावानल प्रज्ज्वलित होने पर उन्होंने उसी अग्नि में प्रविष्ट कर देहत्याग किया। उनके अन्य इक्यासी (८१) पुत्र ब्राह्मण हो गए। यह ऋषभ अवतार, रजोगुण आप्लुत जनमानस को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने हेतु इस धराधाम में अवतीर्ण हुआ था; सुपंडितगणों का यही मत है। भगवान ऋषभदेव लोक, वेद, देव, ब्राह्मण एवं समस्त गौओं के परमगुरु कहकर जाने जाते थे।

ऋषभ देव ने मनुसंहिता के अनुसार निज राज्य में उपयुक्त नियम श्रृंखला एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन कर धर्म राज्य की स्थापना किया था। इस ऋषभदेव के धर्ममत और शिक्षा का अनुसरण कर भक्तगण परवर्ती काल में 'जैन' के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी कारण ऋषभ देव को 'आदिनाथ भगवान' नाम से जैन धर्मावलंबी संप्रदाय अपने आदिगुरु कहकर पुकारते हैं।

(*सहायक ग्रंथ 'भागवत् पुराण'*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गतांक से आगे––

(२६)

मेरे साधनरत जीवन में क्रमशः और भी बोध हुआ कि आरंभ में वामकर्ण में जो जोरदार नादध्वनि अथवा एक प्रकार का शीं शीं शब्द अविरत सुनाई देता, वह भ्रामरी गुहा से आता है; साथ-साथ और भी एक प्रकार के शब्द पर ध्यान केन्द्रित किया, जो नाद नहीं है, वह है पृथ्वी या भूमण्डल का धूर्णायमान आवर्तन का शब्द। अब मैं स्पष्ट रूप से उपलब्धि कर पा रही हूँ कि मेरी सत्ता की चेतना का उर्ध्व भाग एवं निम्न भाग सर्वदा अखण्ड रूप से संयुक्त रहता है एवं सत्ता में स्थिर स्पंदन रूपी श्वास चलती है। योगी, ऊपर एवं नीचे की समरस्यता में हमेशा ही ब्रह्मभाव में रह सकता है उसको भी बोध किया। बाएं कर्ण का शीं शीं शब्द, जब दाएं कर्ण में प्रकटित होकर प्रकाशित होता है, तभी उपरोक्त अवस्था का बोध होता है। इस अवस्था में साधनरत योगी का नादध्वनि में सहज ही मनोनिवेश हो जाता है एवं ठीक प्रकार से समझा जाता है कि कूटस्थ के गगन के मध्य बिन्दु स्थल से होते हुए ही वह नादध्वनि आ रही है एवं वाम-दक्षिण दोनों धाराओं ने समता प्राप्त की है। जब ऐसी अवस्था नित्य अतिवाहित हो रही थी तब एक दिन ध्यान दिया कि कूटस्थ के सम्मुख खुली आँखों से अग्नि की स्फूलिंगात्मक झलक अनवरत हो रही है। आरम्भ में मुझे कुछ अस्वस्ति बोध हुआ लेकिन बाद में अभ्यस्त हो गई थी। तदनन्तर चाहे आँखों की बंद अवस्था हो या खुली अवस्था, सर्वावस्थाओं में यह रूप दर्शित होता रहता। परवर्तीकाल में यह समझ पायी कि यही ज्ञानचक्षु के उन्मीलन की सूचना है। इसी अवस्था में प्राणकर्म करते-करते जब प्राण स्थिर होता है, तब अच्छी तरह से अनुभव किया जाता है कि दोनों नेत्रों की दृष्टि बिन्दु की ज्योति-रेखा एक स्थल पर केन्द्र के तृतीय-नयन अथवा त्रिपुटी स्थल के भीतर की ओर खिंचाव की तरह होकर अविचल हो जाती है। तत्पश्चात् क्रमशः यह स्थिरत्व की अवस्था कुछ क्षणों तक स्थायी होती है एवं उर्ध्वभाग के तमसाच्छन्न आकाश के मध्यस्थल में एक स्निग्ध ज्योति का गोलक जिसके चहुँओर आलोक की छटा फैली हुई है, ऐसा दर्शन होता है। इसी गोलक के केन्द्र स्थल में एक अतीव क्षुद्र सूक्ष्मछिद्र, काले बिन्दु के सदृश देखा जाता है। वहाँ पर ध्यान प्रगाढ़ होने पर देखा जाता है कि उस छिद्र से होकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वर्णिम धागे की तरह आलोक की रश्मियाँ निर्गत हो रही है। इस रश्मि पर मन को एकाग्र कर पाने से, यहाँ पर एक खिंचाव सा अनुभव होता है; तत्पश्चात् वह काला बिन्दु ढक्कन की तरह खुलकर उद्घाटित होने से भीतर का दृश्य आलोकमय हो जाता है एवं ज्ञान-चक्षु खुल जाते है। इस काले छिद्र के विषय में पूर्व में सूक्ष्मदेह में यातायात करने के विषय में विस्तार से दिया हुआ है। *...क्रमशः*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (१३) : श्रीश्रीबाबा के भाव को समझना बहुत ही कठिन है – श्रीश्रीबाबा के भक्त वृन्दों में से, कन्या

विद्यालय में कार्यरत एक दीदी जिनका नाम था रानी दी हमेशा बाबा के समीप आती रहती थी। वह रामराजातल्ला में स्थित केदारनाथ स्कूल की दीदीमणि थी। उस दिन वह दीदी बाबा के चारपाई के पास बैठकर बाबा जो बोल रहे थे वह सब एक कागज पर लिखने लगी। हठात् रानीदी पर नजर पड़ते ही बाबा ने कहा, ''रानी, क्या कर रही हो?'' रानीदी तत्क्षण आनंद पूर्वक बोल उठी, ''बाबा आपके बहुमूल्य उपदेशों को लिपिबद्ध कर रही हूँ। यह सब भविष्य में बहुत काम आयेंगे।'' बाबा ने रानीदी से वह पुस्तिका माँगकर अति क्रोधित होकर उसे फाड़कर फेंक दिया। तत्पश्चात् प्रचण्ड गुस्से भरे स्वर में बोल उठे, ''तुम मेरे संबंध में क्या जानती हो, कितना जानती हो? मेरे लिए लिखने हेतु एक अन्य व्यक्ति है। अब पुन: लेखन हेतु स्पर्धा नहीं होनी चाहिए।'' रानीदी तब खूब रोने लगी। बाबा ने कहा, ''मेरे लिए लेखन हेतु एक व्यकित पूर्व नियुक्त है।''

प्रसंग (१४) : एक बार किसी एक दोपहर को श्रीश्रीबाबा ने असीमदा से कहा, ''असीम, अतिशीघ्र मेरे लिए कुछ अधिक मात्रा में दही ला दो।'' असीमदा तब दौड़ते हुए जाकर जयदेव की दुकान से एक हण्डी दही ले आए। तब बाबा एक ही साँस में सारी दही पी गये तथा साथ ही साथ सारी दही वमन द्वारा बाहर निकल गयी। उस वमन वाली दही में एक काँच की बड़ी नीली गोली दिखाई पड़ी। बाबा ने धीरे-धीरे कहा, ''वह बालक बच गया।'' असीमदा ने उस काँच की गोली को उठाकर रख दिया। असीमदा ने सोचा इस गोली से संबंधित कोई विशेष बात है। दूसरे दिन सबेरे ही, बाबा के साथ हमेशा रहने वाले बड़ा-बाजार के भगवती प्रसाद तिवारीजी, जिन्हें चश्मा तिवारी भी कहते थे क्योंकि वे एक चश्मा के दुकान पर काम करते थे, बाबा से मिलने आ गये। आते ही तिवारीजी ने विगतकल की एक घटना से बाबा को अवगत कराया कि उनके एक छोटे नाती ने घर के आँगन में पड़ी एक काँच की नीली गोली को उठाकर मुँह में डाल लिया, जो उसके गले में अटक गयी और साँस रूक सी गयी तथा आँख और मुँह लाल हो गये। इस स्थिति को देखकर घर में कुहराम मच गया। तिवारीजी ने तब उसी क्षण बाबा को स्मरण किया। तब पुन: उनलोगों ने उस गोली का कोई सुराग नहीं पाया। फिर वह लड़का स्वाभाविक हो गया। घर के निकट रहने वाले एक चिकित्सक से दिखाने पर, उसे भी गोली का कुछ अतापता नहीं चला। इसीलिए तिवारीजी दूसरे दिन प्रात:काल ही बाबा के पास आ गये। तिवारीजी की वार्त्ता समाप्त होते ही असीमदा ने उन्हें नीली गोली दिखायी। वह देखकर तिवारीजी बाबा को भगवान कृष्ण जानकर बार-बार प्रणाम करने लगे। बाबा बोल उठे, ''वह बालक बच गया।''

यथार्थ भक्त के मान-मर्यादा की रक्षा इसी प्रकार सद्गुरु रूपी भगवान करते हैं। बाबा ने कहा, ''भगवती प्रसाद तिवारी हुए दास्य-भाव।'' तिवारीजी बाबा से कहा करते थे, ''इतना योग-याग मुझसे होना संभव नहीं है, मैं वह सब नहीं कर सकूँगा। मैं आपके दास, आपके सेवक के रूप में ही चिरकाल तक रहना चाहता हूँ।'' बाबा बोलते थे, ''तिवारीजी की साधना मुझे ही करनी होगी वह मेरा जन्म-जन्मांतर का सेवक है।'' तिवारीजी की भक्ति का वर्णन करते समय एक बार श्रीश्रीबाबा ने अखंड-महापीठ में श्रीश्रीमाँ से कहा था कि एक दिन रात्रिकाल में बाबा श्मशान में बैठकर पूजा कर रहे थे, उसी समय आकाश से मूसलाधार वृष्टि आरंभ हो गयी। तब तिवारीजी और श्मशान का कालू डोम दोनों मिलकर बड़े-बड़े गमछों द्वारा बाबा एवं उनके पूजा वाले स्थान को आच्छादित कर, एक घंटे तक खड़े उस अजस्र वृष्टि में भींगते रहें। इतने पर भी उन के चेहरे पर कोई विरक्ति का भाव नहीं था। उस दिन उस बादल वृष्टि की रात में बाबा की यज्ञ-पूजा आदि तो भंग ही हो जाती परन्तु उन दोनों की सहायता से बाबा की

मातृपूजा निर्विघ्न संपन्न हुई।

प्रकृत भक्त के मध्य सर्वदा भक्ति की शक्ति जाग्रत रूप में रहती है। भक्त का विश्वास कभी भी टलता नहीं है। 'मेरे सद्गुरु भगवान' यह विश्वास मन में जितना ही अटल होता है, उतना ही अंतर में आत्मशक्ति जागृत होने लगती है। आत्मशक्ति क्रमशः निरहंकारता से दास्यभाव में रूपांतरित होती है। तब यह भक्ति के रूप में परिगणित होती है।

...क्रमशः

–श्री प्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

योग व्याख्या श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

(१८)

प्रश्न : ''जो इस देह भांड में है वही ब्रह्माण्ड में भी है ''– इसका क्या अर्थ है?

उत्तर : हमारी इस सृष्टि में प्रत्येक सत्ता प्रकृति के नियमानुकूल आवरण में आबद्ध है; अर्थात् व्यक्तित्व से निर्विचार माया के प्रभाव से सत्ता के मन की परिधि सीमाबद्ध अवस्था में अवस्थान करती है। साधना करते-करते सत्ता की मनोबोध की परिधि जब ससीम से असीम विश्वचेतना एवं सर्वव्यापी चेतना के साथ युक्तावस्था लाभ करती है तब सत्ता के मानसपटल पर सर्वव्यापी विश्व ब्रह्माण्ड के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है। प्रकृत स्वरूप दर्शन लाभोपरांत सत्ता अपने ज्ञानमय प्रकाश में व्यक्ति चेतना में पुनः जब लौट आती है, तब वह माया के स्वरूप को जान पाती है एवं पुनः माया के आवरण संग सृष्टि के माया राज्य से युक्त हो जाती है; यद्यपि वह माया का आवरण विशुद्ध होता है। अतः सत्ता की काया हुई अवलंबन एवं उस देह का आश्रय लिए हुए है आवृत मन और व्यक्तित्व, जिसके मध्य ही ब्रह्माण्ड का प्रकृत रूप प्रकटित होता है। इसीलिए महात्मागण कहते है ''जो है देह भांड में वह सब है ब्रह्माण्ड में''।

प्रश्न : महापुरूषों को 'महात्मा' क्यों कहा गया है?

उत्तर : साधारण अर्थ में 'महान' का अर्थ है विराट् और महिमामय। इसीलिए विराट् आत्मा ही हुई महात्मा। तथापि प्रकृत 'महात्मा' शब्द का अर्थ इसप्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि 'मह' अर्थात् अहम् आत्मा अर्थात् मैं ही एकमात्र हूँ दूसरा कोई नहीं – इस अनुभव को ही 'महात्मा' उपाधि से विभूषित किया गया है। 'एकम्' भाव में सर्वव्यापी चेतना के संग युक्तावस्था में सब कुछ में अपनी स्वयं की ही प्रतिछवि अनुभूत हो यही है 'महात्मा'। जो महात्मा हैं, वही हैं विराटपुरूष या महापुरूष।

प्रश्न : 'एकमेवाद्वितीयम् स्वरूप' का क्या तात्पर्य है?

उत्तर : जगन्नाथ पद के अधिकारी समस्त व्यक्तित्व 'एकमेवाद्वितीयम्' स्वरूप में उपनीत होने की योग्यता लाभ किये हुए रहते हैं। वही एकमेवाद्वितीयं स्वरूप की साधना ही चेतन-मार्ग संपन्न योगमार्ग का स्वर्ण शिखर है। एक ही समय में निज सत्ता को बहुविध अंशों में विभक्त कर नानाप्रकार के स्थूल देह धारण कर बहुविध धारा या पंथों में साधना कर 'एकम्' लक्ष्य में उपनीत होकर पुनः निज सत्ता को 'एकम्' व्यक्तित्व में रूपान्तरित करने में जो सक्षम हैं, उनका स्वरूप और प्रत्येक अंशदेह का स्वरूप एकमेवाद्वितीयम् स्वरूप में प्रतिष्ठालाभ करता है। एकमेवाद्वितीयम् स्वरूप के मध्य ही समसामयिक रहती है सिद्ध जीवन की दो धारा – ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ-सन्यास एवं इसके साथ ही युक्तावस्था प्राप्त इच्छा मात्र से ही सटीक अंश देह और दिव्य देह की लीला क्रिया। जैव जगत् में 'एकम्' अद्वितीयम् पद के अधिकारी व्यक्तित्व के विभिन्न व्यक्तित्व समयावधि का निर्णय करना दुरूह है; क्योंकि वैसे महात्मागण जगत् के प्रयोजनानुसार, एक देह के जीवन्त रहते हुए, अन्य एक शरीर भी धारण कर सकते है। इसीलिए एकमात्र एकमेवाद्वितीयम् स्वयं को छोड़कर उनके जीवन प्रवाह का सामान्य जन के लिए बोधगम्य होना संभव नहीं है।

काशीधाम में पंचक्रोशी

(२)

वाराणसी पहुँचने के दूसरे ही दिन, १५ फरवरी, मंगलवार एवं त्रयोदशी तिथि थी। प्रात:काल उठकर कुछ देर साधना कर ली। टाटबाबा सुबह के चाय-पान के उपरांत नित्य क्रिया एवं स्नान कर ९ बजे दिन तक रामायण पाठ करते हैं। पाठ समाप्त कर जब वे जलपान हेतु बैठे तब मुझे बुलाकर कहा, ''स्वामीजी, तुम आज मुझे काशीधाम की पंचक्रोशी परिक्रमा किसी गाड़ी द्वारा करवा दो। तत्पश्चात् वापसी के क्रम में मणिकर्णिका घाट पर जाकर माँ गंगा के जल का आचमन कर तथा शरीर पर जल छिड़ककर, हमलोग श्मशान पर माँ के मंदिर एवं भैरव जी का दर्शन कर, माँ अन्नपूर्णा एवं बाबा विश्वनाथ के दर्शन एवं पूजा हेतु चलेंगे। वहाँ से हम सब आश्रम लौट आयेंगे।'' चाय पीने के दौरान टाटबाबा के आदेशानुसार हमने अपने परिचित ट्रेवल एजेन्सी को दूरभाष द्वारा सूचित कर गाड़ी एवं पंचक्रोशी हेतु उपयुक्त चालक की व्यवस्था की। ठीक उसी समय पुलिस आफीसर छेदीलालजी का फोन आया कि उनके द्वारा प्रेरित सादा वेशधारी एक पुलिस अंग-रक्षक हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। स्वामीजी का फोन नंबर भी उस पुलिस-कर्मी को उपलब्ध करा दिया गया था, ताकि वह सम्पर्क स्थापित कर आश्रम पहुँच सके। हम सब यात्रा हेतु तैयार होने लगे तथा प्रबोधानंदजी को भी पूजा समाप्त कर अविलंब प्रस्थान हेतु कहा। उस समय फोन की घंटी बजने पर, मैंने जाकर देखा कि किसी अपरिचित का फोन आया है। मेरे द्वारा 'हेलो' कहते ही उधर से मुझे स्वामीजी द्वारा संबोधित करने पर तथा छेदीलालजी का परिचय देने पर मैंने उन्हें अपने आश्रम तक पहुँचने का पथ-निर्देश देकर उनसे आश्रम आने हेतु आमंत्रित किया। उनके दो-मंजिले पर पहुँचने पर मैं उनको सादर आश्रम के भीतर लाया एवं उन्हें प्रसाद प्रदान कर उनका नाम पूछा। किष्किंधापति बाली के पुत्र का जो नाम था वही नाम उन्होंने अपना बताया अर्थात 'अंगद' जी। श्रीश्रीमाँ के 'अंगद' (स्वामी प्रबोधानंद) जी के साथ उनकी कोई समानता नहीं दिखी, ना रूप न शारीरिक स्वास्थ्य में, देखने पर सिर्फ एक ही अंतर था उनके और इनके सादा एवं गेरूआ पहनावे में।

स्वामी संवेदानन्दजी

तीर्थयात्रा हेतु गाड़ी के आगमन पर हमलोग भी यात्रा हेतु तैयार होकर चल पड़े। परिचित चालक 'आजाद' के गाड़ी में बैठने पर हम सबों ने गुरुमाँ एवं गुरुमहाराजाओं को प्रणाम निवेदित कर यात्रा आरंभ किया एवं सर्वप्रथम अघोर पंथी महात्मा 'कीनाराम' बाबा के आश्रम पहुँचे, जिसे टाटबाबा ने पहलीबार देखा, तथा वहाँ से वाराणसी का 'दुर्गाबाड़ी', संकटमोचन होते हुए पंचक्रोशी परिक्रमा के पथ पर अग्रसर हुए।

तीर्थयात्रा हेतु पाठकगणों को इस प्राचीन शहर की कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूँ। जैसे वाराणसी है प्राचीन हिन्दु शैव-तीर्थ काशी की प्राणस्वरूप राजधानी। हिमालय के हृदय प्रदेश में अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल उत्तर काशी के दोनों दिशाओं में दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं - जैसे उत्तर में वरूणा तथा दक्षिण में असि। यही दोनों नदियाँ वरूणा और असि काशी की गंगा में आकर मिलती है, वहीं से काशी का एक और नाम हुआ वाराणसी। इन दोनों नदियों के उत्पत्ति के विषय में वामन पुराण से एक तथ्य और उजागर होता है कि भगवान श्रीविष्णु के अंशसम्भूत अव्यय पुरुष के दक्षिण पद से निर्गत हुई वरूणा नदी और वामपद से असि नदी। इन दोनों नदियों का संगम हुआ वाराणसी, यह भी पुराणों में वर्णित एक प्राचीन कथा है। उत्तरवाहिनी, गिरिनन्दिनी, कल्लोलिनी व पुण्यसलिला माँ गंगा के तट पर प्राचीन हिन्दु शैवतीर्थ और मोक्षभूमि काशी/वाराणसी का अवस्थान है। काशी में दिए गए बहुत से अवदानों में बंगाल के इतिहास की प्रसिद्ध रमणी नाटोर की रानी भवानी की भी गणना होती

है, उनमें उनके द्वारा निर्मित काशी का सुप्रसिद्ध गंगा का दशाश्वमेध घाट ख्यातिप्राप्त है। तीर्थ यात्रियों द्वारा स्थलमार्ग अथवा जलमार्ग से दशाश्वमेध घाट पहुँचने का अर्थ ही हुआ पावन काशीधाम में पहुँच जाना। वहाँ से शहर की ओर जाने पर कुछ ही दूरी पर है काशी के प्राणपुरुष बाबा श्रीश्री विश्वनाथ जी की गली। उस संकरे रास्ते (गली) से आगे बढ़ने पर ही दायीं ओर है माँ अन्नपूर्णा का अति प्राचीन मंदिर जो आगंतुक तीर्थयात्रियों का आकर्षण का केन्द्र है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए बायीं ओर 'बाबा विश्वनाथजी' के मन्दिर का एक प्रवेश द्वार है। उस द्वार से प्रवेश करते ही ठीक सामने लक्षित होता है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक जो मंदिर के मध्यस्थान पर प्रतिष्ठित है। जो काशीधाम में 'श्री विश्वेस्वर' नाम से भी विख्यात है। उस शिवलिंग का रंग ताँबे के रंग से मिलता जुलता हैं तथा उसकी ऊँचाई डेढ़ फीट से ज्यादा नहीं है। इस प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग का एक प्राचीन इतिहास है। ११९२ ख्रीष्टाब्द में पृथ्वीराज चौहान, तराईन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुए, जिसके फलस्वरूप आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने काशी के श्री विश्वनाथजी के मन्दिर को बहुत क्षति पहुँचाई। इसके पश्चात् १५७० ख्रीष्टाब्द में पुनः वही मन्दिर कालापहाड़ के द्वारा आक्रान्त हुआ। तत्पश्चात् एक बार फिर से मोहम्मद कुतूबुद्दीन ऐबक के समय भी हमारी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से मंदिरों को लूटा गया एवं उन्हें खण्डित किया गया। परवर्ती काल में मोहम्मद कुतूबुद्दीन की मृत्यु के उपरांत धार्मिक सहिष्णुता का आदर करने वाले राजा इल्तुतमिश ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार किया। पुनः सिकन्दर लोदी के आक्रमण के फलस्वरूप मन्दिर का बहुत सा भाग ध्वंस हो गया। दिल्ली सल्तन पर बादशाह अकबर के राज्य काल में उन्होंने राजस्व मंत्री टोडरमल को ४५ हजार रूपये की अटल धनराशि देकर मंदिर की मरम्मत करवाई। परवर्तीकाल में पुनराय मुगल सम्राट औरंगजेब ने हमारी धार्मिक परंपराओं को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाने का निर्णय लिया और उसका बहुत बेतुका कारण बताया। चूँकि मुगलकाल में ही उनके दिए धन से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है अतः वे उसे नष्ट कर देंगे। इसके फलस्वरूप १६६९ ख्रीष्टाब्द में उन्होंने मन्दिर को विध्वंस कर वहाँ मस्जिद बनाई। वह अभी भी मन्दिर के समीप में अवस्थित है।

सम्पूर्ण घटना से अवगत होकर इन्दौर की महारानी अहल्याबाई ने अपने शासन काल में काशी में नए सिरे से श्रीश्री विश्वनाथजी के मन्दिर की स्थापना करने का निर्णय लिया। इन्दौर की महारानी अहल्याबाई थी महाशक्ति के अंश से समुद्भूता रमणी। उनकी इस शुभ मनोकामना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक मंगलरात्रि में भगवान शिव ने स्वप्न में रानी को निर्देश दिया कि, 'वे पुण्यतमा स्रोतस्विनी माँ नर्मदा नदी में दिन के प्रथम प्रहर में स्नान करें; स्नान करते समय नदी में से ही एक सुन्दर शिवलिंग उनके हाथ में आएगा।

शिव भगवान का आदेश शिरोधार्य कर ही रानी ने नर्मदा नदी से शिवलिंग प्राप्त किया। १७८० ख्रीष्टाब्द में नवीनीकरण से मन्दिर का निर्माण किया एवं अति यत्न सहित शिवलिंग को काशीधाम में स्थापित किया। वह हमारे काशीधाम में प्रतिष्ठित द्वादश ज्योतिर्लिंगों के मध्य द्वितीयतम है। नए मंदिर के निर्मित होने के पश्चात् श्रेष्ठ एवं प्रधान पंजाब केशरी सरदार रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को दो मन अर्थात् ८० किलो सोने द्वारा मढ़वाया। वर्तमान में यह मंदिर कड़ी सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है।

पुराण के मतानुसार, श्रीश्री विश्वनाथजी सृष्टि के आदि पुरुष महाकालस्वरूप है। स्वयं विश्वनाथजी ही काशीक्षेत्र के निर्माणकर्ता है। हमारे भारतवर्ष में यह प्रवाद प्रचलित है कि, इस पवित्र धाम में किसी भी मनुष्य की मृत्यु होने पर वह मोक्ष प्राप्त करता है एवं श्रीश्री विश्वनाथजी ने स्वनिर्मित इस काशीधाम को तेजःस्त्र त्रिशूल के माथे पर धारण कर रखा है, फलतः यह अनन्तकाल से सुरक्षित है, महाप्रलय भी इस पुण्यस्थल को स्पर्श नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त काशीधाम की अधिष्ठात्री देवी हैं स्वयं 'श्रीश्रीमाँ अन्नपूर्णा' जो उस धाम की महिमा को द्विगुणित कर देती है। आद्याशक्ति स्वरूपिणी महामाया ही है 'माँ अन्नपूर्णा'। हमें आद्यास्तोत्र में वाराणसी की माँ अन्नपूर्णा का उल्लेख मिलता है। काशीधाम में श्रीश्रीअन्नपूर्णा माँ के मन्दिर के प्रवेश द्वार से कुछ आगे बढ़ने पर ही सिंदूर से रंगे सिद्धिदाता श्रीगणेशजी आशीर्वाद मुद्रा में दण्डायमान है। हिन्दु शास्त्रों के रीति अनुसार प्रत्येक देवी-देवता की पूजा से पहले 'श्रीगणेशजी' को स्थापित कर उनकी पूजा करने का नियम

है। उस महातीर्थ के फललाभ के उद्देश्य हेतु सर्वप्रथम गणेशजी के दर्शन करने और उन्हें पूजा करने की मान्यता है। बहुकाल पूर्ब में श्रीश्री विश्वनाथजी के आदेश का पालन करते हुए गणेशजी ने उनके ही तेज:स्त्र त्रिशूल से मंदिर के पीछवाड़े में एक कूप का खनन किया, श्रीश्री विश्वनाथजी को नित्य स्नान करवाने के लिए। कूप खनन कर उस जल से श्रीश्री विश्वनाथजी को स्नान कराने पर उन्होंने संतुष्ट होकर गणेशजी को इच्छित वर माँगने के लिए कहा। श्रीश्री विश्वनाथजी का आदेश शिरोधार्य कर गणेशजी ने सविनय अपनी इच्छा अभिव्यक्त की, यह कुण्ड काशीधाम में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में गण्य हो। इस कुण्ड के जल द्वारा सेवा पूजा के फलस्वरूप समस्त भक्तगण दिव्यज्ञान प्राप्त कर स्वर्गारोहण कर सकेंगे। श्रीगणेशजी के इस प्रकार प्रार्थना के बाद ही श्रीश्री विश्वनाथजी ने अपना पूत आशीर्वाद देते हुए इस कुण्ड का नाम दिया 'ज्ञानवापी कूप'। इसके समीप में है बाबा विश्वनाथजी का वाहन, पत्थर की एक विशाल वृषभ मूर्ति (नन्दी)। पहरा देने की अवस्था में द्वारपाल सदृश है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालापाहाड़ जब मन्दिर ध्वंस करने आया, उस समय पुरोहितों ने आपाधापी करते हुए आदिज्योतिर्लिंग की रक्षा करने हेतु उन्हें जमीन से खण्ड अवस्था में निकालकर, श्रीविश्वनाथजी को सबसे गोपन रखने के लिए इस ज्ञानवापी कूप का आश्रय लेने की व्यवस्था की थी ऐसा सुना जाता है।

इसके अतिरिक्त काशीधाम में अवस्थित है एक सतीपीठ/शक्तिपीठ। जो काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका के घाट से मीराघाट जाने के पथ पर धर्मकूप के सामने ही पड़ता है, वह है माता 'विशालाक्षी' का मन्दिर। उससे कुछ ही दूरी पर है देवी के भैरव देवता 'कालभैरवजी' का मन्दिर। अनेक लोगों की धारणा है ५१ सतीपीठों के मध्य वाराणसी क्षेत्र भी एक पीठ है। विभिन्न पुराणों के मतानुसार यहाँ मणिकर्णिका में माता सती का कर्णभूषण पतित हुआ था। बहुत से लोगों के मतानुसार काशीधाम में देवी के कर्णकुण्डलमणि गिरे थे इसीलिए इसे सतीपीठ कहा जाता है। वाराणसी में जहाँ, सती के कर्ण से मणिमय कुण्डल गिरे थे, उस स्थल का नाम पड़ा 'मणिकर्णी या मणिकर्णिका'। मणि का तात्पर्य है मणिमाणिक्य अर्थात् दीप्तशाली बहुमूल्य रत्न विशेष। रत्नखचित कान के अलंकार उन्हें ही 'कर्णकुण्डल मणि' कहा जाता है। स्कन्दपुराण में वर्णित है कि काशीस्थित चक्रपुष्करणी ही 'मणिकर्निका' नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ ने एकबार अपने सलिल रूप का परित्याग कर नारी रूप धारण कर भगवान कार्तिकेय को दर्शन दिए थे। इससे यह लक्षित होता है कि मणिकर्णिका का देवी रूप है; इसीलिए यह एक पीठस्थान है। मणिकर्णिका घाट भारत में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। राजा हरिशचन्द्र के जीवन के साथ यह स्थान जुड़ा हुआ है।

मणिकर्णिका की उत्पत्ति के विषय में काशी खण्ड के (स्कन्दपुराण) षड़विंश अध्याय में वर्णन किया गया है। यह कहानी इस प्रकार है – भगवान विष्णु ने यहाँ सुदीर्घकाल तक कठोर तपस्या की एवं उन्होंने अपने चक्र द्वारा एक रमणीय पुष्कर (तालाब)तैयार किया जिसे निज तनु के स्वेदसलिल से पूर्ण किया। तपस्पति (विष्णु) की तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर वहाँ उपस्थित हुए और विस्मय से आप्लुत हो विष्णु का निरीक्षण किया। भगवान शिव आनन्द से अपने मस्तक को डोलायमान करने लगे उसी समय उनके मणिमय कर्णभूषण वहाँ गिर गये फलस्वरूप इस स्थल का नाम पड़ा 'मणिकर्णिका'। महादेव ने विष्णु को कहा, ''हे विष्णो! तुम्हारी कठोर तपस्या से अवाक् होकर मेरा मस्तक डोलायमान हुआ। यही कारण है कि मेरे कान से यह विचित्र मणिसमूह से निर्मित कर्णभूषण यहाँ पतित हुए। इसीलिए इस स्थल का नाम है मणिकर्णिका। तुमने चक्र से यह पुष्कर निर्मित किया है, इसीलिए यह पवित्र पुष्करणी पहले से ही 'चक्रपुष्करणी' नाम से विख्यात है। लेकिन आज मेरे मणिकर्णिका के पतित होने से इसका नाम हुआ 'मणिकर्णिका'। *...क्रमश:*

–स्वामी संवेदानन्दजी

हिन्दी अनुवाद– मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आगामी अनुष्ठान सुची

होली – ५ मार्च, वृहस्पतिवार, संध्यानुष्ठान
अध्यात्मिक सभा – २२ मार्च, रविवार
अन्नपूर्णा पूजा – २७ मार्च, शुक्रवार
राम नवमी – २८ मार्च, शनिवार
प्रथम बैशाख – १५ अप्रेल, बुधवार, संध्यानुष्ठान

ऋषिरूपा गोपियों की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

बंगप्रदेश में मंगल नामक एक गोप रहते थे। वे परम श्री सम्पन्न, ज्ञान सम्पन्न एवं नौ-लक्ष गौओं के अधीश्वर थे। इनकी पाँच हजार पत्नियाँ थी। एक समय ऐसा आया जब दैववश उनका समस्त धन विनष्ट हो गया, तस्करों ने उनकी अनेक गायों का अपहरण कर लिया। इस प्रकार दैन्यता उपस्थित होने पर मंगल अत्यंत दु:खी हो गये। उसी समय श्रीरामचन्द्र से वर प्राप्त दण्डकारण्यवासी सभी ऋषियों ने स्त्रीत्व पाकर मंगल के यहाँ कन्यारूप में जन्मग्रहण किया, तब मंगल रोग-शोक से युक्त होकर दु:ख से अत्यंत दुर्दशाग्रस्त स्थिति को प्राप्त कर चुका था; विपदाग्रस्त मंगल ने अपनी कन्याओं की ओर देखते हुए कहा –''क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कौन मेरे दु:ख दूर करेगा? सम्प्रति मेरे पास ना तो श्री है, ना धन है, ना बल और न ही वंश का गौरव है। धन के अभाव में इन सभी कन्याओं का विवाह कैसे होगा? जहाँ मेरे आहार और निर्वाह का ठिकाना नहीं, वहाँ धन की उम्मीद कैसे करू? 'दैन्य दशा में कन्याओं का जन्म'–यह प्रवाद मुझ पर अकस्मात् ही चरितार्थ हो गया है। अतएव मैं किसी धनशील बलवान राजा को इन समस्त कन्याओं को अर्पण कर दूँगा।''

इसप्रकार मंगल कन्याओं को यथोचित महत्व न देते हुए दिन व्यतीत करने लगे, ऐसे समय पर मथुरा प्रदेश से जय नामक एक गोप का आगमन हुआ। वे तीर्थयात्री थे तथा अतीव बुद्धिमान विचक्षण वयोवृद्ध व्यक्ति थे। मंगल ने उनसे नन्दराज के अभूतपूर्व प्रताप और वैभव की बातें सुनी। नन्दराज के लिए उपहार स्वरूप क्या प्रेषण करेंगे यह सोचते हुए असहाय मंगल ने निरूपाय होकर अपनी कमल-लोचना कन्याओं को ही भेज दिया। नन्दराज के प्रासाद में रत्नभूषिता होकर समस्त कन्याएं गोगृह में गायों के गोमय परिष्कार हेतु नियुक्त की गई। वहाँ मनमोहक सुन्दर श्रीकृष्ण का दर्शन कर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई एवं तभी से कृष्ण प्राप्ति की वासना से वे नित्य यमुना की सेवा करने लगी। तत्पश्चात् एकबार दीर्घ-नयना श्यामलांगी कालिन्दी देवी उन्हें दर्शन देकर वरदान देने के लिए उद्यत हुई इस पर उन्होंने कहा –''ब्रजराज नन्द के पुत्र हमारे पति हो।'' देवी कालिन्दी ''तथास्तु'' कहकर उस स्थल से अन्तर्हित हो गई। वे सभी कन्याएं कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृंदावन के रासमण्डल में उपस्थित होकर अमरनारियों सहित (अर्थात् नित्य लोकवासी गोपियों के साथ) अमरराज इन्द्रदेव के सदृश उनके साथ श्रीकृष्ण रासोत्सव में रमण किया।

भगवत् लीला सम्पादन के यही महात्म्य जो त्रेतायुग के ऋषि-मुनिगण थे अवशेष में द्वापर युग में परम पुरूषोत्तम के परम सिद्ध भूमि गोलोक अथवा बैकुण्ठलोक में श्रीकृष्ण के समीप 'नित्यसिद्ध' होकर स्थान प्राप्त किया। श्रीकृष्ण के रासमण्डल में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया उन्होंने परमब्रह्म की प्रकृत देह को लब्ध कर अप्राकृत भागवतीतनु को प्राप्त किया; इन समस्त नित्य सिद्धगणों का अखण्ड योग पूर्ण हो जाता है। उपर्युक्त ऋषिगणों ने इस प्रकार भगवत्कृपा से नित्य रास मण्डल में गोपीदेह की प्राप्ति की थी। श्रीभगवान के विशेष अनुग्रह के बिना गोलोक या बैकुण्ठलोक में आश्रय नहीं मिल पाता।

('गर्गसंहिता' *से संग्रहीत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

बिज्ञप्ति

⊙ सन् २०१३-१४ वर्ष ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट (www.akhandamahapeeth.org/web/mata_trust/Report_2013_14_H.pdf) पर हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

⊙ पुस्तकालय के वार्षिक संरक्षण हेतू वर्ष २०१३ से १००/- रुपये प्रति सदस्य शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रति वर्ष जनवरी महीने में पुस्तकालय के कार्ड का नवीकरण करवाना आवश्यक है।

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे–

(२१)

एकबार रानी रासमणि ने रामकृष्णदेव से कहा – ''आपकी पूजा की विधि तो मेरी समझ से बाहर है। आपकी पूजा देखकर तो कुछ पूछने की इच्छा भी नहीं होती। इसका कारण है – आपकी अद्‌भुत पूजा, जिसे देखकर इतना तो समझ में आ ही जाता है कि उस समय आपकी सत्ता नहीं रहती। अन्य देवी-देवता आकर अपने दोनों हाथों से आपके सिर पर फूल चढ़ाते हैं। दोनों हाथ तब काली माँ और आपका सिर शिव हो जाता है। मैं कैसे-कैसे अद्‌भुत दृश्य देखती हूँ, वे मुझे भी समझ नहीं आते। स्पष्ट रूप से देखती हूँ माँ गौरी स्वयं शिव की पूजा करने आई हैं। ये सब देखते-देखते स्वयं को भी भूल जाती हूँ। फिर होश आने पर चौककर देखती हूँ कि सिर्फ आप ही वहाँ मौजुद हैं।''

रामकृष्णदेव मुस्कुराते हुए आँखें पोंछकर बोले – ''इसीलिए माँ मुझे तुम्हारे पास लाई हैं। माँ जड़ को पकड़कर काम करवाती हैं फिर डाल और पत्ते किधर गिर रहे हैं, उस ओर माँ ध्यान भी नहीं देतीं। तुम भी तो एक देवी मूर्ति ही हो। सारदा से भी मैंने यही कहा कि ऐसी सत् ब्राह्मणी होने के उपरान्त भी रानी माँ ने मुझे क्यों पुरोहित रखकर पूजा की व्यवस्था की है? माँ की लीला अपरम्पार है।''

रानी रासमणि ने कहा – ''आँखों से जो देखती हूँ, वही शायद आपको कह देती हूँ तथा फिर यह भी सोचती हूँ कि शायद यह मेरे मन का भ्रम है।''

रामकृष्णदेव ने कहा, ''मनुष्य कुछ भी गलत नहीं देखता। जो कुछ भी नया देखता है उसे वह स्वप्न मानने लगता है। जैसे-अति अल्पायु में जिन कन्याओं के विवाह होते हैं वे चिरकाल ससुराल में ही वास करती हैं और मायके की बात भी भूल जाती हैं। हो सकता है कभी शिव को न देखा हो, दुर्गा को भी न देखा हो किन्तु अभी तुम मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य के भीतर शिव-दुर्गा कैसे देख रही हो? उनके नाम भी कैसे मन में आ रहे हैं? व्यक्ति के मन में जो अंकित होता है वही वह देख सकता है और वही पढ़ सकता है।''

रानी रासमणि ने प्रश्न किया – ''आपकी बातों से असहमत होऊँ ऐसी शक्ति मेरे अन्दर नहीं है, फिर भी लगता है शायद आपकी बात में कुछ भ्रान्ति है क्यों कि उत्सवादि का पहनावा और खानपान हमें रोज नहीं मिलता अत: साधारण अवस्था में रहकर हम वह सब भूल जाते हैं।''

रामकृष्णदेव ने कहा – ''हाँ, संभालकर रखी पुरानी वस्तु को व्यवहार करते-करते नूतन-पूरातन सब एक हो जाता है, सही समय न आने पर विवाह-जनेऊ संस्कारादि नहीं होते।''

ठीक इसी समय श्री माँ ने आकर पूछा – ''नरेन कक्ष में प्रतीक्षा कर रहा है, उसे क्या यहाँ बुला लूँ? म़ाँ की पुकार पर सभी सन्तानों को यहाँ आना पड़ता है फिर भी रानी माँ से एकबार पूछ लो।''

रानी रासमणि ने उत्तर दिया – ''मन्दिर के मालिक आप हो अत: यहाँ मेरा हुक्म तो चलेगा नहीं। कर्ता के आदेश से बाहर के लोग अगर अन्दर घर में आये तो घर के लोगों का कोई हुक्म नहीं चलता। इसीलिए कहती हूँ – मेरा हुक्म लेने से यहाँ मुझे लज्जित करना कहा जायेगा।''

श्री माँ मुस्कुराते हुए नरेन को बुलाने के लिए जाते-जाते कहने लगीं – ''अगर आप ऐसी नहीं होती तो क्या आप रानी माँ होती?'' रामकृष्णदेव बोले – ''अगर गिरीश आया हो तो उसे भी बुला लो।''

श्रीमाँ बोली, ''वो तो आपके कक्ष में कभी जाता नहीं है। आप वहाँ रहते हैं तभी जाता है अन्यथा बाहर से ही खबर लेकर बैठकखाने में ही प्रतीक्षा करता है। फिर भी मैं देखती हूँ, अगर आया हो तो भिजवा देती हूँ।''

रानी रासमणि हँसकर बोली – ''और कोई आये या नहीं, आप जरूर आ जाना।''

श्री माँ बोली – ''नैवेद्य का काम समाप्त करके ही मैं आ रही हूँ, आप चले मत जाना।''

थोड़ी ही देर में नरेन हाजिर हुआ रामकृष्णदेव को प्रणाम कर रानी माँ की ओर अग्रसर होते हुए कहने लगा– ''आपको प्रणाम निवेदन करने का कभी सुयोग नहीं मिला,

अगर आप अनुमति दे तो आपकी चरणरज ले लूँ!''

रानी माँ ने उत्तर दिया, ''कालीमन्दिर में आकर भक्तगण सिर्फ माँ को ही प्रणाम करते हैं, उनके पास आये हुए लोगों को कोई प्रणाम नहीं करते। माँ को प्रणाम करने से ही सबको प्रणाम करना हो जाता है।''

रामकृष्णदेव ने कहा, ''नहीं, यह कहना ठीक नहीं होगा। सिर्फ माँ की पूजा करने से नहीं होता। यहाँ तक कि पंचोपचार की पूजा में भी पाँच देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, अन्यथा पूजा मान्य नहीं होती।''

उत्सव में या सभा-समिति में सिर्फ ब्राह्मणेभ्यो: नम: कहने से ही चल जाता है किसी के पाँव छूने की आवश्यकता नहीं होती।'' रानी रासमणि ने कहा - ''यह बात भी ठीक है - अन्तर की खबर या नाम-धाम जब नहीं मिलता तब सभी को ब्राह्मण कहकर या सकल को इस एक ब्रह्म की उत्पति मानकर पूजा एवं प्रणाम करना पड़ाता है।''

नरेन ने उत्तर दिया - ''अन्तर का रहस्य समझ नहीं आता पाषाण प्रतिमा में देवता हैं, जगत् की उत्पत्ति उस एक ब्रह्म से ही है, यह सब वेद-वेदान्त में लिखा है किन्तु यह धारणा से बाहर है। फिर यह भी लिखा है कि एक में ही अनन्त है, मैं इसीलिए इस जीवन्त एक देवता की पूजा करता हूँ। कलकत्ते की गंगा में यदि गंगोत्री का जल या समुद्र का जल भी पाया जाय तो हरिद्वार जाने की क्या आवश्यकता है? फिर पुरी जाकर जगन्नाथ या समुद्र स्नान की क्या उपकारिता है? यह सबकुछ समझ में नहीं आता।''

रामकृष्णदेव हँसकर कहने लगे - ''जब जिस चीज का समय आयेगा, माँ वह स्वयं ही करवा लेंगी। जंगल जमीन पड़े रहने की चीज नहीं, वर्षा होते ही कृषक उसकी व्यवस्था करते हैं। जगत् में कुछ भी पड़ा नहीं रहता। घर की गृहिणी छोटी-मोटी जरूरत की सभी चीजें उठाकर ताक पर रखती है। काम होने से नीचे उतारकर, काम करके फिर ताक पर रख देती है। जो छोटी तुलसी के गुण हैं वही बड़ी तुलसी के भी हैं। सभी नारायण सेवा के कार्य में ही लगती है।''

मथुरबाबु ने पूछा - ''मनुष्य यदि तस्वीर की पूजा या पाषाण के देवी-देवता की पुजा न कर जीवन्त गुरुरूपी मनुष्य की पूजा कर सके, आपकी तरह सबसे प्रेम कर सके तो शायद संसार में अशान्ति की सृष्टि ही नहीं होती मामले-मुकदमें में लोग नहीं उलझते।''

रामकृष्णदेव बोले, ''घर की खबर जाने बिना बाहर की खबर कैसे पाओगे? माँ के पास न जाने से, तुमभी उसी एक माँ की सन्तान हो, यह कैसे जान पाओगे? पाषाण प्रतिमा पत्थर के देवता नहीं, यह पाषाण पूजा न करने पर कैसे जान पाओगे? शरीर की आधि-व्याधि जाने बिना डॉक्टर वैद्य कैसे तैयार होगे? रानी माँ के साथ मेल-जोल न करने से उनका आचार-व्यवहार कैसे समझ में आयेगा? पाषाण प्रतिमा पाषाण नहीं है यह पूजा या ध्यान से ही पता चल पायेगा। जड़ की पूजा न करने पर्यन्त जीव की पूजा नहीं की जा सकती। प्राचीन ऋषि-मुनिगण इसीलिए वन में जाकर आश्रम बनाते थे।''

(उपरोक्त वर्णित दिव्य दर्शन का विषय अनेक लोगों को अविश्वसनीय प्रतीत होगा। किन्तु माननीय पाठकगणों की जानकारी हेतु बता रही हूँ कि जब कोई महात्मा दिव्य दर्शन में भगवत् लीला का दर्शन करते हैं उस समय जो समस्त लीलाएँ दिव्य रूप में लीलायित हुई है वह सब महात्मा के चित्त दर्पण में दिव्यानुशासन में ही उद्भासित होती हैं। दिव्य-चेतना कालचक्र के बाहर अवस्थान करती है। जिसके फलस्वरूप भगवत लीला विषयक दिव्य में प्रतिष्ठित घटनाएँ जब किसी के चित्त-दर्पण में उद्भासित होती हैं, तब काल चक्र में अनुष्ठित विभिन्न समय की घटनाओं की झाँकी क्रमानुयायी प्रकटित होने लगती है। महात्मा दिव्यभाव में और निर्विकार चित्त से उनका दर्शन करते जाते है केवल। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में भी उपरोक्त सारी घटनाएँ दिव्य रूप में विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर के समक्ष उद्भासित हुई थी। जैसे यह सत्य है वैसे ही इन सब से यह समझा जा सकता है कि रामकृष्ण की समस्त लीलाएँ भगवत लीला थी। जितने भी महात्मा दिव्य चेतना में प्रतिष्ठित होते हैं उनके अंतर में ही इसकी सत्यता का बोधगम्य होना संभव है। अत: रामकृष्ण लीला के भगवत्ता विषय को सहज रूप से अनुधावन किया जा सकता है। पाठक गणों से अनुरोध है कि विश्वास-भक्ति और सहज-सरलता से इस लीला माधुर्य का रसपान करेंगे। विचार-तर्क के जाल से भगवान के दिव्य जगत् में कही भी कुछ संधान पाना संभव नहीं है। –श्रीश्रीमाँ सर्वाणी) *...क्रमश:*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

गुरुवचन

सद्गुरु माँ के चरणों में शत्-शत् वन्दन। आपके पावन जन्मदिवस पर आपके वचनों को अपने शब्दों में लिखने का मैंने प्रयास किया है, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना करती हूँ –

गुरु आनन्द का दरिया है, गुरु करुणा का सागर है,
अवगाहन इसमें कर पाये, कितनों को सौभाग्य मिला है!

गुरु कहते हैं बच्चे! अपनी अन्तर्दृष्टि से देखो,
श्वासो का अनमोल खजाना, नहीं व्यर्थ में इसे लुटाना!

गुरु कहते हैं बच्चे! अन्तर का हाहाकार सुनो,
अंश अंशी से मिलना चाहे, अनाहत का स्वर सुना करो!

गुरु कहते हैं बच्चे! साधन रस पीलो!
नाना व्यंजन से बढ़े पिपाशा, अमृत का संधान करो!

गुरु कहते हैं बच्चे! मृत्यु का भय छोड़ो,
तुम आत्मा हो देह नहीं हो, अजर-अमर-अविनाशी हो!

गुरु कहते हैं बच्चे! अन्तर के पट खोलो,
अन्तर के पथ में मैं मिलता, बाहर मुझको मत खोजो!

गुरु कहते हैं बच्चे! इधर-उधर मत फिरा करो,
तेरे अन्दर षट्-तीरथ हैं, प्राणायाम से चला करो!

गुरु कहते हैं बच्चे! जागो हुआ सवेरा,
अपने को तुम जानो, क्या है अस्तित्व तुम्हारा!

गुरु कहते हैं बच्चे! परमधाम मैं दिखलाऊँगा,
परमात्मा से मिलवाऊँगा, सब अपराध क्षमा कर दूँगा,
पर कुछ आगे तो कदम बढ़ाओ!

जन्म दिवस पर शत् शत् प्रणाम

–मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

उन्मेष

(९)

श्रीश्रीमाँ द्वारा सत्संग – श्रीपंचमी-सरस्वती पूजा (२९/१/२००९)

श्रीश्रीमाँ के मुखारबिन्द से –

आज ऋषि अनिर्वाणजी के एकनिष्ठ भक्त के गृह में आयी हूँ। घर का नाम है 'ऋतम्'। मैंने ऐसा सुना है कि ऋषि अनिर्वाणजी ने अपनी स्थूल देह का त्याग इसी गृह में किया था। उनके आवास स्थल में देवी सरस्वती की नवीन प्रकार के विग्रह की तस्वीर देखी। श्रीगौतम घर्मपाल महाशय ने स्वप्नाविष्ट अवस्था में देवी के इस रूप का दर्शन किया था। वैदिक मत से उन्होंने देवी की पूजा की। देवी की छवि देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि वे नारायणी रूपा वाक्देवी है। उनके निवासस्थल से जब मैं लौट रही थी तभी हमारे देहाभ्यंतरस्थ जिन समस्त चक्रों में वाक्रूपी देवी का अवस्थान है, उनका एक चित्र मानसपटल पर उद्भासित हो उठा। गाड़ी चल रही है – किन्तु उसी अन्तराल में कुछ क्षणों के लिए मैं निज आत्मसत्ता में समाहित हो गयी थी। देवी सरस्वती के कुछ रूप मेरे कूटस्थ गगन मण्डल में उद्भासित हो उठे। भर्गदेवी – मूलावस्था में गायत्री, परावस्था में वाक्देवी – शैव्या (महा सरस्वती), आज्ञाचक्र में ज्ञानदात्री मोक्षदा, विशुद्ध में वरदा, अनाहत में सारदा, हृदपदम् में सावित्री, मणिपुर में ब्रह्माणी, स्वाधिष्ठान में सरस्वती, मूलाधार में भारती। प्रत्येक चक्र में चेतना के क्रमानुयायी जिस प्रकार ओंकार रूपी वाक् का स्फूरण हुआ है, ठीक उसी प्रकार चक्रदलों की पंखुडी में अक्षरों के समन्वय एवं संमिश्रण से योगियों के अभ्यंतर में कूटस्थ के आकाश में वाक्देवी का रूप प्रकाशित होता है। योगीसाधक के अन्तर में तत्त्वगत भाव से दैवीरूप के प्रकाश में चेतना के प्रत्येक स्तर में क्रमानुसार ज्ञान का विकास होता है।

युगयुगान्तर से ब्रह्मज्ञ ऋषि-मुनि, साधुसन्तगण, महात्मा बारंबार अपनी गुप्त एव निभृत साधना की भूमि से उतरकर जन-साधारण के मध्य में आते है एवं अपनी शाश्वत साधना की धारा एवं महिमा से सर्वसाधारण को अवगत करवाते हैं।

– क्योंकि, मानव का कल्याण साधन ही उनकी एकमात्र चिन्तन रहता है। इस क्षेत्र में मानवात्मा की आध्यात्मिक उन्नति और विकास ही मूल है। जागतिक अनित्य भोग सुख की असारता, त्याग एवं संयम की महिमा को मनुष्य महात्माओं के संस्पर्शलाभ से ही बोधगम्य कर सकता है। महामानव के सान्निध्य से मनुष्य को शाश्वत सत्यरूप महाबल की प्राप्ति होती है एवं उनके संग के फलस्वरूप ही मनुष्य का मोक्षमार्ग का पथ उन्मुक्त होता है। यथार्थ में जो धर्म का अनुसरण करते हैं, उनकी दृष्टि अन्तर्मुखी हो जाती है तथा अन्तर में धर्मराज्य का विस्तार करते–करते ही मनुष्य को आत्मराज्य का संधान मिल जाता है। इस उपलब्धि हेतु सद्गुरु की परम आवश्यकता होती है ऐसा मैं मानती हूँ। बहु जन्मों की सुकृति से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु शिष्य की कुलकुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करते हैं। योगसिद्ध या पूर्णसिद्ध समस्त महात्मा सद्गुरु होकर नहीं आते। सद्गुरु समस्त नित्यसिद्ध महात्माओं द्वारा निर्वाचित होकर अवतीर्ण होते है। अतएव सद्गुरु सिद्धपुरुष की अपेक्षा अत्यंत शक्तिमान होते है। एकमात्र सद्गुरु ही मोक्ष पथ का निर्देशन कर सकते है। यही कारण है कि शास्त्रों में सद्गुरु को साक्षात् भगवान का अवतार बोला गया है। सद्गुरु भगवत् पद पर नित्ययुक्तावस्था में अवस्थान करते हैं। इसीलिए महाइच्छा की इच्छा ही सद्गुरु के मध्य से प्रकाशित होती है। यही कारण है सद्गुरु को महाज्ञान का अवतार माना जाता है।

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(५)

काशीक्षेत्रे निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम्।
गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितम्।।१८

गुरोः काशीक्षेत्रे निवासः, जाह्नवी च गुरोचरणोदकं, गुरुः साक्षात् (प्रत्यक्षं) विश्वेश्वरः, गुरुरेव निश्चितं तारकब्रह्म।।१८

श्रीगुरु की काशीक्षेत्र में (आज्ञाचक्र, यहाँ गुरु प्रकाश रूप में दृश्यमान होते हैं इसलिए इसका नाम काशीक्षेत्र है) वासभूमि होती है; जाह्नवी का प्रवाह उनके चरण सम्भूत है; इस काशीक्षेत्र में गुरु प्रत्यक्षरूप में विश्व के ईश्वर कहकर दृश्यमान होते हैं (वहाँ जाने पर विश्व की उत्पति का हेतु निर्देशित होता है); वे ही निश्चित तारकब्रह्म (अर्थात् उनके निकट में जाने पर इस संसार–बंधन से उत्तीर्ण हुआ जा सकता है।) ।१८

जाह्नवी का दूसरा नाम गंगा है, ये ज्ञान गंगा कहकर कथित होती हैं एवं दूसरे रूप में ये संसार स्रोत की अधिष्ठात्रीदेवी माया स्वरूपा कहकर कथित हैं। जो व्यक्ति ज्ञानस्वरूप कूटस्थब्रह्म के प्रति लक्ष्य करते हुए गृहस्थी के कर्मादि सम्पन्न करता है, वह ज्ञान भ्रष्ट नहीं है, इसलिए वह है ज्ञानगंगा, एवं जो व्यक्ति इस संसार–विषय को माया की दृष्टि से देखता है, वह माया के स्रोत में भासित हो कर चल रहा है एवं मोह समुद्र में पड़कर बरबाद हो रहा है। इस प्रकार मायिक स्रोत में पड़कर जह्नु मुनि के यज्ञोपकण समुहादि भासित होते जा रहे थे, अर्थात् यज्ञकार्य में बाधा स्वरूप होकर ब्रह्मध्यान से उनको विच्छिन्न कर रहे थे, अतएव उन्होंने समस्त गंगोदक पान कर लिया, अर्थात् यज्ञावशेष भोजन कर सनातन ब्रह्म में विश्राम लिया। (गीता ४र्थ अः, ३० श्लोक देखो –'यज्ञशिष्टामृत–भूजो यान्ति ब्रह्मसनातनम्') – अर्थात् क्रिया की परावस्था में पहुँचकर उस स्थिति को प्राप्त किया। तब मन के लय हेतु सृष्टि का भी लय हो गया; अतएव गंगा का प्रवाह भी लुप्त हो गया। –(गीता अः ४, ३३ श्लोक देखो)। परन्तु प्रकृति का नाश नहीं होता, यह ही शास्त्र–कथा है, कारण इसकी अनादिकाल से ही स्थिति रही है। अतएव जह्नुमुनि की देह से गंगा की पुनरुत्पत्ति हुई एवं पुनः वह प्रवाहमान हो बहने लगी, अर्थात् क्रिया की परावस्था की परावस्था में पुनराय समस्त अनुभूतियाँ ज्ञान के प्रकाश में प्रकटित हो पाई।

शिरः पादांकितं कृत्वा गयासुरोहक्षयो वटः।
तीर्थराजः प्रयागोहसौ गुरुमूर्तौ नमो नमः।।१९

शिरः पादांकित कृत्वा अक्षयः वटः गयासुरः इव निष्ठेत्। असौ गुरुः तीर्थराजः (सर्वतीर्थाणां राजा) प्रयागः; (रूपवर्जितत्वात् तस्य पदमेव प्रकाशमाना तस्य मूर्तिरिव कथ्यते) (तस्याम्) गुरुमूर्तौ नमो नमः (भूयोभूयः नमस्कारं कुर्यात्।।१९

वटवृक्ष के मूल से स्वतंत्र वृक्ष का आविर्भाव नहीं होता है परन्तु मूल वृक्ष के अंग से नम्र शाखाएं निर्गत होकर स्वतंत्र रूप में तलभूमि का अधिकार प्राप्त करती है। विष्णुभक्त पुरुष का यह वटवृक्ष ही निदर्शण स्वरूप है। वे सर्वप्रकार काम्यवस्तु के सम्पर्क में आने से भी उसके मूल को (अर्थात्, मन को) कामना का संसार अधिकृत नहीं कर पाता एवं संस्कार द्वारा दूषित नहीं है इसलिए मूल वृक्ष का कोई अनिष्ट साधित नहीं होता। कामना पृथ्वीजात काम्यवस्तु में उपनीत होते हुए लयप्राप्त होती है एवं उस व्यक्ति को अपने अधिकार में नहीं कर पाती (गीता अः २ , ३७ श्लोक देखो)। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को गयासुर कहा जाता है; वह वटवृक्ष की तरह अचल व अटल भाव में रहता है एवं मस्तक में अंकित विष्णुपद को शिर पर रखते हुए तद्ध्यान में सर्वदा अवस्थान करते है। पदस्पर्श कर रही है इसलिए वृक्ष का अनिष्ट नहीं है एवं जो व्यक्ति इस विष्णुपद पर भक्ति पूर्वक जल प्रदान करते है, अर्थात् जो सर्वदा इस पद के ध्यान में रत रहता है, उसका क्षय नहीं है इसीलिए वह अक्षय-वटवृक्ष-स्वरूप हैं। यह विष्णुपद ही परमतीर्थ है, यही प्रयाग भूमि है, अर्थात् वहाँ रहने पर संसार के अधिकार से निष्कृतिलाभ होती है, पदस्वरूप तद्रूप गुरुमूर्ति को बारंबार नमस्कार करोगे, अर्थात् उसमें आत्म समर्पण करोगे।

गुरुमूर्ति – कूटस्थब्रह्म का प्रकाशित रूप ही गुरुपद, इसमें ब्रह्म की अवस्थिति है इस कारण यह गुरुपद है। गुरु दृष्टिगोचर नहीं हो पाता इसलिए गुरुपद ही (कूटस्थ ब्रह्म का दृष्टिगोचर रूप है) अन्धे जीवों की पूजा व उपासना का विषय ही है, वह गुरुमूर्ति (ईशोपनिषत् १५ श्लोक देखो)।।१९

गुरुमूर्तिं स्मरेन्नित्यं गुरुनाम सदा जपेत्।
गुरोराज्ञां प्रकुर्व्वीत गुरोरण्यं न भावयेत्।।२०

गुरोमूर्तिं नित्यं स्मरेत्, गुरोर्नाम सदा जपेत्। गुरोराज्ञां प्रकुर्व्वीत *(आज्ञानुसारेण कार्यं कुर्य्यात्),* गुरोरण्यं न भावयेत्।।२०

गुरुमूर्ति सदा स्मरण में रखना चाहिए (अर्थात् तदीय ध्यान में सर्वदा रहना होगा), सदा गुरुनाम जप करना चाहिए (ॐकार रूप नाम -'तस्य वाचकः प्रणवः' - पातंजल) गुरु के आज्ञानुसार समस्त कर्मादि करने चाहिए (निज चिन्तन द्वारा गुरोपदिष्ट कर्म सम्पादन करने के लिए विचार नहीं करोगे, परन्तु गुरु प्रत्यादेश पर समस्त कर्मादि करने चाहिए) एवं गुरु बिना अन्य विषय की भावना नहीं करनी चाहिए (अर्थात् वाह्य चिन्तन वर्जित होकर सदा गुरु संग में रहना उचित है)।।२० *...क्रमशः*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

आश्रम समाचार

२४ सितम्बर से ३ अक्टूबर – यह आश्रम की २३वीं नवरात्रि पूजा थी। नित्य पूजा, यज्ञ और भोग-प्रसाद वितरण का आयोजन बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। पंचमी के दिन सुबह से ही श्रीश्रीमाँ के कर-कमलों से पाँच सौ से अधिक ग्रामवासियों को वस्त्र वितरण किए गए, स्वामी संवेदानंदजी भी श्रीश्रीमाँ के साथ में थे। वस्त्र के साथ मिठाई एवं बिस्कुट के पैकेट भी प्रदान किए गये। इस दिन संध्या में मन्दिर परिसर में नन्हीं बालिकाओं ने अपने नृत्य द्वारा बालसुलभ भाव-भंगिमाओं से हम सभी का मन मोह लिया। उन नहें कलाकारों के नाम है - अद्रिका मजूमदार, अशोका बासू और श्रद्धा दासगुप्त। इसके पश्चात् पण्डित श्रीगिरिधारी नायक के 'उड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों द्वारा एक मनोरम नृत्यानुष्ठान प्रस्तुत किया गया। इस दिन सौभाग्यवश श्रीगोविन्ददास उदासी बाबा और पुष्कर निवासी टाटबाबा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद मिल सका। हिरण्यगर्भ की पूववर्ती संख्या, 'बोधोदय' पुस्तक का हिन्दी अनुवाद और दो भजनों की सी.डी इसी दिन प्रकाशित हुई। षष्ठी की संध्या में श्रीगौतम धर्मपालजी आश्रम में श्रीश्रीमाँ के पावन सान्निध्य एवं दर्शन हेतु पधारे। सप्तमी के दिन हमारे आश्रम परिसर में चुचुड़ा के दण्डीस्वामी श्रीनित्यबोध आश्रमजी आए इसी दिन संध्या में हमारी गुरु भगिनियों श्रीमती अदिति मुखर्जी और श्रीमती

रत्ना बसुरॉय ने श्रुतिमधुर भजन-संगीत का परिवेशन किया एवं श्रीश्रीमाँ के पूत सान्निध्य में भक्तगण आनन्द से सराबोर हो उठे। महाष्टमी तिथि के अवसर पर श्रीश्रीश्यामाचरण लाहिड़ीबाबा के तिरोधान तिथि के उपलक्ष्य पर भण्डारा का आयोजन किया गया। नवमी के दिन समागत अनेक भक्तों के मध्य श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद वितरण किया गया। अष्टमी और नवमी की संध्या में गुरुभ्राता और गुरुभगिनियों ने अपूर्व भजनों के अनुष्ठान का परिवेशन किया। नवरात्रि के विभिन्न कार्यव्यस्तताओं के मध्य देवीपक्ष के दिन अतिवाहित हुए।

७ अक्टूबर – श्रीश्रीकोजागरी पूर्णिमा की अर्द्धरात्रि में श्रीयज्ञनारायणदा के पौरोहित्य में श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजी की आराधना और यज्ञ बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुए।

१९ अक्टूबर – इस दिन सुबह १० बजे से ही श्रीश्रीमाँ और संवेदानंदजी ने अगणित दरिद्र ग्रामवासियों के मध्य वस्त्रादि वितरित किए। वस्त्र के साथ प्रत्येक को मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किये गये।

२३ अक्टूबर – दीपावली की संध्या में सजी दीपमालाएं हमें अपने जीवन से अज्ञान दूर कर ज्ञान के आलोक को फैलाने का संदेश देती है। हमारे आश्रम में भी मोमबत्तीयों से निर्मित द्वादश ज्योतिर्लिंग जगमगाते हुए अत्यंत भव्य लग रहे थे और बाबाजी महाराज के कक्ष में बनी रंगोली बहुत ही आकर्षक थी। अमानिशा की मध्यरात्रि में श्रीश्रीमाँ ने अपने ही आश्रम में प्रतिष्ठित देवी तारकालिका की पूजा की।

६ नवम्बर – रासपूर्णिमा के दिन श्रीश्रीराधामाधव को दोपहर में भोग निवेदन और प्रसाद वितरण हुआ। संध्या में श्रीश्रीमाँ ने एक सुन्दर गुरुतत्त्व विषयक भजन गीति की प्रस्तुति श्रीनानकजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर की। उसके पश्चात् रासतत्त्व संबंधित आलोचना मूलक अपूर्व भजनों का गीति परिवेशन किया श्रीश्रीमाँ ने एवं उनके साथ हमारे गुरुभाई-बहिनों ने भी संगत की। इस दिन श्रीश्रीमाँ द्वारा रचित 'साधु सीताराम श्रीश्रीअन्धबाबा के प्रसंग पर' पुस्तक प्रकाशित हुई।

२३ नवम्बर – इस दिन अखण्ड महापीठ माता सर्वाणी ट्रस्ट की वार्षिक आम सभा अनुष्ठित हुई। मीटिंग की रिपोर्ट इस संख्या के अंग्रेजी और बंगला विभाग में प्रकाशित है। हिन्दी रिपोर्ट वैबसाईट पर उपलब्ध होगी।

२९-३० नवम्बर – २९ नवम्बर अखण्ड महापीठ के भक्तनिवास और अन्नपूर्णाक्षेत्र में मन्दिर प्रतिष्ठा दिवस पर प्रात:काल की मंगल बेला में पूजा और प्रसाद वितरण किया गया। कुमारी भोजन में श्रीश्रीमाँ ने बच्चों को अपने निज-करों से प्रसाद वितरण किया। संध्या में भजन-संध्या का आयोजन भी अन्नपूर्णाक्षेत्र में ही किया गया। ३० नवम्बर में प्रात:काल 'श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजी' देव की पूजार्च्चना और भोगप्रसाद विरतण संपन्न हुआ।

४ दिसम्बर – कुछ भक्तों के साथ श्रीश्रीमाँ चुँचुँड़ास्थित श्रीश्रीनित्यबोधाश्रमजी के आश्रम में पधारी। वहाँ आयोजित यज्ञानुष्ठान के प्रसाद ग्रहणोपरान्त सत्संग में कुछ समय अतिवाहित कर पुन: अपने आश्रम लौट आयी।

७ दिसम्बर – इस दिन प्रात:काल श्रीश्रीमाँ एवं संवेदानंदजी द्वारा ग्रामवासियों को कम्बल तथा शीतवस्त्र साथ में मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किए गये।

१३ दिसम्बर – अखण्ड महापीठ के प्रांगण में श्रीश्रीमाँसारदादेवी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर होटोर की महिला और शिशु आश्रम की छात्राओं ने श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया।

१५-२० दिसम्बर – श्रीश्रीमाँ वाराणसी आश्रम परिदर्शन हेतु गईं। इस समय श्रीश्रीविश्वनाथ मंदिर, श्रीश्रीअन्नपूर्णा मंदिर, श्रीसन्तआश्रम और विन्ध्याचल के कई विशिष्ट स्थानों का परिभ्रमण किया श्रीश्रीमाँ ने। १६ दिसम्बर को श्रीश्रीमाँ हंसबाबा के आश्रम में गईं। वहाँपर श्रीश्रीहंसबाबा की कृपा से श्रीश्रीमाँ सहित भक्तोंगणों ने एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक सत्संग का आनन्द उठाया। १८ दिसम्बर को श्रीश्रीमाँ ने श्रीश्री शोभा माँ के सन्त-आश्रम जाने का कार्यक्रम बनाया। वहाँ की वर्तमान महंत शिवाणी माँ, मीरा माँ और अन्य ब्रह्मचारिणिओं के साथ श्रीश्रीमाँ का साक्षात्कार हुआ। अगले दिन वे राजघाटस्थित सन्त रुईदास के आश्रम में गईं। १९ दिसम्बर को श्रीश्रीमाँ सन्त कीनारामबाबा के आश्रम पहुँची। पर्यटन के अन्तिम दिन (२० दिसम्बर) श्रीश्रीमाँ ने तपोभूमि बोध-गया का परिदर्शन किया।

२५ दिसम्बर – इस दिन संध्या में आध्यात्मिक सभा के चतुर्दश पर्व पर श्रीश्रीमाँ के संतान श्रीपार्थ प्रतिम चक्रवर्ती, (Director, Kharaghpur IIT) ने 'उपनिषद प्रसंग' पर अपने वक्तव्य रखें।

Creator's Inseparable Shadow

It is usually past midnight when Sree Sree Maa is able to complete her evening schedule. She then takes her only full meal of the day after which she goes to her top floor room in the Ashram. Here she spends some time, which can range from a couple of hours to the rest of the night, engaged in reading or writing, following which she remains absorbed in deep meditation till late morning. The post-midnight journey from the ground floor to the second floor follows a pattern with the set of people gathered around in the entourage changing as she ascends. She sometimes halts for a while in the ground floor 'darshan room' to interact with us, but not always. However, on reaching the first floor, she almost always sits on the sofa located next to Swami Sanvedananda's (our Sanved-da) room, on the pretext of taking a little rest before the next ascent. The midnight discussions that take place here cover a variety of spiritual topics and often end up in Maa revealing personal glimpses of her life. On one such occasion, as she sat down, Sanved-da came out of his room and initiated the discussion by playfully grumbling that he desires to go to our Dadu's cave in Vyaspeeth to perform sadhana and complained that Maa is not making suitable arrangements for the same. We lovingly refer to Sri Sri Nanga Baba as 'Dadu' or grandfather and as we shall see later there is a special reason for it, not only because he is a grand old saint. Sree Sree Maa immediately replied, "No chance. You all are not prepared for the life there. Moreover you will not get your desired delicacies to eat every day. Did you not read about Sri Sri Baba's arduous life in the Himalayas? You all will come back running in one day." We had a good laugh and continued the light banteron possibilities of our visit to Nanga Baba's fabled Vyaspeeth Yogashram. After a while, as it happens during such discussions, Sree Sree Maa began to recollect her interactions with Sri Sri Nanga Baba.

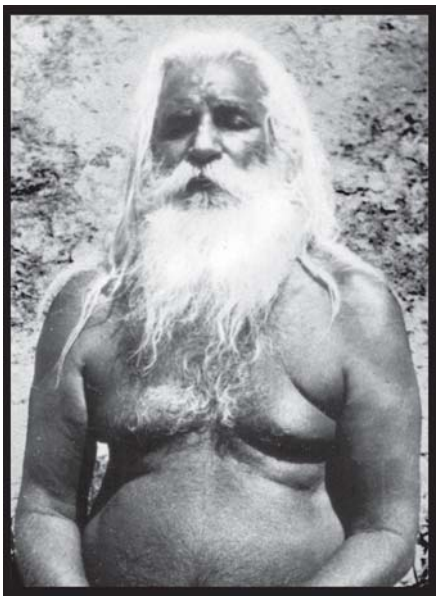

Sri Sri Nanga Baba

"I first heard about him from my revered Gurudeva, Sri Sri (Saroj) Baba, who regaled us with enchanting tales of his (Saroj Baba's) life in the Himalayas under the tutelage of his great Guru, Sri Sri Nanga Baba. Engrossed and spellbound, I would wonder whether I would be fortunate to receive the darshan of this divine saint. During my Kriya initiation, Sri Sri Baba mentioned, 'Nanga Baba is delighted that you are receiving Brahmavidya diksha today. I am going to give you back your possessions.' That Sri Nanga Baba is happy at my diksha ushered within me an inexpressible joy. I wondered – 'This great mahatma spends all his time submerged in the divine realms of the supreme divine and has become one with it. Does he really care so much about an insignificant person like me?' When I asked Sri Sri Baba, he remarked, 'When you were

about four or five years old, my Gurudeva showed me your image in my mind's eye. It was just like that photo of yours'. Sri Sri Baba pointed to a childhood photo of mine that was framed in my house. Each such remark about Nanga Baba's connection with me surprised me and left me grateful and blissfully elated, encouraging me deeper into sadhana.

Within three years of receiving diksha of the sacred science, I heard that on the day of Buddha Purnima, Nanga Baba had entered his cave for kaya-kalpa or physical rejuvenation.The subsequent full moon of Guru Purnima was memorable. In the middle of the night my sadhana was interrupted by a sky-piercing sound of conch shell. The volume rapidly increased as if it was approaching me and soon from the reverberating sound that had reached very near me, a halo of light emerged. From within it a sky-clad, illuminated form of a mahatma appeared. My soul being told me – 'Nanga Baba'. The light emanating from his body gave me a clear view of this great soul. His soft new skin (attained through kaya kalpa) was pink and transparent with the arteries, veins and nerves clearly visible. Bits of hair had just sprouted on his head. I gazed at him dumbfounded. I performed pranam and said, 'You have reappeared in this new form that is one with the Divine Lord and thus we shall call you Divyanath.' What a wonderfully pleased smile he gave! After blessing me he vanished.

As Nanga Baba disappeared, my physical sense returned. I lay on my bed, astounded and confused, yet with a limitless feeling of wondrous joy. Multitudes of thoughts sprang within me. Who is this great soul, one who knows me from my very birth? What great deed have I accomplished to receive the divine darshan of this mighty saint, my Paramguru? I resolved that I must get to the roots to know who I am and what my relationship with him is. Else life will flitter away meaninglessly. From within, a silent cry of prayer began – 'O God, please bless me with enlightenment, divine knowledge, pure bhakti and give me shelter in your hallowed realms'. From the depths of my heart reverberated the eternal mantra – 'Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haraye Paramatmane, Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namah'. Night passed and sparks of daylight emerged. In the morning Sri Sri Saroj Baba came to my house. Finding an opportune moment, I described the incident of the previous night to him. He remarked, 'I am aware of everything. See, his partiality – after three months, when he emerged from his cave, he came directly to you to give his rare blessed first darshan – while I am the one who has performed his devoted seva for years together as a dedicated servant'. I was taken aback to know that I was considered deserving for this first divine appearance after his recent kaya kalpa.

These thoughts engulfed me at night during sadhana. Suddenly my breath became still. A divine voice spoke in Hindi – 'Arre beti, tu manan kar. Sab Ram jane'. (Meaning – 'O daughter, meditate thoughtfully, Ram – the soul – knows everything'.) As soon as the voice subsided, the first thought wave that came up within was – 'Who was the father of Kapil Muni?' Along with the name of 'Kapil Muni' the image of Mahavatar Babaji Maharaj manifested in my mind. 'Then is Nanga Baba, Kapil Muni's father?' As soon as this thought flashed, the inner sky rumbled with the words 'Han Han Han. Beti tu manan kar' meaning, 'Yes Yes Yes, my daughter, you meditate further.' Again everything became silent. I do not know when deep sleep overcame me. Later I recounted this to Sri

Sri Baba who responded by saying, 'You have gauged correctly. Things are happening rather quickly.'

Sri Sri Baba once said, 'Nanga Baba is the shadow of Adi Brahma, creator of the universe.' I had then asked, 'Can the shadow ever be separated from the main source?' Baba replied, 'Correct'. When Lord Brahma submerged himself deep within the realms of Param Brahman desiring a divine manas-putra (mind-created son), from within the shadowy image of the sky of Param Brahman, in his kutastha emerged a being, whose nature personified Param Brahman like a shadow follows the embodiment. This divine being was Prajapati 'Kardama'. Lord Brahma commanded Rishi Kardama, 'Create progeny'. For this, Sage Kardama performed penance for thousands of years on the banks of the river Saraswati, seeking the rare personal grace of Lord Narayana. Pleased with his sadhana, Lord Narayana revealed the secret of his presence in the eternal Word of Brahma and appeared before Kardama to satisfy his devotee. Rishi Kardama, as commanded by Lord Brahma, sought a suitable wife. Lord Narayana chose Devhuti, daughter of Prajapati Manu and Devi Satarupa, and asked Kardama to accept her. Kardama and Devhuti led a blissful married life. Nine talented divine daughters like Kala, Arundhati, Anusuya and others were born to them. Kardama then desired to forsake society and take up forest-life and sannyasa to fully submerge himself in God. Deeply perturbed, Devhuti beseeched Kardama to give her a son like Lord Sri Hari. On Devhuti's wish to beget a son, Kardama created a magnificent airship in the sky, in which Devhuti gave birth to Narayana Avatar Maharishi Kapil, the originator of Sankhya philosophy. After Kapil's birth, Kardama gave away his daughters in marriage to Brahmarshi sages and took the path of nivritti, spending the rest of his time in devoted meditation and service of the supreme Lord. Devhuti then asked Kapil to teach her and receiving the divine message of the Lord through Mahamuni Kapil, she also engaged in deep penance. Through his great tapasya, sage Kardama achieved the highest stage of Jagannatha-hood and attained divine alikeness with Lord Sri Hari. Those who reach these realms become one with the Lord and can take multiple forms simultaneously for the sake of divine leela. Sri Sri Nanga Baba, who is none other than Mahaprajapati Kardama, has performed many such leelas through several avatar forms.

Through the grace of soul-experience, I once viewed Ram-Leela through the eye of my mind. During this vision it was revealed to me that this great sage Kardama played the key role of Rajarshi Janaka during the divine leela of Lord Rama in Treta Yuga. The Janaka lineage is a clan of kings who descended from a king called Mithi, in whose honour Mithila, of the capital city of their kingdom is named. The progeny from King Mithi who ruled the kingdom were referred to as Janakas. Devi Sita's father, the legendary Seeradhwaj Janaka, was none other than Sage Kardama reborn. Seeradhwaj Janaka was famous for his wisdom and spirituality and revered as a sage-king or Rajarshi. He is regarded as 'ayoni-sambhava' or one who originated from outside of a womb and is often referred to as 'vaideha' not only because he ruled the kingdom of Videha but also because he was fully aware that he exists beyond the cage of the body, as the illuminated bondage-free soul-being. I felt eternally blessed as I recollected with great joy the tender loving relationship between Rajarshi Janaka and Devi Sita.

After discarding his earthly embodiment, as King Janaka ascended towards Brahmaloka, divine Providence took him past Yamaloka. As he passed these realms, agonized cries of stricken souls of Yamaloka touched him deeply. On enquiring about their pitiable condition from Lord Yama, he was told that they were suffering due to their past karmas. A compassionate Janaka offered all his life's good deeds to secure their freedom from this hellish bondage. Lord Yama replied that Sage Janaka's one day's deed would be enough to grant all of them freedom from this state. With this unique 'karmic gift' being transacted, these uplifted souls ascended along with King Janaka to Swarga-loka. There they got a place to stay on an open ground. However, no one was willing to give them any food. On further investigation king Janaka found that this was because these souls had never performed any virtuous act of donation or penance and lived only for their own personal worldly pleasure. They were therefore not worthy of receiving any donations from others in Swagaloka. In order to revive their fortunes Janaka then directed these souls to take birth again on earth and lead virtuous lives to duly gather positive karma. He himself resolved to descend again to ensure that he will teach them the path of liberation. Thereafter he took birth several times and among them, during recent ages, was the luminous avatar Guru Nanak whose work for the upliftment of the world, magnanimity and teachings have been treasured by generations of humanity. Nanga Baba's current embodiment in Vyaspeeth corresponds to that of Guru Nanak dev, whose 'dead body' had miraculously disappeared. He has retained this body through yogic techniques for the sake of the divine work bestowed on him by the Supreme Lord.

Many sparks of this great soul have come down for specific assigned tasks. For the purposes of the current age, Sri Sri Nanga Baba took the form of an accomplished yogi and came down to the plains as Mahatma Totapuri Maharaj, famous for being the Yogi-Guru of Yugavatar Sri Ramakrishna Paramhansa. Both Sri Sri Nanga Baba and Sri Sri Saroj Baba gave me detailed experiential glimpses of many of the unknown facets of the interactions between Totapuri Maharaj and Sri Ramakrishna. Sri Sri Baba informed me that later, after Mahatma Totapuri's body had aged, he performed kaya kalpa and resurfaced as the famous Digambar Baba of Puri. Prior to coming to Puri, Digambar Baba spent several years in the Girnar forests where he was renowned as Adityanath Baba. Adityanath Baba also spent several years in the regions of Haridwar, Prayag, Bhagalpur, etc. and uplifted many people.

You can see how the life of a great liberated Jagannatha-hood attained soul is a continuum. Only the external facets change and he (or she) appears again and again in various human forms for the sake of divine work. By looking at them as one of mere flesh and blood or even as a spiritually uplifted human being, one usually misses out on their true eternal greatness, their omnipresence and their love and commitment for humanity – with whom they have identified their own universal presence. Sri Sri Nanga Baba is a giant in the spiritual world, one of the grand pillars, who upholds the sanatan dharma like a mighty colossus. He remains inseparable from the eternal Lord, seeing him is seeing the great liberator. I am blessed to ever remain in his

parental shade. My eternal pranams are placed at his lotus feet."

Sree Sree Maa paused. Silence reigned. Thoughts flashed. Feelings surged. I guess it was the same for others who had surrounded around her. I remembered Maa telling me about her vision where she saw an aged round-spectacled Totapuri Maharaj, slowly walking up the Dasaswamedh Ghat in Varanasi after a bath. This was the darshan that Totapuri Maharaj had given Sarada Mata later in her life when she visited Varanasi, Maa had mentioned. I remembered Maa recounting her experience of her avishekha performed at Vyaspeeth by Nanga Baba himself in the presence of the Himalayan mahatmas. I recollected Maa's account of how Nanga Baba tested and fortified Maa's spiritual body by hurling various astral weapons at her, his agony at her pain in receiving these mighty weapons and his great delight in seeing her absorb them without retaliation and become strengthened further by the same. My thoughts went back to the ages of Treta Yuga – the palace of King Janaka – where the little daughter was doted upon by her sagacious father, who knew that Bhagwati had descended in his home. I wondered how he looked on as he saw Devi Sita effortlessly lift the fabled Hara-dhanu and play with it, making him decide – to find her equivalent match, only one who was capable of handling this great bow of Lord Shiva would be worthy. I reflected on the family of Sage Kardama, his nine illustrious daughters, Brahmarshi sons-in-law and avatar-son Kapil. My mind went to his Brahmarshi daughter Devi Arundhati and her husband, the peerless Sage Vasishta. I remember that once when Maa was very angry with Sri Sri Baba, Nanga Baba had calmed her saying, 'Beti – mera Saroj – rishi sresht Vasishta hain'. I remembered Maa recounting her emotional experiences of how Nanga Baba's Shakti satta, Yogini Maa provided much needed encouragement to Sree Sree Maa during some of her difficult times and how she took her to Vyaspeeth and showed Maa her ancient asana at their home. I began to now wonder – what deed have we all done to receive such causeless grace of the greatest soul-beings that have treaded this earth?

Breaking the silence, Sanved-da exclaimed, "So our claim to go to our maternal grandparent's home is truly justified. After all when you have such parents, Mama (maternal uncle) and the grandest of Dadus (grandfathers), we have every reason to go there and have a gala time." We had a hearty laugh as Maa got up and walked towards the staircase to the top floor. It was past 2 am. I looked up to the photo of Sri Sri Nanga Baba in Maa's room. Wasn't he beaming proudly at his daughter? Sometimes even I can 'see'. I prayed in reverence:

As the Colossus at the root of the tree,
Reigns divine avatar Kardama Rishi;
Age after age he has remained Witness,
To spiritual evolution's steadfast progress;
Holding the fort of sanatan dharma,
Guarding God's divine leela karma;
Now as Sri Nanga Baba, him we know,
Supreme Creator's inseparable shadow.

O Adyashakti's father of choice,
In thy shaded grace we all rejoice;
Grateful for thy priceless present,
Of Holy Mother's earthy descent;
Lit by thy omnipresent sunshine,
We shall march into a life divine;
Bless us O Nanga Baba we may be,
Worthy of thy illustrious family.

—Sri Partha PratimChakrabarti,
Her blessed Child

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(13)

It was really difficult to understand Sri Sri Baba's inner feeling and his line of thinking:

Ranidi, a teacher of a girls' school, used to visit Sri Sri Baba off and on. She was the teacher of Kedarnath school of Ramrajatala. One day, she sat in front of Baba's cot and started noting down everything, which Sri Sri Baba said in his discourse, in an exercise book. Suddenly Sri Sri Baba noticed it and said, "Rani, what are you doing?" Ranidi instantly replied in excitement, "Baba, I am jotting down your invaluable talks. These will be of immense value later on." Baba took the exercise book from Ranidi, went through it once, became furious and threw it off. Then he burst out in anger, "What do you know of me and how much? Someone else is entrusted with this writing matter. Never ever be audacious in writing." Ranidi started to weep. Baba said, "Some other person has been already selected to write my discourse and talks."

(14)

One afternoon, Sri Sri Baba told--- Asimda, "Asim, will you bring some curd for me quickly?" Asimda rushed out and brought a pot of curd from Joydev's shop. Baba ate the whole curd in one shot and then vomited. A big blue coloured glass marble was seen in the vomitus. Baba said gently with a sense of relief, "The boy has been saved". Asimda picked up the marble and kept it. He felt that there is something special about this marble.

Next morning, Sri Sri Baba's constant companion Bhagwati Prasad Tiwariji, who was also known as 'Chasma Tiwariji' as he worked in a spectacle shop and lived in Burrabazar, came. He started narrating yesterday's episode that his grandson picked up a big blue coloured glass marble, lying on his courtyard and put it in his mouth. The marble stuck in his throat and then the child started suffocating. All the members of the house became panicky and started crying. Immediately Tiwariji started praying to Sri Sri Baba. Afterwards, the marble was not found anymore and the child became normal. A physician in the vicinity was consulted but he too didn't get any trace of the marble. So Tiwariji rushed to Sri Sri Baba at the early hours of the next morning. As Tiwariji finished narrating the episode, Asimda showed him the blue marble. Tiwariji was overwhelmed on seeing it and started prostrating Sri Sri Baba repeatedly, thinking Him as the great Lord Krishna. Baba again said, "Anyway, the child could be saved."

The Satguru Bhagwan protects the family and the respect of a true devotee in this way. Baba used to say, "Bhagwati Prasad Tiwari had an utter humbleness like a servant." Tiwariji used to say Baba, "I cannot perform so much of penance in the form of yoga. I am your servant and I want to nurture this sense of servitude forever." Baba told us, "I do the sadhana of Tiwari. He had been my sevak in several previous births." Once, Sri Sri Baba was eulogising the devotion of Tiwariji to Sri Sri Maa of Akhanda Mahapeeth. He said, "One night Baba was performing puja in the burning ghat. Suddenly it started raining torrentially. Tiwariji and Kaludom of the burning ghat, sheltered Baba and the area of puja with big towels for almost an hour and themselves were totally drenched in the rainfall. Neither their words nor their face showed any sign of disgust or annoyance. Otherwise, the yajna and

puja of Sri Sri Baba would have been totally disrupted due to the severe rains. It was with their help that Sri Sri Baba's worship of the goddess became successful.

The power of devotion always remains vigilant and manifested in a true devotee. His conviction is always unflinching and steady. 'My satguru is Bhagawan' - the more this faith aggravates, a mysterious power overwhelms his interior. This power finally annihilates all egoism, puts the devotee on the summit of surrender and humility and at the end turns him into a 'Bhakta' or a true devotee. *...to be continued*

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur, Howrah

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

The Philosophy of Truth

The Fundamentals of the Mind (Psychology)

Chapter 9

The enlightened Kabir used to see the death of humans and say -

"*Maan mare na maya mare, mar jaye sharir,*
Aasha trishna nahi mare, kaha das kabir."

This implies that when humans die, there is death of the physical body only but the desires and the mental aspirations remain alive. So what is death? It is like changing and discarding the old, tattered clothes and wearing new clothes resembling the new body. When you wear new clothes, your body remains the same with respect to its complexion or the sense organs like eyes, ears, nose etc. it stays as it is. Similarly when the soul discards the old body and takes the new body like new clothes, the lust, anger, jealousy, hatred etc. remains the same, it neither increases nor decreases. The Brahmasutras pronounce-

'*Suksmang pramanatascha tathopolabdhe*'.

This means when the jeeva leaves the mortal coil and moves to the other world it assumes the astral body or 'linga-deha'. The linga-sharira constituted by the subtle panchabutas (five elements) is subtle both materially and efficiently. The jeeva leaves the body through nadis and is very subtle. Because of its subtlety, it circulates freely and is invisible and unobstructed. No gross object of this world can either hasten or obstruct its movement. Moreover none can visualise it when it leaves this physical body. The physical body can be injured or burnt to ashes, but that doesn't harm the subtle body a bit. The warmth that is felt when a mortal coil is touched is basically the warmth of the astral body. On death, the body with his physical characteristics persist but the warmth is absent.

When the human body is alive i.e. when mind resides in the body, there is joy, sorrow, shame, etc. When even a spark of fire touches the live body, it screams in pain. The live body becomes ashamed to go in front of the people naked. When the mind leaves the body, the body is bathed in the burning ghat in front of the people totally naked and burnt into ashes. As there is no mind in that body, it neither feels ashamed or sad. Moreover look at the social habits - when a person dies, people say that the person has left his mortal coil, none says the person has left his mind. *...to be continued*

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

Importance of the Path of Devotion in Kaliyuga

(13)

The consciousness that you perceive within your body is the consciousness of God's manifested Self while the vital energy within you is the partial expression of the omnipotent universal divine Force. Your physical body as well as your subtle body comprising the mind, intellect and faculties of sensory perception is essentially the partial expression of this eternal and primordial divine Force. The *vayus*[1] or vital winds namely, *Prana*, *Apana*, *Udana*, *Samana* and *Vyana* along with their subtle source, the *Mukhya Prana* (the principal *Prana*) within your embodiment which control your movement, speech and memory, your power to distinguish different objects, discriminate right versus wrong, your endeavor to fathom the essential nature of God and your own self, and above all, the ability to identify your own existence as "*I am this*", are all expressions of the Consciousness and its primordial divine Force (*Shakti*). The *Bhagvad Gita* says,

"*Aham vaisvanaro bhutva*
Praninam deham-asritah
Pranapana-samayuktah
Pachamy annam catur-vidham"

Meaning: Enacting as the fire of digestion in the bodies of all living beings, I keep the balance of the ingoing and outgoing breath and do digest the four kinds of foodstuff (food that is swallowed right away, chewed, licked and sucked).

Kishori Bhagwan

Pervading the entire Universe and also throughout the confinement of your embodiment, God resides within the cave of

[1] The word *Vayu* which translates as "wind" literally means "that which flows"; so it is the vehicle for all activities and experiences within the body. *Vayu* actually refers to the divine force of consciousness (*Mukhya-prana*), the *one* cohesive, animating life force that pervades all living beings and in fact all matter. This universal *prana* is experienced to move in specific ways in specific regions in the body, regulating and controlling all physical and mental functions. Therefore, based on the specific areas of influence within the body, the universal *Prana* has been categorized into five principal categories of *vayu*, namely, ***Prana vayu*** (said to govern the region from the abnomin or diaphram to the base of the throat)**,** ***Apana vayu*** (this energy is observed to move primarily in the lower abdomin from the navel to the floor of the pelvis)**,** ***Samana vayu*** (moves primarily in the region between the navel and the heart (solar plexus))**,** ***Udana vayu*** (this vayu is considered to govern the region of the throat and head,and is seated specifically in the throat) and ***Vyana vayu*** (moves from the center of the body out to the periphery. This vayu is considered to pervade the *whole* body)**.**

your heart-lotus. Because this space is very small, He is considered to reside there with a minute dimension. However in reality, God is neither little nor insignificant. Although the ethereal space created by Him is magnificent, His own grandeur is even more majestic. God is referred to as *Brahman* only to emphasize this universality and supremacy of His all pervading existence. "*Brihat-at Brahma giyate*" – *Brahman* literally means that which is pre-eminently great and enormous (*Brihat*).

The heart-lotus may be considered the premier location for devotional contemplation in *Bhakti-yoga*. It is the seat of the supra-mental intellect. It is the source from which *Bhakti* blossoms. The *Sruti* says, "*Angustha matra purushang dhayet chinmayang hridi*" – The Self (*Atman, Brahman*) being as little as the size of the thumb pervades the conscious heart. The divine and dynamic consciousness may be realized within when the mind is fixed at the seat of the heart. Practise meditation intensely establishing yourself in this consciousness. If it is beyond you to meditate on the consciousness in this fashion, you may meditate on the frame of your *Guru* or any other idol accepting them as conscious and blissful. It is ideal to meditate with an endeavor to identify your essential Self (*Atma*) as being one and same with the object of your contemplation. If this seems difficult, meditate even with your notion of distinction. *Bhakti* expresses itself at two levels or classes, namely *Gauni-bhakti* (the Inferior devotion) and *Para-bhakti* (the Supreme selfless devotion). At the first stages, devotional service is cultivated with a dualistic and discriminatory impression of God with respect to the self and this characterizes the inferior or *Gauni* form of *Bhakti*. Later through *Para-bhakti* the spiritual aspirant gains realization of God's all-pervading supremacy and manifestation as the Existence-Consciousness-Bliss (*Sachchidananda*). Then realizing the truth-lit philosophy of His existence, the seeker attains the ultimate liberation (*Kaivalya Mukti*). Through the realization of his essential self (*Atma*) during his life time, such a seeker establishes himself in a state of eternal peace and bliss after his physical and subtle mortal coils are relieved in death. At this state, his being attains an expression of the Absolute Universal Soul (*Purna Brahma*) beyond all heavenly abodes. For those who are not able to free themselves completely from all attributes of ignorance and attachment to their subtle embodiments do not vanquish entirely during their lifetimes, are transcended by their accompanying Gods after death through subtle pathways like *achchiradi-marga* to heavenly abodes like *Golaka*, *Vaikuntha*, *Brahma-loka* etc. in order to help them continue and advance their spiritual penance to completion. Such subtle liberating pathways are referred to as *Devayan Kram* (the order of the divine vehicle).

You still have time in life. Earnestly dedicate yourself towards the devotional service of God. You will therefore be able to receive his grace and attain the absolute holy liberation (*Kaivalya or Nirvan Para-mukti*).

Ever Yours,
Sri Kishori Mohan
—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

Give as the rose gives perfume, because it is its own nature, utterly unconscious of giving.
—Swami Vivekananda

My Life With Anirvan
Part - XXIÏ

Om *Haimavati, Shillong*
11.8.63

My dear Gautam,

You letter of the 6th. I hope you are quite alright now and Sudha too. I am anxious about you both.

Kiki asked me to write to her separately as she wants some elucidation of her mantra (Anirvanji had initiated and given a Mantra to Kiki (Aparna Dharmapal) when he was last in Calcutta). So I have written to her under a separate cover. I hope Bablu will soon make up for this remiss.

Sandhya is still going through the course of injections. There is not much appreciable results. This disease seems to be very common these days. The doctors say, it is due to allergy and some suspect atomic radiation! Who knows?

We are progressing with the work of the Ishopanishad. We can work only twice a week, as she is busy with her school work and I with the second volume of the Veda Mimamansa which has gone to the press. I have got some proofs and the press wants more material. So I am working as hard as I can. I want to finish the work before I go down by the 2nd week of December.

I think some change will be brought about next year. I am quite satisfied with Sandhya's work and want her to be free now. Now, the family is nicely settled and she can now look to her own interest. On my case I am keen to finish the second volume of Veda Mimamansa. So that I need not hurry back to Shillong and am left free to look about myself. Somehow, I feel, something is going to happen. Perhaps one phase of the life is over and the last phase is before me. (Actually this happened at the end of the next year i.e. 1964. Sandhya was married on 14th December 1963 to Benoy Lahiri. Anirvanji fell seriously ill in 1964 and at last he decided to leave Shillong and came to Calcutta in November 1964 and final phase of his life began!)

Narayani, the patient (Daughter of Anirvanji's sister Surabala. Translator of Lizelle's book on Nivedita. Later Patralekha was published in two parts) and not the doctor (Dr. Narayani Basu, wife of late Dr. Atindranath Basu who attended Anirvanji's classes on Upanishads at 6H Keyatala Road) is now in Howrah. She has collected and edited a good number of my letters written to her and Bimal proposes to bring them out in 1964 under the name of "Patralekha". It will be a rather big book.

Where is Sharad? In tour?

My love to you all...
Ever yours … A

Om *Haimavati, Shillong*
25.8.63

My dear Gautam,

Your letter of the 20th. So, Kiki has broadcast her mantra and is now the "Secret" of every one! How funny of her!

I have not yet heard from Mr. Gupta. He will send the books etc. to Usha. I don't remember what books were left behind. There were three or four magazines perhaps. If Gopi comes to Shillong, can you send with him a flower-cushion (last time we bought from the New market) – not the smaller one but the biggish size that you once sent me. I shall pay on receipt. Of course it is not so urgent.

Sandhya's course of injections is finished. The reaction as anticipated by the doctor has started. Let us see with what results!

I have seen Narayani's letter. I am writing her today giving the references she wanted.

Sudha should get a part-time job like Jyoti; there you are quite right. And she is also delicate in health. Too much strain might undermine it.

The clouds will surely pass away. There is always a limit to everything. For a pretty longtime, you have not been upto the mark. Perhaps, this also was necessary. Now the sun will rise. Never be despondent. It means, yielding to the hostile forces and giving them what they want. You must remain as unshakable as a mountain against all odds. After all it is our reactions to the external world that matters. Never say die!

With love to you all...
Ever yours … A

Answering to my letter of 5th September Anirvanji wrote from Shillong on 8th September 1963.

Om *Haimavati, Shillong*
8.9.63

My dear Gautam,

Your letter of 5th. Narayani has written to me and today I have written back. Bimal has received Vol XII of Rabindra Rachanavali and I have asked him to bring it to you. Gopi will start by the 9th or 10th October and he will bring all the things to Shillong.

"Never say die" is a colloquial phrase meaning never give up your efforts and allow yourself to be carried away by despondency.

The Divine is here and now the circumstances do not matter at all. Like sunshine let it flood all my being – all my thoughts and doings. The sunshine is there, only I have to open my window to it. "Anirakaranamastu"— let there be no denial as the Upanishads says.

It is good if we make the body preponderate in our sadhana. A feeling of physical well being can immediately be translated into the joy of the Divine. It is good to live, it is good to see light and life; like a flower turn the atmosphere around us. A child is blissfully unconscious of its adverse surroundings. We can at least partially imitate it. Even in the midst of busiest hours we can for a few seconds drop all thoughts and with the whole being absorb the joy of the Divine that is surrounding us. To live like a child, like a tree – it is good. Thinking is for the world and feeling for God alone. Why not make this division of labour?

Sandhya was asking if you received her letter. At present she is suffering a good deal from that allergy of cold.

My love and best wishes to you all. Tell Bablu and Kiki I have not forgotten them.

With love to you all...
Ever yours … A

-Sri Gautam Dharmapal

Notice

An annual library membership fee of Rs. 100/- has been fixed for proper maintenance of books. All members are requested to pay this fee and renew their library cards before 31st January, 2014

Forthcoming Events

Dol Purnima: 5th March, Thrusday
Spiritual Congregation: 22th March, Sunday
Annapurna Puja: 27th March, Friday
Ram Navami: 28th March, Saturday
Bengali New Year: 15th April, Wednesday

Mata Sharbani Trust
Annual Report (2013-2014)

Mata Sharbani Trust strives to live up to the ideals of its principal and patron, Sree Sree Maa Sharbani who, in the spirit of highest universal traditions, has demonstrated that realization of supreme truth goes hand in hand with service to humanity. The Trust is grateful to her for having kindly agreed to be the Chairperson of the Trust and for guiding the Trust in its journey since inception. The Trust tries to follow the path of truth laid down by all the great souls who have been a beacon of light to the world. The goals of the Trust cover humanitarian, spiritual and cultural aspects in an attempt to serve people, irrespective of caste, creed, religion or race and spread the message of unity and eternal Truth. Preserving our prized heritage and reviving them in the modern age, providing relief to the needy and poor, assisting people with educational and medical support, helping destitute homes and educational institutions, etc., form some of the core activities of the Trust. Spreading the message of unity of spiritual paths through practice of Brahmavidya as a means to attain self-realization, publication of books/CDs/ cassettes on Indological themes, study of Sanskrit and devotional songs through regular sessions, teaching of yoga as a means for good health, fostering dissemination of knowledge through maintenance of a library of rare books, holding of cultural events on heritage and Indological themes, regular spiritual discourses on auspicious occasions, satsang with saints and sadhus, distribution of relief materials including clothes, blankets, food and medicine to the poor, educational support for the needy, providing drinking water facilities and other infrastructural support for development of adjoining rural areas, rendering support to similar organizations working especially for the well-being of forsaken women and orphaned children, are some of the regular activities of our Trust. The Trust carries out its activities through its main centre at Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing Shibrampur and associated centres in Varanasi, Puri, Nabadwip and its associated organization, Sarada-Ramakrishna (Shishu O Mahila) Sevashram, an orphanage cum residential school in the village of Marjada (Hotor), located on the outskirts of the city of Kolkata. The main centre at Akhanda Mahapeeth also has a Self-Realization Centre-cum-Cultural Complex inside the main Trust premises and the Bhakta Nivas and Annapurna Kshetra inside Plaza Housing locality of Shibrampur, where construction work is under way. We highlight below some of the important activities that were carried out during the period April 2013 to March 2014.

Aids amounting several lakh of rupees were spent for the purpose of charitable activities (viz. free medical, education and relief works, free distribution of clothes for the poor and needy, construction of kitchens, water tanks, sanitation facilities, road repair, etc.). Construction of a modern kitchen complex was taken up at the Hotor premises of Sarada Ramakrishna Shishu O Mahila Sevashram to alleviate the cooking problem of the resident children and destitute women staying in the Sevashram. One concrete overhead water tank and pumps were provided for water supply. Substantial refurbishing work on the inside and outside of the dormitories of the destitute children were undertaken. Books,

copy-books, pens, pencils, clothes and other material required for regular usage of the 150 inmates of the Sevashram were provided through the Trust. Monthly rations have been provided to the Sevashram to ensure that they get wholesome and nutritious food. Women devotees of the Trust have initiated a special weekend teaching programme to improve the quality of learning for the Sevashram girls. This has significantly helped in improving their examination performance. Arrangements were made to provide them with computers and other modern educational support by connecting them with donor institutions, organizations and individuals.

The basement hall of the Spiritual-cum-Cultural-Complex continues to be used for Kriya sadhana, yoga practice, music, Sanskrit classes and houses the library. Construction of the exterior of Self-Realization Complex is going on in stages and is expected to be completed in a few years. The inner arena of the complex is now operational and is being used, for satsangs on special days of the year, sadhana-related discourses and various cultural functions. The outer dome stone work is progressing steadily. The Bhakta Nivas and Annapurna Kshetra are now fully operational. The library of the Trust currently houses more than 2000 books with more than hundred active members. The Ashram unit at Nabadwip, has been partially renovated. Flooring at the first floor, water supply and sanitary facilities have been modernized. The work is expected to complete in a couple of years. The activities are continuing there under the stewardship of Sri Dayananda Giri Maharaj. Swami Gurudas Ashram now looks after the Varanasi unit, maintaining regular service activities there. Some renovation work in Varanasi has been carried out. The Puri unit is visited at regular intervals by our Trustees for carrying out various charitable activities at Puri. Renovation work, especially that of the kitchen, was taken up during the year for proper maintenance of the Trust premises at Puri, which is prone to corrosion due to the sea.

Several events, of spiritual and cultural importance, and visits were conducted during the year. Some of them are being mentioned below. On 7th April, Sri Subrata Sengupta sang Rabindra Sangeet in presence of Sree Sree Maa. On the occasion of the Bengali New Year, Sree Sree Maa gave important spiritual guidance to the devotees. The first issue of the 6th volume of Hiranyagarbha was released. The Bengali book "Ushar Aloke", authored by Sree Sree Maa, and a musical CD containing devotional songs written by Sri Sri Baba Thakur and sung by Sree Sree Maa was also released on this day. On the auspicious occasion of Basanti Ashtami during the Navaratri festival of this season, Sree Sree Maa Herself served prasad to little children who were specially invited on the occasion. As in previous years, Sree Sree Maa visited the residence of our Guru-brother Sri Rajendra Sethia on the occasion of Good Friday. A satsang was organised in the divine presence of Sree Sree Maa and Sri Rajeswaranandaji. Soon afterwards, Sri Rajeswaranandaji visited the Ashram to have Sree Sree Maa's darshan. On the occasion of Buddha Purnima and Sri Sri Babaji Maharaj's statue installation anniversary, that is May 25th, Sree Sree Maa conducted a question-answer session on Kriya Yoga. She also answered several queries regarding Kriya Yoga to practitioners. Like every year, the birth anniversary of the earthly sojourn of Sree Sree Maa was solemnly celebrated

on Snana Yatra of Sri Sri Jagannath Dev on June 23rd. On 30th June a session of the "Adhyatmik Sabha" was organised in the Ashram premises. In this session, our Guru-brother Dr Arnab Sarkar spoke about "Shiva Tatwa".

On 7th July evening, Professor Joy Sen presented a melodious Sitar recital in the presence of Sree Sree Maa at the Ashram hall. On the holy occasion of Guru Purnima (July 15th), prasad was offered to Sri Sri Gurumaharajas. In the evening a musical programme of devotional songs was presented by the devotees. Subsequently an enchanting dance performance was presented by the disciples of Odishi Guru Shri Giridhari Nayak. The Bengali book, 'Param Bhakta Sri Sri Rasikananda Leelamrita' by Smt Bina Choudhury, ardent devotee of Sree Sree Maa was released. On 23rd August, Sree Sree Maa along with Jonab Imtiaz Ali Bhaisahab visited Titagarh to meet Pir Baba Muhammad Yasin. On the pious occasion of Janmashtami (28th August 2013), like every year, we paid homage to our beloved Sri Sri Baba on his birth anniversary. A mesmerizing musical recital based on Sri Sri Baba's life was performed in the evening. The programme was conceived and choreographed by Sree Sree Maa. The Hindi version of the book 'Matri Sanga O Satprasanga' Part 1 translated by Smt Sushila Sethia was released on this evening. On the morning of 1st September 2013 Sree Sree Maa along with some devotees went to Govinda Mandir, Kadamtala Ashram, in the Kamarkundu region of Hooghly District, to meet the saint Swami Nigamatmanandaji. There she spent a few hours in Satsang. The subsequent 'Adhyatmik Sabha' was organized on 22nd September. Sri Arnab Sarkar presented an analytical discourse on the tattwa 'Satyam Shivam Sundaram'.

The 22nd Durga Puja was held from 5th to 14th October. On Panchami, Sree Sree Maa distributed clothes, sweets and biscuit packets to around 500 villagers. Two savants from Sri Sri Devraha Baba's Ashram in Vindhyachal came to meet Sree Sree Maa on this day. An absorbing dance programme was conducted by the pupils of Sri Giridhari Nayak-ji in the evening. Sri Govindadas Udasi Baba was also present in this programme. Subsequently Maha-Lakshmi puja was held at Sree Annapurna Kshetra. On 27th October, Sree Sree Maa again distributed clothes to another 500 local villagers on the occasion of Kalipuja and Diwali. On the occasion of Raas Purnima, Sree Sree Maa organized an enchanting dance drama titled "Sree Radha-r Mahima". On 24th November 2013, the Annual General Meeting of Mata Sharbani Trust was held at the Ashram premises. During December, worship of Sree Annapurna Mata and Sri Vishweshwar Shiva was conducted amidst gaiety and devotion. Sree Sree Maa presented gifts to little children. A program of bhajans was conducted in the evening. On 15th December Sri Abhay-ji's disciple Smt. Paripurna Devi along with other devotees from Sri Abhay-ji's Ashram, "Kirtan Kutir", presented a programme comprising of Abhay-ji's songs, "Abhay Gaan", at Akhanda Mahapeeth Ashram premises. On 22nd December, 300 blankets were distributed at the Ashram premises among the poor villagers in the locality on the occasion of Sree Maa Sarada Devi's birth anniversary. A dance programme dedicated to Maa Sarada was organized in the evening in the main Main Hall of the Spiritual-cum-Culutral Complex. Following this, an absorbing cultural programme was

conducted by Brahmacharinis and pupils of the Hotor Ashram. The next day, a session of the 'Adhyatmik Sabha' was held wherein Sri Arnab Sarkar presented the next part of his discourse on the tattwa - 'Satyam Shivam Sundaram'.

The 6th anniversary of the enthronement ceremony of the Guru Maharajas was conducted in mid-January. On 13th January, Swami Gurudas Ashramji and Swami Sanvedanandaji presented gifts to the visiting 100 students who came to Akhanda Mahapeeth from our Hotor Ashram. In the evening, a cultural session was organized where an absorbing musical dance programme was presented by the students of Hotor Ashram. Besides this, little children, namely Ashoka Bose and Shraddha Dasgupta, performed beautiful dance recitals while Miss Poulomi Mukherjee performed Krishna Vandana. On 14th January, at dawn before sunrise, Sree Sree Maa performed "Biroja-Homa" and initiated Sri Subhabrata Brahmachari (subsequently Swami Rhitabratananda) and Smt. Kalpana Mitra (subsequently Sadhvi Anuvanandamoyee) into the sannyasa order. In the evening, a dance program was conducted by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak. The cooking of the sacred offering (bhog) and its distribution among all was another very important aspect of the ceremony on these two days. All the children of 'Aikyatan', an educational institution at Shibrampur, were invited as special guests. On 4th February 2014 Sree Sree Maa along with some devotees visited 'Barasat Yogashram'. The saints and brahmacharies of the Yogashram paid their homage to Sree Sree Maa. Sree Sree Maa had some spiritual discussion with Sri Susiddhanandaji, the Mohanta of the Ashram. The 104th birth anniversary of Sri Sri Gobindadas Udasi Baba was celebrated by us in his 'Banga Udasi Math' premises at Monohar Pukur. On 16th February 2014, Sree Sree Maa along with some devotees visited our Hotor Ashram. Sree Sree Maa inspected the upkeep and functioning of the Ashram. For their neat and beautiful maintenance of the residential complex, Sree Sree Maa gave gifts to each resident. Thereafter, an absorbing cultural programme was organized by the Ashramites of Hotor. On 2nd March 2014 Sree Sree Maa visited Ichhapur along with a few disciples to meet the famous Mahatma Sri Dayal Baba (109 years). There she spent a few hours in Satsang. On the 9th March Sree Sree Maa went to our Nabadweep Ashram Centre along with a few Ashramites and devotees. The eleventh 'Adhyatmik Sabha' was organized on March 15th 2014. Sri Arnab Sarkar presented the concluding part of the discourse on the tattwa - 'Satyam Shivam Sundaram'. Holi / Dolpurnima was celebrated through a cultural evening where bhajan songs were sung by our guru brothers and sisters. A dance program was performed by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak.

As mentioned earlier, two Bengali books, namely "Ushar Aloke" written by Sree Sree Maa and "Param Bhakta Sri Sri Rasikananda Leelamrita', written by Smt Bina Chowdhury, and a Hindi translation of "Matrisanga O Satprasanga" was published in this period. Six new CDs were released during the year. Four issues of the journal Hiranyagarbha were published during the year including a special issue on Yogiraj Sri Sri Shyamacharan Lahiri Mahashay.

Shri Raj Kumar Daga, Chartered Accountant, has been retained as Auditor. The Trust accounts for financial year were audited by Shri Raj Kumar Daga and duly approved by the Trustees. Donors who

desire to have a look at the accounts statements may kindly contact the Joint Secretaries or Treasurer of the Trust.

With the grace and guidance of the Supreme Divine, Sree Sree Maa, all patrons and well-wishers, we hope to continue serving mankind with dedication and devotion. We express our sincere thanks and gratitude to all donors, devotees and volunteers for their help, dedication and selfless efforts in helping our mission to succeed. We feel blessed to have received this unique opportunity to serve. We pray for the well-being of all.

Shri Siddhartha Nandi & Swami Sadasivananda,
Trustees and Joint Secretaries, Mata Sharbani Trust
Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing (Jagannathpur)
PO. Ashuti, Shibrampur, 24 Parganas (S), West Bengal 700141, India
November 23, 2014

News in Brief

24th September - 3rd October - The 23rd Navaratri Durga Puja was organized in the Ashram premises. The different functions including puja, yajna, distribution of prasad etc. were performed flawlessly. On Panchami in the morning, Sree Sree Maa and Swami Sanbedanandaji distributed clothes, sweets and biscuit packets to around 500 villagers. An absorbing dance programme was conducted by the pupils of Sri Giridhari Nayak in the evening. The event started with a dance performance by three child artists Adrika Majumder, Ashoka Basu and Shraddha Dasgupta. Sri Govindadas Udasi Baba and Tatbaba of Pushkar were also present in this programme. The earlier issue of Hiranyagarbha and the Hindi translation of the book 'Bodhoday' written by Sree Sree Maa were released along with two music CDs in this evening. Sri Gautam Dharmapal visited the Ashram on the next day. On the day of Saptami Dandi Swami Sri Nityabodhashramji of Chinsura attended the puja in the Ashram. In the evening a beautiful musical programme was presented by Smt.Aditi Mukherjee and Smt. Ratna Basu Roy. On Mahastami, a bhandara was organized on the holy occasion of the death anniversary of Sri Lahiri Mahasaya. On Navami, after the distribution of Mahaprasad, a cultural evening was organized with devotional bhajans.

7th October - On the occasion of Sree Sree Kojagari Purnima, Sri Yajnanarayan-da performed the puja of Sri Sri Lakshmi Janardanjiu at Sree Annapurna Kshetra. After puja, yajna was held at the Ashram.

19th October - In the morning Sree Sree Maa and Swami Sanbedanandaji distributed clothes to more than 500 villagers. Along with this they were also offered sweets and biscuits.

23rd October - On the occasion of Deepavali, the Ashram was glowing with lights and diyas along with the beautiful Rangoli. At midnight, Sree Sree Maa performed the puja of Maa Devi Tarakalika at the Ashram.

6th November - On the occasion of Raas Purnima, offerings were made to Sri Sri Radha Madhav followed by distribution of prasad. In the evening, Sree Sree Maa presented a beautiful bhajan on Guru Nanakji as homage on the birth anniversary

of the great religious teacher. After that Sree Sree Maa along with the ashramites presented a mesmerizing musical soiree on 'Raas Tattwa'. The bengali book 'Sadhu Sitaram Sri Sri Andhababa Prasange' written by Sree Sree Maa was also released on this evening.

23rd November - The Annual General Meeting of Mata Sharbani Trust was held in the Ashram premises. The Annual report has been published in this issue.

29th - 30th November - Worship of Sree Annapurna Mata and SriVishweshwar Shiva was conducted on 29th November. After

puja, yagna was held at the Ashram. A program of bhajans was conducted in the evening at Annapurna Kshetra. On 30th morning worship of Sree Lakshmi Janardanjiu was held and prasad was distributed.

4th December - Sree Sree Maa along with few disciples visited Chinsura to attend the Yagna at Nityabodhyashramji's Ashram. After spending a few hours in satsang she returned to Ashram.

7th December - On this day blankets and winter wear were distributed among many poor villagers in the locality.

13th December - On the occasion of Sree Maa Sarada Devi's birth anniversary, an absorbing cultural programme was conducted by Brahmacharinis and pupils of the Hotor Ashram.

15th-20th December - Sree Sree Maa alongwith a few Ashramites visited Varanasi Ashram. During the stay at Varanasi they

Sadhvi Suchetanandamoyee (Hotor Ashram) worshipping Sree Sree Maa

visited Sri Sri Vishwanath Mandir, Sri Sri Annapurna Mandir, Sri Sant Ashram, Sarnath and many other renowned places at Vindyachal. On 16th December Sree Sree Maa went to meet Sri Sri Hanshababa. There everybody present with Sree Sree Maa received blessings of Sri Sri Hanshababa and experienced unforgetable spiritual bliss. On 18th December Sree Sree Maa went to Sant Ashram of Shova Maa. There she spent some time in satsang with Sree Shibani Maa, Sree Meera Maa and the other Brahmacharinis. Next day Sree Sree Maa visited the Ashram of Sant Ruidas at Rajghat. The Ashram of Sant Kinarambaba was also visited by the other Ashramites on 19th December. On the last day of the trip (20th December) they all went to Bodh Gaya.

25th December - On the fourteenth session of the 'Adhyamtmik Sabha', our brother disciple Dr.Partha Pratim Chakraborty (Director IIT, Kharagpur) presented a profound analytical discourse on the Upanishads.

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....